NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ স্বদেশী পরমার আসমানী অভিসারে চমকিয়া ধরণী

আইটি ফাইল জমা করতে ৫টি জিনিস মাথায় রাখুন ৮

কলকাতা ৮ এপ্রিল ২০২৫ ২৫ চৈত্র ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৯৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 8.4.2025, Vol.18, Issue No. 296 8 Pages, Price 3.00

‘বেঁচে থাকতে একজন যোগ্য প্রার্থীও চাকরি হারাবেন না’

২ মাসে যোগ্য শিক্ষকদের জন্য ব্যবস্থার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্ট আলাদা করতে না পারলেও যোগ্য ও অযোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের আলাদা করেছে রাজ্য সরকার। প্রথমে যোগ্য, তারপরে দ্বিতীয় ধাপে অযোগ্যদের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে সুপ্রিম কোর্টের রায় চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কোনওভাবেই কোনও যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকরি যাবে না বলে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

সোমবার দুপুর ১২টা থেকে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সভায় প্রথমে মুখ্যমন্ত্রীকে নিজেদের আর্জি জানান, সুপ্রিম রায়ে চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতিনিধিরা। কোনও ভাবেই যাতে তাঁদের চাকরি না যায়, সেদিকে সরকারের নজর দেওয়ার আর্জি করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দেন, যারা যোগ্য তাদের চাকরি নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। তিনি বেঁচে থাকতে কোনও যোগ্য প্রার্থীর চাকরি যাবে না। এ জন্য যাবতীয় যা ব্যবস্থা তা রাজ্য করবে বলেও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইন্ডোরের সভা থেকে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, ‘যারা সে কারণে আইনি পথেই যোগ্য প্রার্থীদের চাকরিতে ফেরাতে প্রক্রিয়া শুরু করছে রাজ্য সরকার। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, ‘আপনারা তো এখনও কোনও চাকরি ছাঁটাইয়ের চিঠি পাননি। তাহলে কেন আপনারা স্কুলে যাবেন না। কোথাও ভলান্টিয়ারি সার্ভিস দিতে তো কোনও বাধা নেই।’ অবশ্য পরে ‘ভলান্টিয়ারি সার্ভিস’-এর ব্যাখ্যাও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

আপাতত পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আদালত থেকে কারা যোগ্য ও কারা অযোগ্য সেই তালিকা চাওয়া হবে। বিষয়টি স্পষ্ট হলে তারপর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। কিন্তু কোনও ভাবেই কোনও যোগ্য চাকরিপ্রার্থীর চাকরি যাবে না বলে এদিন নিশ্চিত করেছেন তিনি। এই বিষয়ে তিনি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের মতোই লড়বেন বলে সাফ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে, সুপ্রিম কোর্টের চিহ্নিত অযোগ্য শিক্ষকদেরও এদিন আশ্বস্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, ‘আগে যোগ্যদের বিষয়টি মিটে যাক। তার পর যাদের ‘অযোগ্য’ বলা হচ্ছে, তাঁদের বিরুদ্ধে কী কী তথ্য আছে আমি দেখব। আবার আপনাদের ডাকব। সত্যি যদি তাঁরা ‘অযোগ্য’ বলে প্রমাণিত হন, আমার তখন কিছু করার থাকবে না। কিন্তু কাকে কেন অযোগ্য বলা হয়েছে, কে তদন্ত করেছে, আলাদা করে সেটা দেখতে হবে। আলাদা করে সেটা নিয়ে আমি কথা বলব। সকলে নিশ্চিন্তে থাকুন। যোগ্য-অযোগ্যের মধ্যে গোলমাল লাগাবেন না। নিশ্চিন্ত ভাবে আপনারা শিক্ষা দিন, শিক্ষিত করুন।’

সর্বতোভাবে ‘যোগ্য’দের পাশে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘আপনাদের শোকে আমরা পাথর। আমরা হৃদয়হীন নই। দায় ঝেড়ে ফেলতে পারি না। ভিক্ষা করে আপনাদের খেতে হবে না। স্বেচ্ছায় কাজ করুন, কেউ বারণ করবে না। যতদিন না সুপ্রিম কোর্ট যোগ্যদের তালিকা দিচ্ছে, যতদিন না নোটিস পাচ্ছেন, ততদিন বাচ্চাদের পড়ান।’ তাঁর আরও বক্তব্য, ‘আমার প্রতিশ্রুতি, যোগ্যদের চাকরি কারও কেড়ে নিতে দেব না। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙে দেওয়ার জন্য চক্রান্ত চলছে। যাঁরা ভালো ফলাফল করে এসেছেন, তাঁদের সবাইকে শীর্ষ আদালত ‘চোর’ বলছেন! এটা হয়? রায়ের পিছনে কোনও খেলা নেই তো? বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদবে না, তা আমরা আশা করি।’

আসলে সুপ্রিম কোর্ট ৩ এপ্রিল যে রায় শুনিয়েছে, তাতে বেশ কিছু অস্পষ্টতা রয়ে গিয়েছে। তা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ‘আমরা সুপ্রিম কোর্টের কাছে তালিকা আমাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য বলব। ব্যাখ্যা চাইব, যোগ্য প্রার্থীদের কী করা হবে? আশা করছি, তাঁদের চাকরি না কেড়ে কাজের সুযোগ দেওয়া হবে। যদি তা না হয়, তাহলে আমাদের বিকল্প ভাবনা আছে। শিক্ষাদপ্তরকে বলেছি, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।’ ‘অযোগ্য’দের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য, ‘আগে যোগ্য চাকরিহারাদের জন্য ব্যবস্থা করি। তবে কেউ অযোগ্য প্রমাণিত হলে কিছু করার নেই।’

উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক ফোর্স গঠনের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নেতাজি ইনডোরের সভা থেকে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, যারা যোগ্য তাদের চাকরি নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। তিনি বেঁচে থাকতে কোনও চাকরি যোগ্য চাকরি প্রার্থীর চাকরি যাবে না। সে কারণে আইনি পথেই যোগ্য প্রার্থীদের চাকরিতে ফেরাতে প্রক্রিয়া শুরু করছে রাজ্য সরকার। ওই প্রক্রিয়া যাতে বিলম্বিত না হয়, দ্রুত সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তাও নিশ্চিত করা হচ্ছে। এই লক্ষ্যে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। নেতাজি ইন্ডোরের সভার পরেই মুখ্যমন্ত্রী ওই বিশেষ টাস্ক ফোর্স গড়ে দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। শিক্ষাসচিব, আইনজ্ঞ, শিক্ষকদের প্রতিনিধি-সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের ওই টাস্ক ফোর্সে রাখা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । শিক্ষকদের চাকরিতে ফেরানোর আইনি প্রক্রিয়ার উপর নজরদারি করবে এই টাস্ক ফোর্স। মুখ্যমন্ত্রী আন্তরিকভাবে বিপন্নদের জট কাটানোর কাজ দ্রুত করার জন্য টাস্ক ফোর্সকে নির্দেশ দিয়েছেন।

আজ থেকেই ৫০ টাকা দাম বাড়ল রান্নার গ্যাসের

পেট্রোল-ডিজেলের শুল্ক বাড়লেও খুচরো তেলের দাম বাড়বে না

নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল: সাধারণ গৃহস্থ এবং উজ্জ্বলা প্রকল্পের গ্রাহকদের জন্য মঙ্গলবার থেকে রান্নার গ্যাসের দাম সিলিন্ডার পিছু ৫০ টাকা করে বাড়ছে। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এই মূল্যবৃদ্ধির ঘোষণা করেন।

এদিন মন্ত্রী জানান, পরবর্তী সময়ে গ্যাসের মূল্য পর্যালোচনা করা হবে ২ থেকে ৩ সপ্তাহ অন্তর। অর্থাৎ, ভবিষ্যতে মূল্য হ্রাসের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। নতুন দাম অনুযায়ী, দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনার আওতায় এক সিলিন্ডারের দাম হবে ৫৫৩ টাকা। আর সাধারণ গ্রাহকদের জন্য দাম বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ৮৫৩ টাকা (পূর্বতন মূল্য ছিল ৮০৩ টাকা)। কলকাতার ক্ষেত্রেও এই বৃদ্ধির প্রভাব পড়ছে। এখানে এতদিন রান্নার গ্যাসের দাম ছিল ৮২৯ টাকা, এবার তা বেড়ে দাঁড়াবে ৮৭৯ টাকায়।

উল্লেখ্য, এর আগে ২০২৩ সালের অগস্ট মাসে কেন্দ্র রান্নার গ্যাসের দাম ২০০ টাকা কমিয়েছিল। সেই সময় কলকাতায় সিলিন্ডারপ্রতি দাম এক ধাক্কায় ১১২৯ টাকা থেকে নেমে এসেছিল ৯২৯ টাকায়। পরে ২০২৪ সালের মার্চে আরও একবার দাম কমানো হয় ১০০ টাকা, ফলে বর্তমানে দাম ছিল ৮২৯ টাকা। দীর্ঘ প্রায় এক বছর দাম অপরিবর্তিত থাকার পর এবার ফের দাম বাড়ছে ৫০ টাকা করে।

অন্যদিকে, গত সপ্তাহে বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম লাঘব হয়েছে ৪১ টাকা। যার ফলে সামান্য স্বস্তি পেয়েছে রেস্তরাঁ ও হোটেল ব্যবসায়ী মহল। এদিন কেন্দ্র আরও এক সিদ্ধান্তে জানিয়েছে, পেট্রোল ও ডিজেলের ওপর আবগারি শুল্ক বাড়িয়ে লিটার পিছু ২ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে এই সিদ্ধান্তের ফলে তেলের খুচরো দাম বাড়বে না বলেই আশ্বাস দিয়েছে কেন্দ্রীয় তেল মন্ত্রক ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি।

ট্রাম্পের শুল্কবাণে রক্তাক্ত দালাল স্ট্রিট

মুম্বই, ৭ এপ্রিল: সোমবার বাজার খুলতেই একধাক্কায় প্রায় চার হাজার পয়েন্ট পড়ল সেনসেক্সের সূচক। হাজার পয়েন্ট পড়েছে নিফটিও। বেলা গড়াতে বাজারের হাল খানিকটা ফিরলেও রক্তক্ষরণ অব্যাহত। ভারতের শেয়ার বাজারে সোমবার যে ধস নেমেছে, তার কোপ থেকে রেহাই পেলেন না দেশের ধনীতম চার জনও! বাজারের টালমাটাল পরিস্থিতিতে মুকেশ আম্বানি, গৌতম আদানি, সাবিত্রী জিন্দল ও তাঁর পরিবার এবং শিব নাদার, সবারই সম্পত্তির পরিমাণ কমেছে। ‘ফোর্বস’-এর ধনকুবের তালিকার ‘রিয়্যাল-টাইম’ (তাৎক্ষণিক) অনুযায়ী চার জনের প্রায় ৮৫ হাজার কোটি টাকা (এক হাজার কোটি ডলার) সম্পত্তি কমেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চড়া হারে শুল্ক চাপানোর ঘোষণা করার পরেই নিম্নমুখী ভারতের শেয়ার বাজার। লাগাতার পড়েছে সেনসেক্স-নিফটির সূচক। তবে সোমবার বড়সড় পতন হবে গোটা বিশ্বের শেয়ার বাজারে, সেই আশঙ্কা ছিলই। আশঙ্কা সত্যি করে বিরাট পতন হল শেয়ার বাজারে। সপ্তাহের শুরুতে সোমবার বাজার খুলতেই দেখা যায়, প্রায় চার হাজার পয়েন্ট পড়েছে সেনসেক্স। ৩৯৩৯.৬৮ পয়েন্ট পড়ে ৭১ হাজারের ঘরে নেমে যায় সেনসেক্সের সূচক। প্রায় ৩.৯ শতাংশ পতন হয়েছে সোমবার সকালে। বেলা বাড়তে কিছুটা ঘুরে দাঁড়ায় সেনসেক্স। তা সত্ত্বেও পাহাড়প্রমাণ লোকসান হয়েছে বিনিয়োগকারীদের। ট্রেন্ট, টাটা স্টিল, টাটা মোটরস, জেএসডব্লিউ স্টিল, শ্রীরাম ফিনান্স- একের পর এক সংস্থার শেয়ারের দাম হু-হু করে পড়ছে। ৪ থেকে ৭ শতাংশ পড়ে গিয়েছে গাড়ি-আইটি সংস্থাগুলির শেয়ার। ৭ শতাংশ পড়েছে আদানি গোষ্ঠীর একাধিক সংস্থার শেয়ার। ছোট এবং মাঝারি সংস্থার শেয়ার যথাক্রমে ৬.২ এবং ৪.৬ শতাংশ পড়েছে। সবমিলিয়ে ভারতের বাজারে বিনিয়োগকারীদের ১৯ লক্ষ কোটি টাকা উধাও হয়ে গিয়েছে একদিনের মধ্যেই।

চাকরিহারাদের আশ্বাসকে মুখ্যমন্ত্রীর ‘নাটক’ বলে আক্রমণ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: যোগ্যদের কারও চাকরি যাবে না বলে নেতাজি ইন্ডোরের সভা থেকে চাকরিহারাদের আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ নিয়ে তাঁকে একযোগে আক্রমণ করলেন বিরোধীরা। তাঁদের বক্তব্য, চাকরিহারাদের এই পরিস্থিতির জন্য তিনি এবং তাঁর সরকারই দায়ী। টাকা নিয়ে চাকরি দেওয়া, ওএমআর শিট নষ্ট তাঁর সরকারই করেছে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, কে যোগ্য, কে অযোগ্য, তা রাজ্য সরকার জানে। মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁর কটাক্ষপূর্ণ পরামর্শ, ‘আপনিই সেই তালিকা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যান। আপনি তো আইনজীবী বলেন নিজেকে। তা হলে আপনিই যোগ্যদের হয়ে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করুন।’ মমতাকে বিঁধেছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমও। তাঁর বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী এখন ‘সাধু’ সাজার চেষ্টা করছেন।

নেতাজি ইন্ডোরে চাকরিহারাদের যে বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, তাকে কোনও রকম আশ্বাস বলে মানতেই নারাজ শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্য, ‘আজ যদি যোগ্যদের বাছাই করে পাস দেওয়া সম্ভব হয়, তা হলে সেই তালিকা সুপ্রিম কোর্টকে দেওয়া হল না কেন? মুখ্যমন্ত্রী আসলে নাটক করছেন। চাকরি বিক্রি করে ওঁর দল এবং ওঁর ভাইপো যে বিপুল পরিমাণ টাকা তুলেছেন, তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠস্বরের রেকর্ডিংয়ে ৭৩ বার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উঠে এসেছে। সিবিআই চার্জশিটেও তা রয়েছে।’

শুভেন্দুর দাবি, ২০২২ সালে কলকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় পাঁচ হাজারের বেশি ‘অযোগ্যের’ চাকরি বাতিল করেছিলেন। রাজ্য সরকার যদি সেই রায় মেনে নিয়ে ‘২০০ কোটি টাকা খরচ করে’ সুপ্রিম কোর্টে না যেত, তা হলে যোগ্যদের এই দিন দেখতে হত না। বিরোধী দলনেতার হুঁশিয়ারি, ১৫ এপ্রিলের মধ্যে রাজ্য সরকার যোগ্যদের তালিকা সুপ্রিম কোর্টে জমা না দিলে পতাকা ছাড়া বিজেপি বিধায়কেরা যোগ্য শিক্ষকদের সমর্থনে নবান্ন অভিযান করবে। চাকরিহারাদের আইনি সাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন শুভেন্দু। বলেছেন, ‘আদালতে আপনারা লড়াই করুন। আইনজীবীর খরচ বিজেপি পরিষদীয় দলের তরফে দেওয়া হবে।’

প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী নেতাজি ইন্ডোরের সভায় বলেছেন, ‘কেউ যদি ভুল করে, তার দায়িত্ব আমরা কেন নেব। যে মানুষটা জানেই না কী হয়েছে... আমার নামে কুৎসা করছে। জেনেশুনে আমি কারও চাকরি খাই না। অনেক বদহজম সত্ত্বেও সিপিএমের কারও চাকরি খাইনি। কারণ আমি বলেছিলাম বদলা নয়, বদল চাই।’

কিন্তু সিপিএমের বক্তব্য, এর দায় মুখ্যমন্ত্রী এড়িয়ে যেতে পারেন না। সেলিমের যুক্তি, ‘মুখ্যমন্ত্রীই বলতেন ২৯৪ কেন্দ্রে উনিই প্রার্থী। অতএব বেহালা পশ্চিমে উনিই প্রার্থী ছিলেন। অতএব যাহা পার্থ চট্টোপাধ্যায়, তাহাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ জানি না বলে সাধু সাজলে হবে না।’

নেতাজি ইন্ডোরে পাস বিতরণ ঘিরে ধুন্ধুমার

‘অযোগ্য’-দের দখলে গেট, বাইরে থেকে শুনলেন ‘যোগ্য’রা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওএমআর শিট ছিল হাতে, তবুও ঢুকতে পারলেন না ‘যোগ্য’ চাকরিহারা শিক্ষক-কর্মীরা। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকের জন্য তাঁদের আশায় জল ঢালল ‘পাস’ বিতরণের বিশৃঙ্খলা। পাস দেওয়ার আগে থেকেই গেট দখল করে বসে ছিলেন একাংশ ‘অযোগ্য’ চাকরিহারা। ফলত, পাস না পেয়ে ইন্ডোরের বাইরে দাঁড়িয়েই মোবাইলে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শুনতে বাধ্য হলেন বহু ‘যোগ্য’ প্রার্থী।

সোমবার কলকাতার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সদ্য চাকরি খোয়ানো শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকারি উদ্যোগে জানানো হয়েছিল, যাঁদের হাতে ওএমআর শিট রয়েছে, অর্থাৎ যাঁদের যোগ্যতা আদালতের চোখে প্রমাণিত, কেবল তাঁরাই এই বৈঠকে অংশ নিতে পারবেন। তাঁদের জন্য আলাদা করে পাস দেওয়ার কথাও বলা হয়েছিল।

কিন্তু অভিযোগ, সকাল থেকেই স্টেডিয়ামের চারপাশে ভিড় জমিয়ে গেট আটকে বসে পড়েন ‘অযোগ্য’ চাকরিহারারা। সেই সুযোগে বহু ‘যোগ্য’ প্রার্থী পাস পাওয়ার আগেই ফিরে যেতে বাধ্য হন। শ্রীরামপুর উত্তমা সুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষিকা তনয়া দাস বলেন, ‘আমার ছোট বাচ্চা রয়েছে বলে আগের দিন শহিদ মিনারে পাস নিতে যেতে পারিনি। কিন্তু বলা হয়েছিল আজ ইন্ডোরের সামনে এসে ওএমআর শিট দেখিয়ে পাস নেওয়া যাবে। শিট সঙ্গে এনেছিলাম। কিন্তু বলা হল, পাস শেষ হয়ে গিয়েছে। সকাল থেকে ‘অযোগ্যরা’ এসে ভিড় করে রেখেছিল।’ ঠিক একই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন বাগ আঁচড়া হাইস্কুলের গ্রুপ ডি কর্মী মনজিৎ মাহাতো। তাঁর কথায়, ‘অযোগ্যরা সব গেট আটকে বসেছিল। শহিদ মিনারে গিয়েও আমরা পাস পাইনি। আজও হল না। অথচ আমরা শুনছি, সরকার আমাদের কনট্রাকচুয়ালভাবে নিয়োগ করতে পারে। আমি একজন গ্রুপ ডি কর্মী। কনট্রাকচুয়াল হলে বেতন অর্ধেক হবে। সেই বেতনে ইএমআই শোধ করে সংসার চলবে কীভাবে?’ পাস বিতরণ ঘিরে এই বিশৃঙ্খলার জেরে নেতাজি ইন্ডোরের বাইরে শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি, হাতাহাতি। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ। ভুয়ো পাস নেওয়ার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটকও করে পুলিশ। চাকরি ফিরে পাওয়ার আশায় মুখ্যমন্ত্রীর মুখোমুখি হতে চেয়েছিলেন যাঁরা, তাঁদের একাংশ ‘অযোগ্য’দের দখলে থাকা গেটে আটকে পড়লেন। মোবাইলের স্পিকারে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শুনেই তাদের ফিরতে হল।

NARSINGHA
একদিন
এগিয়ে চলার সঙ্গী
শুরু হল আমাদের ফিচার বিভাগ
তবে বর্তমানে আলাদা করে নয় একদিন পত্রিকার
শেষ পৃষ্ঠাটি সাতদিন বিভিন্ন বিষয়ে সেজে উঠবে
রবি
সাহিত্য সংস্কৃতি
সোম
স্বাস্থ্য বীমা
মঙ্গল
শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি
বুধ
ভ্রমণের টুকিটাকি
বৃহস্পতি
বিনিয়োগ ব্যাঙ্কিং
শুক্র
সিনেমা অনুষঙ্গ
শনি
অর্ধেক আকাশ
আপনারা ইউনিকোড হরফে লেখা পাঠান।
শীর্ষকে অবশ্যই " বিভাগ (যেমন নবপত্রিকা)" কথাটি উল্লেখ করবেন।
আমাদের ইমেল আইডি : dailyekdin1@gmail.com ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২১/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে Suvomoy Bhattacharyya S/o. Swapan Bhattacharyya ও Suvamay Bhattacherjee, Shubhamay Bhattacharyya S/o. S. Bhattacherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Mrinmoy Biswas ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Mrinal Kanti Biswas ও M. Biswas উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

CHANGE OF NAME

I, **MANOJ KUMAR KHILANI** S/o Laxmi Chand Khilani, R/o- Tower 6, Flat 20A, One10 Apartments, 139/3 DA Block, Action Area 1, P.S. Newtown, P.O. Krishnapur, Dist - North 24 Parganas, Kolkata: 700102 hereby declare that **MANOJ KUMAR KHILANI** and **MANOJ KHILANI** are both one and same identical person vide affidavit No.1028 dated 04-04-2025 before the Judicial Magistrate, Calcutta and shall be known as **MANOJ KUMAR KHILANI** for all future purposes.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মহম্মদ ইদ্রিস পিতা মহম্মদ আসলাম কাজী মহল্লা পাঁচবেড়িয়ার বাসিন্দা, পাঁচবেড়িয়া মৌজায় আমমোক্তারনামা (I-5264/23) 12.06.2023 দিয়ে জায়গা ক্রয় করে ফিরদোস হোসেন পিতা মৃত মেহেদী হোসেনের নিকট থেকে Deed No 10917/23 মৌজা পাঁচবেড়িয়া J.L. No 233. R.S. খতিয়ান 784/1, L.R. খতিয়ান 3674 R.S. Plot 211 L.R. Plot 3401 পরিমাণ 3.50 dec আমার মক্কেল মহম্মদ ইদ্রিস নিজের নামে রেকর্ড করাতে চায়, তাই জমির মালিকানার ব্যাপারে কারো আপত্তি থাকলে সত্বর জানাতে হবে ১৫ দিনের মধ্যে নচেৎ অভিযোগ গ্রাহ্য হবে না। মোবাইল মারফত জানাতে পারে।

Advocate Rajan Gupta
Reg No F/300/2008
Mob. 7872139055

CHANGE OF NAME

I, Ritika Halan, W/o Mayank Bagree, daughter of Pawan Kumar Halan & Shashi Halan residing at Sunrise Tower, Tower1, Flat 18E, 134B, Beleghata Main Road Kolkata-700015, have changed my name and shall henceforth be known as Ritikaa Halan as declared before THE LEARNED FIRST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KOLKATA, vide Affidavit No. 1160, dated 04th April 2025. Ritika Halan and Ritikaa Halan both are the same and identical person.

আমমোক্তারনামা

আমি মহঃ সামিম দেওয়ান, পিতা ইয়ার মহঃ দেওয়ান, সাং + পোঃ + থানা - বড়ঞা, জেলা মুর্শিদাবাদ বিষয় মুর্শিদাবাদ জেলার বড়ঞা ব্লকের আন্তগত ললিতাপুর মৌজায় জে.এল নং ৭৪ হাল দাগ নং ৫২৯ এ ৪১ শতক এবং ৪৮০ দাগে ২২ শতক, মোট ৬৩ শতক জমি যীশু অধিকারী, পিতা মৃত অশোক অধিকারী হাল সাং চাইবাসা রোড আপারনাধিয়া, পোঃ- ফুলবেরিয়া, থানা + জেলা পুরুলিয়া নিকট হইতে ২৪.০৬.২২ সালে পাঁচথুপি অফিসের ৪৪২৬ নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে সৌভিক অধিকারী, পিতা মৃত তপন অধিকারী মালিক হইয়া আমাকে ০২/১২/২২ সালে কলকাতা রেজিষ্ট্রী অফিসের ১৪৪৭৮ নং বিক্রয় কাবলা দলিলমূলে বিক্রয় করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে Buwran B.L. & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাইবেন। অন্যথাই আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল রহিমা খাতুন পিতা মহম্মদ আসলাম কাজী মহল্লা পাঁচবেড়িয়ার বাসিন্দা, পাঁচবেড়িয়া মৌজায় আমমোক্তারনামা (I-5264/23) 12.06.2023 দিয়ে জায়গা ক্রয় করে ফিরদোস হোসেন পিতা মৃত মেহেদী হোসেনের নিকট থেকে Deed No 10916/23 মৌজা পাঁচবেড়িয়া J.L. No 233.R.S. খতিয়ান 784/1, L.R. খতিয়ান 3674 R.S. Plot 211 L.R. Plot 3401 পরিমাণ 1.35 dec আমার মক্কেল রহিমা খাতুন নিজের নামে রেকর্ড করাতে চায়, তাই জমির মালিকানার ব্যাপারে কারো আপত্তি থাকলে সত্বর জানাতে হবে (১৫ দিনের মধ্যে) নচেৎ অভিযোগ গ্রাহ্য হবে না। মোবাইল মারফত জানাতে পারে।

Advocate Rajan Gupta
Reg No F/300/2008
Mob. 7872139055

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৮ই এপ্রিল, ২৫শে চৈত্র,। মঙ্গল বার। একাদশী তিথি। জন্মে কর্কট রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র ও বিংশোত্তোরী বুধ র মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

বৃষ রাশি : শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে, এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা, গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সূচক। আজ ডিস্ট্রীবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি। যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল, যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাইদের মধ্যে, কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান।

কন্যা রাশি : যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক, বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

তুলা রাশি : পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

মকর রাশি : আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দুরে থাকুন। মন্ত্র শনিমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন। কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

মীন রাশি : বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ।

(চৈত্র কামদা একাদশী তিথি মুহূর্ত।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে বি.এল. এ্যান্ড এল.আর ও অফিসে নিম্ন লিখিত ''ল'' ক্লার্কস কাজ করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গ ''ল'' ক্লার্কস রাজ্য কাউন্সীল অফিস শিয়ালদা কোর্ট কমপ্লেক্স (৭তম তল) ১ নং বেলেঘাটা রোড, কোলকাতা-৭০০০১৪, ঠিকানায় তাঁহার নামে লাইসেন্স করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারো আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি জারির ১৫ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইতে পারেন, উপরোক্ত ঠিকানায় কাউন্সীল অফিসে। জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা- দাঁতন, সমীর ঘোড়াই, সাং- তালদা।

Adhir Manna
President
A.I.L.C.F.
West Bengal State
05/04/25

বিজ্ঞপ্তি

দাতা- ১) বিকাশ সাহা, পিতা-মৃত বিপদ রঞ্জন সাহা। ২) দয়ামন্তী সাহা, স্বামী- বিকাশ সাহা, ঠিকানা- গ্রাম বাজিতপুর, পোঃ লক্ষীনাথপুর, থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ। ৩) সাহিন আলম ৪) আব্দুস সামিন উভয়ের পিতা- আব্দুল জাব্বর সেখ ওরফে জাব্বর সেখ, ঠিকানা- গ্রাম- রমনা সেখপাড়া, পোঃ লক্ষ্মীনাথ পুর, থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ। দলিল নং- ১৩৫৫০/২০২২ ডোমকল এ.ডি.এস.আর. জমির পরিমাণ- ৩.৭ ডেঃ। দাতা ১) মোঃ জামালউদ্দীন সেখ পিতা- সবকত সেখ, ঠিকানা- গ্রাম- রমনা সেখপাড়া, পোঃ লক্ষীনাথ পুর, থানা- ডোমকল, জেলা মুর্শিদাবাদ। ২) আব্দুর রোউফ, পিতা- আব্দুল লতিফ খান, ঠিকানা- গ্রাম- বাজিতপুর, পোঃ লক্ষীনাথপুর, থানা- ডোমকল, জেলা- মুর্শিদাবাদ, দলিল নং-১৫৯৫/২০১৭, জমির পরিমান- ৭ ডেঃ এবং দলিল নং- ১৬০৯৪/২০১৫, জমির পরিমাণ-১৪.৪ ডেঃ ডোমকল এ.ডি.এস.আর। গ্রহিতা: ১) মোঃ সহিদুল ইসলাম, পিতা- মুজাম্মেল হক, ২) মিরাজুল ইসলাম, পিতা-মৃত কেতাব সেখ, উভয়ের ঠিকানা- গ্রাম-রমনা সেখপাড়া, পোঃ লক্ষীনাথপুর, থানা- ডোমকল, জেলা মুর্শিদাবাদ, দলিল নং- ১৬৯১৫/২০২৪, জমির পরিমানা- ১০ ডেঃ এবং ১৮০০৮/২০২৪, জমির পরিমান- ১০.৪৩৮ ডেঃ, মৌজা- লক্ষীনাথপুর ৪৩, দাগ নং- আর.এস.- ৩৭৩, এল.আর. ৩৯৮। উক্ত জমির বিষয়ে কাহারও কোনো আপত্তি বা মতামত থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে যোগাযোগ করবেন নতুবা আইনানুগ কার্য হইবে।

ভ্রম সংশোধন

18/3/25 একদিন কাগজে বিজ্ঞপ্তি কলমে বিজ্ঞাপনে ২৩তম লাইনে রেজিষ্ট্রিকৃত ১১২৫৭ নং পরিবর্তে ১৪১১৫ নং পড়িতে হইবে অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি দপ্তরের গত ইং - ২৭/০২/২০২৪ তারিখের আদেশ অনুসারে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা আমি শ্রীমতী অরুনা সাহা, স্বামী - শ্রী রামদেব সাহা সাং - শক্তিনগর আশুরায় রোড পোঃ শক্তিনগর থানা - কোতয়ালী জেলা - নদীয়া পিন - ৭৪১১০২ গত ২৮/০৮/২০২৯ তাং A.D.S.R. ৪ নং বহির ১৩০২-২০২৯ নং ভ্যলুমের ৪২৭৮ হইতে ৪২৯৩ নং পাতার লিপিবদ্ধকৃত ২৪৮ নং আমমোক্তার নামা বলে আমমোক্তার নিযুক্ত করা হয় শ্রী বাসু সাহা ও শ্রী সঞ্জয় সাহা, উভয়ের পিতা - মৃত রামচন্দ্র সাহা, উভয়ের সাং - শক্তিনগর বগুলা রোড, পোঃ শক্তিনগর, থানা - কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, পিন - ৭৪১১০২, ৯২ নং কৃষ্ণনগর মৌজার খতিয়ান নং R.S.12687 L.R. 48524 এর দাগ নং R.S. 11568 L.R. 15466 মোট ৮.২০ শতক সম্পত্তি গত ০৭/০৭/২০২১ তাং I - 5560/21 দলিল বলে শ্রী অরুনাভ বসু পিতা - মৃত দেবকুমার বসু, সাং- রানাপ্রতাপ রোড, পোঃ - শক্তিনগর থানা - কোতয়ালী জেলা - নদীয়া পিন - ৭৪১১০২ মহাশয় কে বিক্রি করেন, উক্ত সম্পত্তি বিষয়ে যদি কাহারো কোন অভিযোগ থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে কৃষ্ণনগর - I, B.L & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় আইন মতাবেক কার্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল ঁবিমল কুমার সাহা, পিতা- ঁমনীন্দ্র নাথ সাহা, সাবেক সাং আজাদ হিন্দ সড়ক, ঘূর্ণী, নদীয়া ও হাল সাং কে.কে.তলা লেন, দক্ষিণ কালীনগর, কৃষ্ণনগর, নদীয়া গত ইংরাজী ২২.০৩.১৯৯৭ তারিখে মারা যান। তাহার একমাত্র ওয়ারিশ তাহার স্ত্রী দিপালী রাণী সাহা। উক্ত দিপালী রাণী সাহা ব্যতীত ঁবিমল কুমার সাহার আর কোন উত্তরাধিকারী নাই।

স্বর্ণাভ ব্যানার্জ্জী,
এ্যাডভোকেট,
কৃষ্ণনগর জাজেস কোর্ট।
Enrollment No.-F/660/2016

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

মোকাম নবদ্বীপের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট (সিভিল জজ) আদালত, নবদ্বীপ, নদীয়া ।

মিস (প্রোবেট) কেস নং ০৯/ ২০২৩

দরখাস্তকারী- (১) পার্থ পাল (২) সুদীপ্ত পাল (৩) সুব্রত পাল, সকলের পিতা মৃত বিজয় পাল ওরফে বিজয় কুমার পাল, সর্ব সাং ১৬৩,নেতাজী সুভাষ রোড, থানা ও পো: নবদ্বীপ, জেলা নদীয়া।

এতদ্বারা স্বার্থ সংশিষ্ট ব্যক্তিগন কে জানান যাইতেছে যে দরখাস্তকারী গন তাহাদের পিতার ত্যক্ত উইলের প্রোবেট পাইবার জন্য অত্র আদালতে উক্ত দরখাস্ত করিয়াছেন। এক্ষনে কাহার ও কোন আম্পত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদ পত্রে প্রকাশের ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে আপত্তি জানাইবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

এ তপশীল (উহল কৃত সম্পত্তির বিবরণ)

বিজয় পাল ওরফে বিজয় কুমার পাল-র নামীয় সম্পত্তির বিবরণ। **(ক)** বিক্রয় কোবলা দলিল নং ১৮৩৫/ ১৯৭৩, ২য় জয়েন্ট রেজিষ্ট্রার অব কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ। **ক্রেতা বিজয় কুমার পাল, বিক্রেতা শতদল বাসিনী পোদ্দার**, জেলা নদীয়া, থানা নবদ্বীপ। মৌজা- ২০, নবদ্বীপ, খতিয়ান -১৯৫৬, দাগ নং-৬৫৪৭, রকম- বাড়ী, পরিমান- ২.৫ শতক। **(খ)** বিক্রয় কোবলা দলিল নং ৪৭৬৭/১৯৮৭ । **গ্রহীতা- বিজয় কুমার পাল, দাতা-কালী দাসী দাস**, রেজিষ্ট্রার অব এ্যাসোরিয়েন্স, কোলকাতা। জেলা -নদীয়া, থানা নবদ্বীপ, হোল্ডিং নং ১৪৪/সি/ ১, নেতাজী সুভাষ রোড, ওয়ার্ড নং ১৫, নবদ্বীপ পৌরসভা। মৌজা- ২০, নবদ্বীপ, খতিয়ান- সাবেক -১ হাল – ১৮৫৭, দাগ নং- সাবেক ৭১১২ হাল- ৫৮৪০, রকম- বাড়ী, পরিমান-৩/৪ শতক। **(গ) গ্রহীতা- বিজয় চন্দ্র পাল ওরফে বিজয় কুমার পাল ওরফে বিজয় পাল। দাতা-নারায়ণ চন্দ্র মণ্ডল দীং**, ২য় জয়েন্ট রেজিষ্ট্রার অব কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ। বিক্রয় কোবলা দলিল নং ৭৫৮/১৯৭৩ জেলা নদীয়া, থানা নবদ্বীপ হোল্ডিং - ২০৫, হীরা লাল পাল রোড, ওয়ার্ড নং ৪, নবদ্বীপ, পৌরসভা। মৌজা- ৫. রদ্রপাড়া, খতিয়ান-৪৬ হাল ২৯৭, দাগ নং – ২১১, রকম- ভিটি, পরিমান- ১.৫ শতক। বিক্রয় কোবলা দলিল নং ৪৫২/১৯৯৯, সাব রেজিষ্ট্রার নবদ্বীপ। **(ঘ) গ্রহীতা- বিজয় পাল, দাতা-রাজু বালা সাহা।** জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপ । হোল্ডিং-২৪৬, মাথাপুর রোড, ওয়ার্ড নং ৪, নবদ্বীপ পৌরসভা। মৌজা- ৪, গঙ্গাপ্রসাদ, খতিয়ান- সিএস ৪৬ আরএস ১৪৪ হাল এলআর ১২২৫, দাগ নং-২১১ হাল এলআর ১৪২৯, রকম- ভিটি, পরিমান- ২ শতক। **(ঙ) দলিল গ্রহীতা- বিজয় কুমার পাল, দলিল দাতা- তেতুল চন্দ্র সরকার**। বিক্রয় কোবলা দলিল নং ১৯০১/ ১৯৭৫ ,২য় জয়েন্ট সাব রেজিষ্ট্রার অব কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া। মৌজা- ৪, গঙ্গা প্রসাদ, খতিয়ান-১৪৪, দাগ নং- ২১১, রকম- ভিটি, পরিমান- ৬.৫ শতক। **(চ) দলিল গ্রহীতা- বিজয় কুমার পাল, দলিল দাতা-তেতুল চন্দ্র সরকার**। বিক্রয় কোবলা দলিল নং ৩০০৭/ ১৯৭৫ ২য় জয়েন্ট রেজিষ্ট্রার অব কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, মৌজা- ৪, গঙ্গাপ্রসাদ, খতিয়ান-১৪৪, দাগ নং-২১১, রকম- ভিটি, পরিমান- ২২ শতক। জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপ, ওয়ার্ড নং ৪, নবদ্বীপ পৌরসভা, মাথাপুর রোড। **(ছ) দলিল গ্রহীতা-বিজয় কুমার পাল দলিল দাতা-তেতুল চন্দ্র সরকার** । বিক্রয় কোবলা দলিল নং ২৫৫২/ ১৯৭৫। মৌজা- ৪, গঙ্গা প্রসাদ, খতিয়ান-১৪৪, দাগ নং- ২১১, রকম- ভিটি, পরিমান- ৬.৫ শতক। **(জ)** জেলা নদীয়া, থানা নবদ্বীপ,ওয়ার্ড নং ৪, নবদ্বীপ পৌরসভা, মাথাপুর রোড, **দলিল গ্রহীতা বিজয় পাল দলিল দাতা শান্তিবালা**, দান পত্র দলিল নং ৪৪৯/৯৭ (৪৪৯/ ১৯৯৭) । মৌজা- ৪, গঙ্গাপ্রসাদ, খতিয়ান- সাবেক ৪৬ আরএস ১৪৪ হাল এলআর ১৩৭২, দাগ নং-২১১ এলআর ১৪২৬, রকম- বাড়ী, পরিমান- ১/২ শতক। **(ঝ)** জেলা নদীয়া, থানা নবদ্বীপ, দলিল গ্রহীতা বিজয় পাল দলিল দাতা মায়ারাণী দাস, দান পত্র দলিল নং ১৫০৯/২০০৩ সাব রেজিষ্ট্রার নবদ্বীপ, নদীয়া, ওয়ার্ড নং ৪, মাথাপুর, নবদ্বীপ পৌরসভা। মৌজা- ৪, গঙ্গাপ্রসাদ, খতিয়ান- ৮৯৮ হাল এলআর ১৩৭৩, দাগ নং-২১১ , রকম- বাড়ী, পরিমান- ১/৪ শতক ।

বি তপশীল (উইল কৃত সম্পত্তির বিবরণ)

(ক) ২ নং **উইল দাতা- বানী পাল** স্বামী বিজয় পাল এর সম্পত্তির বিবরণ:- **দলিল গ্রহীতা - বানী পাল, দলিল দাত্রী ব্রজ রাণী (গোস্বামী),** বিক্রয় কোবালা দলিল নং- ১২১৪/ ১৯৭৮ সাব রেজিষ্ট্রার নবদ্বীপ, ওয়ার্ড নং ১৫ ৫ডি তে নেতাজী সুভাষ রোড, নবদ্বীপ, পৌরসভা । মৌজা- ২০, নবদ্বীপ, খতিয়ান-৩২১৬, দাগ নং – ৭০১৩, রকম- ভিটি, পরিমান- .০২ শতক। **(খ)** জেলা নদীয়া থানা নবদ্বীপ, ১৪৪/ সি/১, তে নেতাজী সুভাষ রোড, ওয়ার্ড নং ১৫, নবদ্বীপ, পৌরসভা। দলিল গ্রহীতা বানী পাল। দলিল দাতা- কালী দাসী দাস। বিক্রয় কোবলা দলিল নং ৪৭৬৬/ ১৯৮৭, রেজিষ্ট্রার ওব এ্যাসোরিয়েন্স, কোলকাতা। মৌজা- ২০, নবদ্বীপ, খতিয়ান-সাবেক- ১ হাল ১৯৫৭, দাগ নং – সাবেক ৭১১২ হাল ৫৮৪০, রকম- বাড়ী, পরিমান- ৩/৪ শতক ।

ক ও খ তপশীল বর্ণিত সকল সম্পত্তির আনু: মূল্য হইল- ৩৫, ০০, ০০০ টাকা। পঁয়ত্রিশ লক্ষ টাকা ।

তাং- ২৬.০৩.২০২৫ আদেশানুসারে, **পার্থ অধিকারী (হেড ক্লার্ক)**, নবদ্বীপ, আদালত।

বিজ্ঞপ্তি

A) পাওয়ার দাতা:-শ্রী বিরেনচন্দ্র দুলে পিতা-স্বর্গীয় লক্ষণ দুলে, মুড়াকাটা, ওন্দা। পাওয়ার গ্রহীতা:-শ্রী সুনীল বাউরী, পিতা- স্বর্গীয় লক্ষণ বাউরী, মুড়াকাটা, ওন্দা। কোবালা গ্রহীতা:-শ্রী বিকাশ ঘোষ, পিতা-শ্রী শংকর ঘোষ, মদনমোহনপুর, মুড়াকাটা, ওন্দা। পাওয়ার নং:- IV-010107338/2023 তারিখ-16/12/2023 দলিল নং:- I-201/2024 Date-25/01/2024 মৌজা- চন্দ্রগোপালপুর, জে.এল ১২০, দাগ নং-৩৬৫, খতিয়ান-১২৬১, পরিমান-২ শতক, পাওয়ার পরিমান-৪ শতক। B) পাওয়ার দাতা:-১) শ্রীমতী দীপান্বিতা লাই, স্বামী-শ্রী অরূপ কুমার লাই, ধবনী, লোদনা ২) শ্রীমতী অম্বিকা লাই, পিতা-শ্রী অরূপ কুমার লাই, স্বামী-শ্রী কেশব মন্ডল, ধবনী, লোদনা। পাওয়ার গ্রহীতা:-শ্রী অনুপ কুমার রায়, পিতা-শ্রী চন্ডীচরণ রায়, সায়েরবাঁকড়া, পোস্ট-গড়কোটালপুর, ওন্দা, বাঁকুড়া। কোবালা গ্রহীতা:-১) শ্রীমতী পূর্ণিমা ঘোষ, স্বামী-শ্রী তরুণ ঘোষ, মদনপুর, মানখামার, ওন্দা ২) শ্রীমতী টুম্পা মুখার্জী, স্বামী-শ্রী রথিন মুখার্জী, নিশ্চিন্তপুর, মুড়াকাটা, ৩) শ্রী প্রলয় কুমার বাড়ুই, পিতা-শ্রী নিমাই চন্দ্র বাড়ুই, কালিসেন, মুড়াকাটা ৪) শ্রীমতী রিয়া চক্রবর্তী, স্বামী-শ্রী অনুপ কুমার রায়, সায়েরবাঁকড়া গড়কোটালপুর, ওন্দা, বাঁকুড়া। পাওয়ার নং- 010804212/2021 (১৪১২, ২১) পরিমান-৩০.৩ শতক। দলিল নং- IV-010101668/2025 Date-25/02/2025 মৌজা-ইন্দকাটা, জে.এল নং-১০৪, খতিয়ান-১২৫২, ১২৫২, ১২৫২, ৬৮৩, ৬৮৩, ৭১৪ দাগ নং-১১৫,১১৯, ১২০, ১১৯, পরিমান-৩০.৩৯ শতক। C) পাওয়ার দাতা: অমিয় কুমার সেন, সোমনাথ সেন, উত্তম কুমার সেন পিতা-স্বর্গীয় রামশঙ্কর সেন, সন্ধ্যারাণী দত্ত, উমা বাগ, শিবানী রক্ষিত, বন্দনা কুণ্ডু, স্বপ্না বীট, স্নেহলতা সেন বাঁকুড়া। পাওয়ার নং-IV-59/2024 পাওয়ার পরিমান-৩০ শতক। পাওয়ার গ্রহীতা:-শ্রী দুর্গাদাস সেন পিতা-স্বর্গীয় রামশঙ্কর সেন, রথতলা, বাঁকুড়া। (১) শ্রী ভাস্কর পাল, পিতা-বলাই পাল, কমলপুর, বালিয়াড়া, দলিল নং-2400/24 পরিমান- ৬ শতক দাগ নং-৩৫৯ খতিয়ান-৫৫ জে.এল নং ৯১ ভাগাবাঁধ ২) শ্রী সুবোধ মন্ডল, শ্রী প্রবোধ মন্ডল দলিল নং-3393/24 দাগ-২০১, ২০২ সাবেক দাগ-২৮৫,২৮৫,৪৫৯ জে.এল নং-৯১ মৌজা-ভাগাবাঁধ, পরিমান-১০.৭২ শতক খতিয়ান-২৪৫,২৪৫ (৩) শ্রী সুবোধ মন্ডল, শ্রী প্রবোধ মন্ডল পিতা-রাবিলোচন মন্ডল, কমলপুর, বালিয়াড়া দলিল নং- I-2224/2024 পরিমান-১০.৭২ শতক জে.এল নং-৯১, মৌজা-ভাগাবাঁধ, পরিমান-১০.৭২ শতক সাবেক দাগ-২৮৫, ২৮৫, ৪৫৯ হাল দাগ-২০১,২০২, খতিয়ান-২৪৫,২৪৫ (৪) শ্রী চিরঞ্জিত মন্ডল, শ্রী প্রসেনজিত মন্ডল, পিতা-সমর মন্ডল, কমলপুর, বালিয়াড়া, ওন্দা দলিল নং-I-2224/2024 পরিমান-৬.৬১ শতক। জে.এল নং-৯১ মৌজা-ভাগাবাঁধ, সাবেক দাগ-২৮১, ২৭,৩৬১ খতিয়ান-৫৫ D) পাওয়ার দাতা;- অনিমা ব্যানার্জী, রিনা ঘটক, ক্ষমা গোস্বামী, যমুনা ভট্টাচার্য্য, অপর্ণা রায়, আন্না গাঙ্গুলী, শিয়াল ডাঙ্গা, বাঁকুড়া, দেবীপ্রসাদ মুখার্জী, আরতি বন্দোপাধ্যায়, স্বামী-সুনীল বন্দোপাধ্যায়, ঝাটবনি, বাঁকুড়া। পাওয়ার গ্রহীতা:-শ্রী সন্তু মুখার্জী, পিতা- স্বর্গীয় জগবন্ধু মুখার্জী উপরসালিহান, মুড়াকাটা, ওন্দা কোবালা গ্রহীতা:-সুজাতা দাস মুখার্জী স্বামী রজত মুখার্জী, উপরসালিহান, মুড়াকাটা, ওন্দা। পাওয়ার নং-I-01004187 Date -18/07/22 ও I-01004071 Date 13.9.21 জে.এল-১০৫ মৌজা- মনিপুর খতিয়ান-৩২১,৬০২ দাগ ৪৫৫,৪২১ পরিমান ২৯ শতক, পাওয়ার পরিমান-২৯ শতক, দলিল নং - 2928/2024 E) পাওয়ার দাতা:-শ্রীমতী ঝর্ণা ঘোষ স্বামী শ্রী তুষার কান্তি ঘোষ, প্রতাপ বাগান, বাঁকুড়া। পাওয়ার গ্রহীতা:-শ্রী নিরঞ্জন পাত্র, পিতা- স্বর্গীয় বিভূবসু পাত্র ওরফে বিভাবসু পাত্র, জামজুড়ি, ওন্দা, বাঁকুড়া, কোবালা গ্রহীতা:-শ্রী রঞ্জিত ঘোষ পিতা-শ্রী সাধন ঘোষ, কৃষ্ণনগর, পো-মেদনিপুর, ওন্দা, বাঁকুড়া। পাওয়ার নং- IV-010800051/17 Date- 05/07/2017 জে.এল নং-৫২, মৌজা-জামজুড়ি, খতিয়ান-৩১৮ দাগ নং-৩৩৬ পরিমান-৩.৪ শতক। দলিল নং- I-4381/2022 (07.11.2022) উক্ত বিষয়ে দাতাগণের বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার এর পর ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট B.L. & L.R.O অফিস এর নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন। অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ABHISHEK CHAUDHURI, Advocate
Judge Court, Bankura, Enrol. No. F/423/652/2017

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রীমতী স্নেহা রায়চৌধুরী, পিতা ৺সুব্রত রায় চৌধুরী সাকিম কেওটা, লাটবাগান, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪ মহাশয়া বিগত ইং ০৭/১০/২০২১ তারিখে ডি.এস.আর.-I, চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-৯০৪৩/২০২১ নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমাদিগকে **(১)শ্রী সঞ্জয় রায়** পিতা শান্তি গোপাল রায়, সাকিম রায় বাজার, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, ও **২)শ্রী শঙ্কর বর্মন** পিতা নিত্যগোপাল বর্মন, সাকিম এন/৪৩, কেওটা, স্বামীজিপল্লী, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমরা আমমোক্তার গ্রহীতাগণ নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি অপর সরিকগণ **(সব্যসাচী রায়চৌধুরী, দেবব্রত রায়চৌধুরী ও শ্রীমতী রায়চৌধুরী** উভয়ের পিতা গিরীন্দ্র মোহন রায়চৌধুরী)-এর সহিত যৌথ ভাবে বিগত ইং ০২/০২/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর, হুগলী চুঁচুড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-1380/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী দুর্গেশ প্রতাপ সিং** পিতা শ্রী দারোগা সিং হাল সাকিম মুন্সি প্রেম চাঁদ রোড, সার্ভে ভিউ পার্ক, ব্যান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়কে কমবেশী ৪ কাঠা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি।

তপশিল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা বলাগড়, ৮ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৫০৩০, ৫০৩১, ৫০৩২, ৫০৩৩, ৫০৪২ নং খতিয়ানে, সাবেক ১১৯৩ তথা হাল এল.আর ২৫৪৯ নং দাগে পতিত জমি কমবেশী ৪ কাঠা অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী দুর্গেশ প্রতাপ সিং** পিতা শ্রী দারোগা সিং উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি - **১)শ্রী সঞ্জয় রায়, ২)শ্রী শঙ্কর বর্মন**
আমমোক্তারদ্বয়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

‘বিচারব্যবস্থার উপর আক্রমণ’ মুখ্যমন্ত্রীর সুপ্রিম হস্তক্ষেপের দাবি পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিচার ব্যবস্থার মর্যাদাহানির অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে সরাসরি চিঠি পাঠালেন বিজেপির পুরুলিয়া লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। ৭ই এপ্রিল-এ পাঠানো এই চিঠিতে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক মন্তব্য ও পদক্ষেপকে বিচারব্যবস্থার উপর ‘আক্রমণ’ বলে বর্ণনা করে প্রধান বিচারপতির ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ দাবি করেন।

JYOTIRMAY SINGH MAHATO
Member of Parliament

চিঠির শুরুতেই সাংসদ মাহাতো লেখেন, তিনি এই চিঠি লিখছেন ‘সম্মান, শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধ’ থেকে, একজন সংসদ সদস্য এবং সচেতন নাগরিক হিসেবে। তিনি পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়কে কুর্নিশ জানান এবং বলেন, এই রায়ের মাধ্যমে ২০ লক্ষেরও বেশি প্রার্থীর ন্যায়বিচার হয়েছে, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে একটি দুর্নীতিগ্রস্ত ও সুসংগঠিত প্রতারণার শিকার ছিলেন। কিন্তু এরপরই চিঠিতে মাহাতো অভিযোগ তোলেন, এই রায়ের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া ছিল ‘বিচলিত ও উদ্বেগজনক’। তাঁর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী রায় মেনে নেওয়ার বদলে সাংবাদিক সম্মেলন করে সুপ্রিম কোর্টের রায় এবং বিচারব্যবস্থাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলেছেন। সেই সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর পাশে ছিলেন রাজ্য সচিবালয়ের পদস্থ আমলারা। বিচারব্যবস্থা ও এমনকি সুপ্রিম কোর্টের উদ্দেশ্য নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়, যা সাংসদ মাহাতোর মতে, দেশের সংবিধানিক শাসনের প্রতি আস্থা নষ্ট করেছে। চিঠিতে তিনি আরও লেখেন, ‘৭ই এপ্রিল পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়’, যখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যসচিব মনোজ পান্থ ও শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে সঙ্গে নিয়ে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ‘সরকার আয়োজিত’ এক সভায় যোগ দেন। ওই সভার উদ্দেশ্য ছিল ‘বঞ্চিত প্রার্থীদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ’। কিন্তু তা হয়ে ওঠে ‘একটি মঞ্চ, যেখানে প্রকাশ্যে সুপ্রিম কোর্ট এবং মাননীয় প্রধান বিচারপতির প্রতি আক্রমণ’ করা হয়। এই সভায় বক্তৃতা দেন কবি আবুল বাশার, যিনি বিচারব্যবস্থা এবং প্রধান বিচারপতির দপ্তর সম্পর্কে ‘বিস্ময়কর ও অশ্রদ্ধাজনক মন্তব্য’ করেন বলেই সাংসদের অভিযোগ। চিঠিতে বলা হয়, আবুল বাশার নিজেই স্বীকার করেন যে তিনি ওই সভায় আমন্ত্রিত হয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর দ্বারা। মাহাতোর মতে, মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে এই বক্তব্য পেশ হওয়া ‘বিচারব্যবস্থার মর্যাদার উপর চরম আঘাত’। চিঠির শেষে সাংসদ লেখেন, এটি কোনও একক ঘটনা নয়। তাঁর কথায়, বিচারব্যবস্থা যখনই রাজ্যের শাসকদলের (তৃণমূল কংগ্রেস) দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে, তখন দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা বিচারকদের উপর ‘মৌখিক ও শারীরিক আক্রমণ’-এ নেমে পড়েছেন। বিশেষত কলকাতা হাই কোর্টের বিচারকদের উপর এমন হামলা হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন। তাঁর মতে, সুপ্রিম কোর্ট এই ধরনের ‘ভয় দেখানোর চেষ্টা’-এর বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে অবগত। সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোর এই চিঠিকে কেন্দ্র করে বিচারব্যবস্থার উপর রাজনৈতিক আক্রমণ-প্রত্যাঘাতের বিতর্ক নতুন মাত্রা পেল বলেই রাজনৈতিক মহলের অভিমত।

‘ওপারে যাহাই ইউনূস, এপারে তাহাই মমতা’ শ্যামপুরের সভা থেকে তীব্র কটাক্ষ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার হাওড়ার শ্যামপুরে রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ধর্মীয় পরিচয়, হিন্দু সমাজের ঐক্য ও বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচারের প্রসঙ্গ টেনে একগুচ্ছ বিস্ফোরক মন্তব্য করেন তিনি। বক্তব্যের শুরুতেই শুভেন্দু বলেন, ‘বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর যে হিংসা হয়েছে, সেটাই আজ আমাদের এক হওয়ার প্রধান কারণ। ওপাশে ইউনূস, এপাশে মমতা--চিত্র আলাদা কিছু নয়।’

তিনি আরও বলেন, ‘ওদিকে চিন্ময় প্রভু জেলে, এদিকে হিরণ্ময় প্রভুর জটা দাঁড়ি কেটে দেওয়া হয়। হিন্দুদের উপর এই অন্যায় আর চলতে দেওয়া যাবে না। হিন্দু সমাজকে বারবার বিভক্ত করার চেষ্টা চলছে। জাতপাত, উপনাস, ধর্ম সব কিছুর ভিত্তিতে হিন্দুদের ভাঙার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। কিন্তু আমি স্পষ্ট বলছি, পাঁচ লক্ষ হিন্দুকে ভাগ হতে দেওয়া হবে না।’ শ্যামপুরের রামনবমীর মঞ্চ থেকেই তাঁর সওয়াল, ‘এই বাংলার সরকার আমাদের। হিন্দুরা যদি নিজেদের ঐক্য দেখাতে পারে, তবে কোনও শক্তিই রুখে দাঁড়াতে পারবে না।’ এদিন আরও একটি বিতর্কিত মন্তব্য করেন শুভেন্দু। সবশেষে তিনি আরও বলেন, ‘এটা কোনও ভোটের লড়াই নয়, এটা অস্তিত্বের লড়াই। ধর্মীয় পরিচয় রক্ষার লড়াই। আমরা এক থাকলে বাঁচব। এখন যেখানে পতাকা উঠছে, ভবিষ্যৎ আমাদের।’

শিউলিতে তৃণমূলে যোগদানকারীরা বিজেপি করতেন না, দাবি অর্জুনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যারাকপুর শিউলিতে বিজেপি ছেড়ে এক হাজার কর্মী তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। এমনটাই দাবি করেছেন সাংসদ পার্থ ভৌমিক। তাঁর দাবি, রবিবার রাতের যোগদান পর্বে বিজেপির বিভাগ কনভেনার অভিষেক চট্টোপাধ্যায়ও বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। এই যোগদান পর্ব নিয়ে সোমবার প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের দাবি করেন, ‘যারা তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। তাঁরা কেউ বিজেপি করতেন না।’ তাঁর সংযোজন, শিউলিতে সাত হাজার সংখ্যালঘু ভোটার। ওখানে বিজেপির এক হাজার কর্মীই নেই। তাহলে এতজন যোগ দিল কি করে, প্রশ্ন অর্জুনের। তাঁর দাবি, এটা পুরোপুরি একটা গিমিক ছাড়া আর কিছুই নয়। এদিন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষকেও তীব্র নিশানা করলেন গেরুয়া শিবিরের লড়াকু সৈনিক। তাঁর কটাক্ষ, ‘কুণাল ঘোষ হলেন শকুনি মামা। কুরু বংশকে শেষ করার জন্য যেমন শকুনি মামা শপথ নিয়েছিলেন। তেমনি বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারকে নাশ করার জন্য শপথ নিয়েছেন কুণাল ঘোষ।’

জেলায় আতশবাজি হাব তৈরির জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাথর প্রতিমায় বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে প্রাণহানির আবহেই রাজ্যে একাধিক জেলায় আতশবাজি হাব তৈরির জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু হতে চলছে। দার্জিলিঙের পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়ায় ভূমি রাজস্ব দপ্তরের হাতে থাকা জমি আতশবাজি হাবের জন্য জেলা প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হবে। মঙ্গলবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকেই এই জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়ায় সিলমোহর দেওয়া হতে পারে বলে নবান্নে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। জানা গেছে, প্রতিটি জেলায় আতশবাজি হাব গড়তে রাজ্য সরকার খরচ করবে প্রায় ১৮৫ কোটি টাকা। প্রতিটি হাবে ৫০০টি আতশবাজির স্থায়ী দোকান তৈরি করা হবে বলে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সেখানে সবুজত রকম সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বজায় রেখে বছর ভর আতশবাজি কেনাবেচা করতে পারবেন ব্যবসায়ীরা। এই হাবগুলি চালু হয়ে গেলে রাজ্যে বেআইনি আতশবাজির ব্যবসা অনেকটাই কমে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে মন্ত্রিসভার বৈঠকে আতশবাজি হাবের জন্য বরাদ্দ জমি রাজস্ব দফতর জেলা প্রশাসনকে হস্তান্তর করার প্রক্রিয়ার বিষয়টি মন্ত্রিসভার বৈঠকে পেশ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। আর এরমধ্যে পাথরপ্রতিমায় ঘটে যায় বেআইনি আতশবাজি কারখানায় বিস্ফোরণ। কিন্তু প্রশাসনিক সূত্রের খবর, পাথরপ্রতিমার বিস্ফোরণের সঙ্গে আতশবাজি হাবের জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় সিলমোহর দিয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে তা পেশ হওয়ার কোনও যোগাযোগ নেই। গত এক বছর ধরেই এই প্রক্রিয়া চলছিল। কলকাতা ছাড়াও রাজ্যের ছ'টি জায়গায় ক্লাস্টার তৈরির সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেগুলো হবে হাবড়া, চম্পাহাটি, মহেশতলা, ধূপগুড়ি, বীরভুম এবং পূর্ব মেদিনীপুরে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তর সূত্রের খবর, কলকাতা পুরসভা র ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের কাছের একটি জমিকে আতশবাজি হাব তৈরি করার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। বাজি ব্যবসায়ীরা জানাচ্ছেন, এই ক্লাস্টারগুলো তৈরি হয়ে গেলে প্রায় তিন হাজার লোকের কর্মসংস্থান এই প্রকল্পের জন্য ৯০ শতাংশ ভর্তুকি দেবে রাজ্য সরকার, বাকি ১০ শতাংশ দেবেন আতশবাজি ব্যবসায়ীরা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৮ এপ্রিল ২০২৫, ২৫ চৈত্র ১৪৩১ মঙ্গলবার

সুপ্রিম কোর্টে চাকরি বাতিলের রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১৬ সালের এসএসসি নিয়োগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি খোয়ানো প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর ভবিষ্যৎ ফের একবার প্রশ্নচিহ্নের মুখে। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হল পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। সোমবার পর্ষদের তরফে একটি পুনর্বিবেচনার (রিভিউ) আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে। আবেদনে পর্ষদ জানিয়েছে, ৩ এপ্রিলের নির্দেশের ফলে রাজ্যের বহু স্কুল কার্যত বিপর্যস্ত। একসঙ্গে এত সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী চাকরি হারানোয় বিদ্যালয়গুলিতে পঠন-পাঠন বিপন্ন হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে শিক্ষাবর্ষের শুরুতে এই ধরনের সিদ্ধান্ত স্কুলের স্বাভাবিক কাজকর্মে বড়সড় ধাক্কা দিচ্ছে। খাতা দেখা, পরীক্ষার প্রস্তুতি থেকে শুরু করে রোজকার পাঠদান, সব ক্ষেত্রেই তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। রাজ্যের পক্ষ থেকে আবেদন করে জানানো হয়েছে, এই পরিস্থিতিতে যাঁদের যোগ্যতা প্রমাণিত, অন্তত তাঁদের অন্তর্বর্তীকালীনভাবে চাকরিতে বহাল রাখা হোক। অন্তত এই শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত কিংবা নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত যেন তাঁরা স্কুলে কাজ চালিয়ে যেতে পারেন এই দাবিই জানিয়েছে পর্ষদ। এই আবেদনের দিনই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বৈঠকে বসেন চাকরি হারানো 'যোগ্য' শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে। যদিও সেই বৈঠক ঘিরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া উঠে এসেছে। অনেকের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে সমস্যা সমাধানের কোনও স্পষ্ট রূপরেখা ছিল না। বরং তাঁরা পেয়েছেন 'ভাসা ভাসা' আশ্বাস।

প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্ট ২০১৬ সালের এসএসসি ভিত্তিক নিয়োগে ২৫,৭৫২ জনের চাকরি বাতিল করেছে। কেবল মানবিক কারণে, ক্যানসার আক্রান্ত সোমা দাসকে সেই তালিকা থেকে বাদ রাখা হয়েছে। তাছাড়া বাকিদের চাকরির পাশাপাশি তাঁদের প্রাপ্য বেতনও ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। এই পটভূমিকায় মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আবেদনকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যোগ্য প্রার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর 'প্রথম পদক্ষেপ' বলেই মনে করছেন অনেকেই। তবে চূড়ান্ত রায় না আসা পর্যন্ত আপাতত অধীর অপেক্ষায় শিক্ষক মহল।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ মামলা থেকে সরে দাঁড়ালেন বিচারপতি সৌমেন সেন

নিজস্ব প্রতিবেদন রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলাগুলির দহন যেন দিন দিন আরও ঘনীভূত হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২৬ হাজার এসএসসি শিক্ষক-কর্মীর চাকরি বাতিলের পর নজর ছিল ২০১৪ সালের টেট-এর ভিত্তিতে নিযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের মামলার দিকে। কিন্তু সোমবার সেই মামলার শুনানির আশায় থাকা হাজারো চাকরিপ্রার্থীকে হতাশ হতে হল, কারণ মামলাটি শুনতে অস্বীকার করলেন হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন। তাঁর অনীহার জেরে বিচারপতি স্মিতা দাস-সহ গোটা বেঞ্চ মামলাটি শুনানি থেকে রিলিজ করেন।

আদালত সূত্রে খবর, অফিশিয়ালি 'ব্যক্তিগত কারণ' দেখিয়ে বিচারপতি সৌমেন সেন শুনানি থেকে সরে দাঁড়ালেও, আদালতের অলিন্দে গুঞ্জন এটা নিছকই ব্যক্তিগত কারণ নয়। বরং এর পেছনে রয়েছে বিচারপতিদের মধ্যে পুরনো এক বিতর্ক, যা এক সময় কলকাতা হাইকোর্ট থেকে পৌঁছেছিল সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। এই বিতর্কের কেন্দ্রে ছিলেন প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিচারপতি সৌমেন সেন। অভিযোগ ছিল, বিচারপতি সেন বিচারপতি অমৃতা সিনহাকে ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করেছিলেন যাতে তিনি লিপস অ্যান্ড বাউন্স সংক্রান্ত মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও কঠিন নির্দেশ না দেন। এই মন্তব্য প্রকাশ্যে আনেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়, যার জেরে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। পরবর্তীতে সেই বিষয়ে গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেই শীর্ষ আদালত 'পাবলিক মন্তব্য'-এর জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। তবে বিচারপতি সেনও অস্বস্তির মুখে পড়েন। এই ঘটনার কয়েক মাস পরই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ

মামলায় বিচারপতি সেন ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে সরে দাঁড়ানোয় বিচারালয়ের অন্দরের রাজনৈতিক চাপ, দ্বন্দ্ব ও অসহায়তা ফের একবার প্রকাশ্যে চলে এল।

প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের টেট পরীক্ষার ভিত্তিতে ২০১৬ সালে প্রায় ৩২ হাজার শিক্ষক নিয়োগ করে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। কিন্তু সেই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বিস্তর অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে আদালতের দ্বারস্থ হন কয়েকজন বঞ্চিত প্রার্থী। মামলার প্রাথমিক শুনানিতে প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বিস্ফোরক রায় দিয়ে ৩২ হাজার শিক্ষককে বরখাস্তের নির্দেশ দেন। এই নির্দেশে রাজ্যে নেমে আসে একপ্রকার ভূকম্প। তবে বিচারপতি সুব্রত তালুকদার ও বিচারপতি সুপ্রতিম ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ সেই রায়ে স্থগিতাদেশ জারি করে সাময়িক স্বস্তি দেন চাকরিরত শিক্ষকদের। কিন্তু মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখনও হয়নি। এই অবস্থায় ফের নতুন করে অনিশ্চয়তায় ডুবে গেলেন হাজার হাজার শিক্ষক। বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত মামলাগুলির বিচার কি কেবল আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে? নাকি সেখানে ক্রমে ঢুকে পড়েছে রাজনীতি, চাপ, আদালতের অভ্যন্তরীণ বিভাজন ও মতানৈক্য? বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ মামলার ভবিষ্যৎ এখন নির্ভর করছে প্রধান বিচারপতি টি শিবজ্ঞানম-এর সিদ্ধান্তের উপর।

সিইএসসিতে আর্থিক তছরুপের অভিযোগ মন্ত্রী শোভনের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ১৭ই এপ্রিল রাজ্যের শতাব্দী প্রাচীন বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা সিইএসসি-এর আওতায় থাকা সমবায় ব্যাঙ্কে রয়েছে ভোটাভুটি। ১৪ বছর পর নির্বাচন। আর সেখানেও তৈরি হয়েছে বিতর্ক। নির্বাচনের আগে স্বচ্ছভাবে নির্বাচন পরিচালনা করার দাবি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে দ্বারস্থ ওই সংস্থারই এক কর্মী। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের পর থেকে সিইএসসি-র সমবায় ব্যাঙ্কের ভোট হয়নি। ২০১৩ সালে এই মর্মে রাজ্য সরকার পুরনো বোর্ড ভেঙে নমিনেশনের মাধ্যমে ডিরেক্টর নির্বাচিত করে। সেই বোর্ড এখনও চলছে। অবশেষে আগামী ১৭ এপ্রিল রয়েছে সমবায় নির্বাচন। কিন্তু তার আগে ওই মামলাকারীর দাবি, শিয়রে নির্বাচন সত্ত্বেও এখনও কোনও ড্রাফট ভোটার লিস্ট তৈরি হয়নি। ফলে কারা ভোটার সেটাই স্পষ্ট নয়। এমনকি, বারবার দাবির পরেও ভোটার লিস্ট প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি। একইসঙ্গে তিনি রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে জানান, '২০২১ সালে সমবায়ের উন্নতির জন্য সিইএসসি'র পক্ষ থেকে ১৮.৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু সেই বিপুল পরিমাণ অর্থ চলে যায় তৃণমূলের ফান্ডে। যার মূল কাণ্ডারি শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।' এখানেই শেষ নয়, ওই কর্মীটি আদালতে আরও জানিয়েছেন, নির্বাচনের আগে মনোনয়ন জমা দেওয়া নিয়েও 'প্রভাব' খাটানো হয়েছে বলে। এই প্রসঙ্গে তিনি এও জানান, 'গত ২১ থেকে ২৩ মার্চ পর্যন্ত ছিল মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা। কিন্তু ওই সময়কালে তৃণমূল ঘনিষ্ঠ ছাড়া কেউই মনোনয়ন জমা দিতে পারেনি।' অবশ্য তাঁর আরও দাবি, 'হাতেগোনা কয়েকজন চুপিসারে মনোনয়ন জমা দিলেও, তাদের পরে রীতিমতো মারধর করা হয়।' এই প্রসঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া, 'এগুলো সব মিথ্যা কথা। যে ইউনিয়ন একক শক্তিতে ৯৮ শতাংশ ভোট পায়, তাদের মারপিটের প্রয়োজন পড়ে না।'

স্বাস্থ্যভবনের সামনে বিক্ষোভ আশাকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: একগুচ্ছ দাবি নিয়ে সল্টলেকে স্বাস্থ্যভবনের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ আশাকর্মীদের। পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের সদস্যরা সোমবার স্বাস্থ্যভবনের সামনে জড়ো হন। তাঁদের দাবি ছিল, আশাকর্মীদের ভাতা বাড়িয়ে ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকা করতে হবে। তাঁদের স্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি দিতে হবে। দাবি না মিটলে আগামী ২২ অগাস্ট তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়ি অভিযান করবেন। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন জানান, তাঁরা এখন ৫ হাজার ২০০ টাকা ভাতা পান। কোনও নির্দিষ্ট ছুটি নেই। পিএফ, ইএসআই নেই। এইসব তাঁদের দাবির মধ্যে আছে। এদিন ইসমত আরা খাতুন আরও বলেন, '১৮ মার্চ এসেছিলাম। আজও এসেছি। আমাদের দাবি, আশাকর্মীদের সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি দিতে হবে। ভাতা ঠিকমতো পাওয়া যায় না। অতীতের সব বকেয়া মিটিয়ে দিতে হবে। কর্মরত অবস্থায় কেউ মারা গেলে তাঁরা পরিবারকে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা দিতে হবে।' রাজ্যে ৭০ হাজারের মতো আশাকর্মী রয়েছেন বলে জানান তিনি।

দুর্নীতি মামলায় মুখ্যমন্ত্রীর জেল যাওয়া উচিত, দাবি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএসসি-র নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী মিলিয়ে প্রায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিল হয়েছে। '২০১৬ সালের সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়াই আদালত বাতিল করে দিয়েছে। সেই শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় মুখ্যমন্ত্রীর জেল যাওয়া উচিত।' সোমবার বিকেলে হালিশহর নগর 'রামনবমী উদযাপন সমিতি'র উদ্যোগে আয়োজিত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার অংশ নিয়ে এমনটাই দাবি করলেন বললেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, এদিন হালিশহর স্টেশন সংলগ্ন অটো স্ট্যান্ড থেকে রামনবমীর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শুরু হয়। সেই শোভাযাত্রা হালিশহরের বিস্তীর্ন অঞ্চল পরিক্রমা করে বলদেঘাটা মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। রামনবমীর শোভাযাত্রায় পা মিলিয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ওপার বাংলা থেকে আগত বহু সংখ্যক মানুষজন ওই অঞ্চলে বসবাস করেন। প্রতি বছর তাঁরা ঘটা করেই রামনবমী উৎসব পালন করেন। মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা

করে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়ে গেল। আর এখন মুখ্যমন্ত্রী চাকরিহারাদের 'ভলান্টিয়ার' চাকরি করার কথা বলছেন। আসলে মুখ্যমন্ত্রীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।' তাঁর বক্তব্য, 'যোগ্য অযোগ্য শিক্ষকদের বিচার তো সুপ্রিম কোর্ট করেই দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট ওনার কাছে একাধিকবার যোগ্য অযোগ্য শিক্ষকদের তালিকা চেয়েছিল। কিন্তু উনি সেই তালিকা দিতে পারেন নি। এখন উনি উল্টে সুপ্রিম কোর্টের কাছে যোগ্য অযোগ্যদের তালিকা চাইছেন।' এদিনের শোভাযাত্রায় হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সদস্য মদন বিশ্বাস, প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, হালিশহরের প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান রাজা দত্ত, সুদীপ্ত দাস, অরিন্দম দে-সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

৩১৩ জন শিক্ষকের বেতন বন্ধের নির্দেশ হাইকোর্টের

জিটিএ শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় বড়সড় ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার। একধাক্কায় ৩১৩ জন শিক্ষকের বেতন বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। আদালত সূত্রে খবর, কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর বেঞ্চে চলছিল এই মামলার শুনানি। এরপর সোমবার এই মামলায় ৩১৩ জন শিক্ষকের বেতন বন্ধের নির্দেশের পাশাপাশি বিচারপতি বসু রাজ্যকে ৭২ ঘণ্টার চূড়ান্ত সময়সীমাও বেঁধে দেন।

জিটিএ-তে অর্থাৎ পাহাড়ে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। সেই মামলার তদন্ত করছিল সিআইডি। আগেও বহুবার বিচারপতি বসু আদালতে বলেছেন, কীভাবে ওই নিয়োগ করা হয়েছে, তা জানাতে হবে রাজ্যকে। তবে এ ব্যাপারে রাজ্যের তরফ থেকে কোনও উত্তর পাননি বিচারপতি। এরপর এদিন সিআইডির তরফ থেকে যে স্ট্যাটাস রিপোর্ট দেওয়া হয় তা দেখে রাজ্যের কাছে বিচারপতি জানতে চান, আদালতের নির্দেশ লঙ্ঘন করে কীভাবে এদের নিয়োগ করা হল। এদিন রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি বিচারপতি বসু জানতে চান, 'এই শিক্ষকদের ন্যূনতম প্রশিক্ষণ রয়েছে কি না। একইসঙ্গে এদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কী তাও জানতে চান বিচারপতি। এরপর সোমবার আদালতে স্টেটাস রিপোর্ট জমা দেয় সিআইডি। রিপোর্ট দেখে বিচারপতি এদিন এও বলেন, 'এখনই এই শিক্ষকদের বেতন বন্ধ করে দেওয়া উচিত।' সঙ্গে প্রশ্ন তোলেন, 'রাজ্য কেন এদের বেতনের ভার বহন করবে সে ব্যাপারেও।' এদিন নথি খতিয়ে দেখার পর বিচারপতি নির্দেশ দেন, ৩১৩ জন শিক্ষকের বেতন বন্ধ করতে হবে। সেই সঙ্গে রাজ্যকে ৭২ ঘণ্টা সময় বেঁধে দেন। তার মধ্যে ওই ৩১৩ জন শিক্ষকের সব তথ্য জানাতে হবে আদালতে। আদালত সূত্রে খবর, আগামী বৃহস্পতিবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি। ওই দিন আদালতের নির্দেশের পর পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে জানানোর কথা বলেছেন বিচারপতি।

বিজেপির 'কালীঘাট চলো' কর্মসূচি ঘিরে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এসএসসি মামলায় প্রায় ২৬ হাজার জনের চাকরি যাওয়ার প্রতিবাদে 'কালীঘাট চলো' অভিযানের ডাক দিয়েছিল বিজেপির যুব মোর্চা। তবে সোমবার এই অভিযানের শুরুতেই এক্সাইড মোড়ে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়ান বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা। এরপরই শুরু হয় ধরপাকড়। একাধিক বিজেপি কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। গেরুয়া শিবিরের অভিযোগ, টেনে হিঁচড়ে তাঁদের কর্মীদের প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়। এই কর্মসূচি শুরুর আগেই অবশ্য বিজেপি নেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, লকেট চট্টোপাধ্যায়কে আটক করা হয়। এমনকী তাঁদের লালবাজার নিয়েও যাওয়া হয়। এই ঘটনার পরই পুলিশের সঙ্গে বচসা শুরু হয় অন্যান্য বিজেপি কর্মীদের।

পদ্মশিবিরের কর্মসূচিকে ঘিরে সোমবার সকাল থেকেই শহরে পুলিশি মোতায়েন চোখে পড়ার মতো ছিল। বিশেষত, এক্সাইড মোড়ে ব্যারিকেড করে রেখেছিল পুলিশ। বোঝাই যাচ্ছিল এই এলাকা থেকে মিছিল এগোতে দেবে না পুলিশ। হয়েছেও তাই। বিজেপি কর্মীরা পুলিশি ব্যারিকেড টপকে যাওয়ার চেষ্টা করলে ধরপাকড় শুরু করে পুলিশ। এমন ঘটনার জেরে দফায় দফায় অশান্তি সৃষ্টি হয়। এরই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের দাবি তোলে বিজেপি যুব মোর্চা। তাতেই আরও সরগরম হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। এদিকে এই পরিস্থিতির মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর সাধারণ মানুষ সমস্যার মধ্যে পড়ে যান। তবে অভিযোগ, রাজনৈতিক কর্মীদের সঙ্গে অনেক আমজনতাকেও পুলিশ আটকে করেছে যারা কোনও কর্মসূচির অংশই নন। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ২৬ হাজার চাকরি বাতিল ইস্যুতে কোনও সময় নষ্ট না করেই যে বিক্ষোভ শুরু করেছে বিরোধী রাজনৈতিক শিবির তাতে কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে বাংলার শাসক শিবির। কলকাতাতেই শুধু রাস্তায় নামার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে তা নয়, জেলায় জেলায় কর্মসূচি শুরু হয়েছে স্যাফ্রন ব্রিগেডের তরফ থেকে।

চাকরিপ্রার্থীদের নবান্ন অভিযান আটকাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএসসি মামলায় ২৬ হাজার চাকরি বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্ট। এই রায়ের পর কপালে ভাঁজ শরীর শিক্ষা ও কর্মশিক্ষা বিভাগের চাকরিপ্রার্থীদের। কারণ সুপ্রিম কোর্টে এই সংক্রান্ত মামলা বিচারাধীন থাকার জন্য এখনও পর্যন্ত চাকরিতে নিয়োগপত্র পাচ্ছেন না তাঁরা। সেই কারণেই সোমবার নবান্ন অভিযানে সামিল হন চাকরিপ্রার্থীরা। তবে তাঁদেরকে আটক করে পুলিশ।

এদিকে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে সুপার নিউমেরারি পোস্ট সংক্রান্ত মামলার চূড়ান্ত শুনানি রয়েছে। তার আগেই নবান্ন অভিযান করলেন শরীর শিক্ষা ও কর্মশিক্ষা বিভাগের চাকরিপ্রার্থীরা। তাঁরা বলছেন, ২৬ হাজার চাকরিহারাদের মতোই তাঁদের ব্যক্তিগত পারিবারিক জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপযুক্ত পদক্ষেপ নিয়ে শারীর শিক্ষা ও কর্মশিক্ষা বিভাগের এই চাকরিপ্রার্থীদের সমস্যার সুরাহা করুন, এই দাবি সামনে রেখে নবান্ন অভিযান করে শারীর শিক্ষা ও কর্মশিক্ষা বিভাগের এসএসসি যুব ছাত্র অধিকার মঞ্চ। আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল, তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন এবং সুনির্দিষ্টভাবে নিজেদের দাবিদাওয়া জানাবেন। কিন্তু তাঁদের মিছিল শুরু হওয়ার পর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই নবান্নের বেশ কিছুটা আগে ব্রিজের পাশের রাস্তায় তাঁদের আটকে দেয় পুলিশ। মিছিলের কোনও অনুমতি না থাকায় তাঁদের আটক করে প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়। এদিকে বিক্ষোভকারীদের তরফ থেকে জানানো হয়, শরীর শিক্ষা ও কর্মশিক্ষা এই দুই বিভাগে কোনও দুর্নীতির অভিযোগ নেই। তা সত্ত্বেও চাকরির নিয়োগপত্র নিয়ে সমস্যার সমাধান হচ্ছে না দীর্ঘদিন। এবার তাঁরা এর সুরাহা চান।

শুক্রবার কমিশনের মুখোমুখি চাকরিহারারা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী শুক্রবার স্কুল সার্ভিস কমিশনের মুখোমুখি হবেন চাকরিহারারা। উপস্থিত থাকবেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রতিনিধিরাও। এদিকে সোমবার চাকরিহারাদের আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২ মাস স্বেচ্ছাশ্রম দেওয়ার আর্জিও জানান তিনি। সূত্রের খবর, আগামী শুক্রবার চাকরিহারাদের সঙ্গে বৈঠকে থাকবে রাজ্যের ল সেলও। সেখানে চাকরিহারাদের পরামর্শ নেবে রাজ্য সরকার। কোন পথে আইনিভাবে চাকরি ফেরানো যায়, কী কী বিষয় আদালতে সওয়াল করার সময় উল্লেখ করা যায়, এই সব বিষয়ে পরামর্শ নেওয়া হবে বলে সূত্রের খবর।

গত ৩ এপ্রিল এসএসসি-র ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় হওয়া সব চাকরি বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। ২৫ হাজার ৫৭২ জনের চাকরি বাতিল করা হয়েছে।

আশ্বাস না কেবল কৌশল? নেতাজি ইন্ডোরে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ঘিরে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন ৭ এপ্রিল: নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা যত না আশ্বাসের বার্তা দিল, তার চেয়ে ঢের বেশি জন্ম দিল অনিশ্চয়তা, হতাশা ও ক্ষোভের। ২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেল বাতিল করে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি রক্ষা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে যে তীব্র আলোড়ন তৈরি হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর আজকের ভাষণ যেন সেই আগুনে আরও খানিক ঘি ঢাললেন বলে মনে করছেন অধিকাংশ চাকরিহারা।

'ললিপপ দিয়ে চলে গেলেন' এই কটাক্ষই আসলে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে রাজ্যের নিয়োগ-সঙ্কটের বাস্তব মুখ। একাধিক প্রশ্নের মাঝে প্রথম প্রশ্ন উঠেছে, প্রশাসনিক দায় এড়ানো না কি রাজনৈতিক ব্যাকরণ? আজকের সভায় মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়েছে, তিনি পুরো পরিস্থিতির দায় চাপিয়েছেন বিরোধীদের ঘাড়ে। বারবার বলেছেন, 'এই ষড়যন্ত্র বিজেপি ও সিপিএমের।' অথচ যাঁরা চাকরি হারিয়েছেন তাঁদের বক্তব্য, নিয়োগ করেছে রাজ্য সরকার, এসএসসি-র দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ও প্রশাসনিক কর্তারা, সেই ব্যর্থতার দায় এড়ানো যায় কি? তাঁদের মতে, এই কলঙ্কের কেন্দ্রবিন্দুতে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। ফলে এক তরফা ভাষণে বিরোধীদের দায়ী করে বেরিয়ে যাওয়াটিকে রাজনৈতিক কৌশল বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। আর সেই কৌশলের ভেতরেই তারা দেখছেন প্রশাসনিক দায় এড়িয়ে যাওয়ার ছাপ।

দ্বিতীয়ত, চাকরিহারাদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর অন্যতম বার্তা ছিল, 'আপনারা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ চালিয়ে যান।' এই পরামর্শে বিস্ফোরিত হয়েছে অধিকাংশ চাকরিপ্রার্থীর অসন্তোষ। 'আমরা সিভিক টিচার নই', এই কথাটি আজ প্রবলভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে ইন্ডোর স্টেডিয়ামের বাইরে। এতদিন পড়াশোনা করে, পরীক্ষা দিয়ে, যাবতীয় নিয়ম মেনে চাকরি পাওয়া মানুষদের কাছে এই প্রস্তাব যেন সরাসরি আত্মমর্যাদায় আঘাত। তাঁরা বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী যদি সত্যিই তাঁদের পাশে থাকতে চান, তবে এই মুহূর্তে সম্মানের সঙ্গে স্থায়ী, নিয়মতান্ত্রিক চাকরিতে প্রত্যাবর্তনের রূপরেখা তৈরি করুক, 'ভলান্টারি সার্ভিস' নয়।

তৃতীয়ত, কার পাশে সরকার? প্রশ্নের মুখে 'যোগ্য'-'অযোগ্য' বিভাজন। মুখ্যমন্ত্রী আজ আশ্বাস দিয়েছেন, যোগ্যদের চাকরি যাবে না। সরকার রিভিউ পিটিশনে গিয়ে যোগ্য ও অযোগ্যদের তালিকা আলাদা করে দিতে বলবে আদালতকে। কিন্তু এখানেই তৈরি হচ্ছে সবচেয়ে বড় সংকট। কে 'যোগ্য', আর কে 'অযোগ্য' তা ঠিক করবে কে? কী ভিত্তিতে? আর কতদিনে? চাকরিহারাদের বক্তব্য, তাঁরা ইতিমধ্যেই পরীক্ষা, ইন্টারভিউ, মেধাতালিকা সব পেরিয়ে এসেছেন। নতুন করে এসব বিচার তাঁদের কাছে 'সাজানো অজুহাত' ছাড়া কিছু নয়।

চতুর্থত, 'স্পিচ' নয়, 'ডায়ালগ' চাইছে রাজ্য। নেতাজি ইন্ডোরের সভা ছিল একতরফা বক্তৃতার। হাজারো চাকরিহারা সেখানে উপস্থিত থেকেও নিজেদের কথা বলার সুযোগ পাননি। এই 'স্পিচ বনাম ডায়ালগ'-এর দ্বন্দ্ব এবার রাজনীতিরও কেন্দ্রে চলে এসেছে। চাকরিহারারা বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী যদি সত্যিই তাঁদের পাশে থাকেন, তবে কেন তিনি তাঁদের মুখে কথা বলার সুযোগ দিলেন না? কেন হয়নি খোলামেলা প্রশ্নোত্তর পর্ব?

এই একমুখী যোগাযোগ আসলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্ষয়চিহ্ন বলেই মনে করছেন সমাজবিজ্ঞানীরা। সমস্যা শুধুই আইনি নয়, ক্রমেই মানবিক ও রাজনৈতিক সংকট। আজকের ভাষণের পর এটা স্পষ্ট যে, শিক্ষা-নিয়োগ সংক্রান্ত জট আর কেবল আইনি সীমায় আবদ্ধ নেই। এটি এখন এক বৃহৎ মানবিক সঙ্কট, যেখানে হাজারো পরিবারের ভাত-কাপড়-সন্তানের ভবিষ্যৎ প্রশ্নের মুখে। একইসঙ্গে এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর আস্থা হারানোর উদাহরণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যদি কেউ 'যোগ্য' হয়েও মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চাকরি না-পান, তবে সেই রাষ্ট্র কি তার নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত করতে পারছে? আসলে 'আশ্বাস' কি ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি, না বর্তমানের এড়ানো? আজ মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন। কিন্তু রাজ্যবাসী মনে রেখেছে, এমন আশ্বাস তারা আগেও শুনেছে। সেই অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। সেই প্রেক্ষিতে আজকের এই আশ্বাস কি আশ্বস্ত করল, না কি আরও অনিশ্চয়তার ধোঁয়াশায় ঢেকে দিল ভবিষ্যৎ? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে রাজ্যের শিক্ষা ও রাজনৈতিক অঙ্গনে। সমাধান যদি চাই-ই, তবে দরকার বিশ্বাসযোগ্যতা, স্বচ্ছতা ও সহমর্মিতা। না হলে এই 'আশ্বাস' শব্দটাই একসময় পরিণত হবে সবচেয়ে বড় 'বিভ্রান্তি'তে।

সম্পাদকীয়

শাসক-বিরোধী দ্বন্দ্বে যদি প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, তা হবে নিজের পায়ে কুড়ুল মারা

রাজ্যের এত নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এত বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য আমাদের কাছে লজ্জার। আন্দোলন-প্রতিবাদের অনেক গণতান্ত্রিক পথ আছে। কিন্তু কাউকে ঘিরে ধরে, শারীরিক আক্রমণ সমর্থনযোগ্য নয়। যে ভাবে শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ি ঘিরে ধরে ক্ষিপ্ত আচরণ করা হচ্ছিল তাতে ১৯৭০-এর ডিসেম্বর মাসে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্মান্তিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারত। সমস্ত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদের নির্বাচন হওয়া উচিত, এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। এর পরিপ্রেক্ষিতে তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলা দরকার, সে সম্বন্ধেও কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু তার জন্য হিংসার আশ্রয় নেওয়াকে কোনও ভাবেই সমর্থন করা যায় না। সত্তরের দশকে ইলেকট্রনিক মিডিয়া ছিল না, ছিল না হাতে হাতে ক্যামেরা, ছিল না এত সহজে ভিডিয়ো তোলার সুবিধা, কিন্তু বর্তমান সময়ে তো আছে। ফলে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও প্রকৃত ঘটনার বেশ কিছু অংশ সাধারণ মানুষের গোচরে আসে। অনেকেই বলছেন ছাত্র-ছাত্রীদের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেওয়া কখনওই কোনও মন্ত্রীর কাজ হতে পারে না। তাঁর উচিত ছিল গাড়ি থেকে নেমে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলা, কিন্তু টিভিতে দেখে মনে হল ওই মুহূর্তে গাড়ি থেকে নামলে তাঁর বিপদ হতে পারত। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চিরকালই মেধাবী ও প্রগতিশীল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য দরজা খুলে রেখেছে। তাঁদের প্রগতিশীল ভাবধারা, মুক্তচিন্তা সমাজকে পথ দেখায়। তাঁদের মেধার কারণে সারা বিশ্ব তাঁদের সমাদর করে। তাঁরা সারা দেশের গর্ব, কিন্তু তাঁদের এ কী রূপ দেখা গেল! পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার মান এখন তলানিতে ঠেকেছে। যে ক'টা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এখনও টিমটিম করে রাজ্যের মুখে আলো ফেলে, যাদবপুর তার মধ্যে অন্যতম। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শাসক-বিরোধী দ্বন্দ্বে যদি প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হয়, তবে তা হবে নিজের পায়ে কুড়ুল মারার সমান। এই ঘটনা নতুন করে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার জরাজীর্ণ দশা আর এক বার চোখের সামনে তুলে ধরল।

শব্দবাণ-২৪১

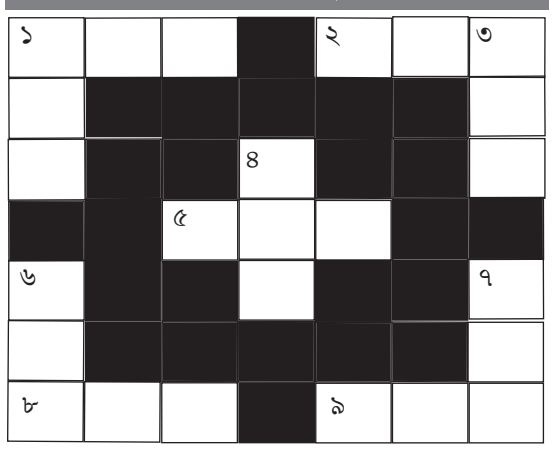

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. ছোট কন্যা ২. অপেক্ষা, সবুর ৫. সম্মানিত ৮. সৌভাগ্য, সুসময় ৯. কলহ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. ব্যায়াম ৩. গলানো হয়েছে এমন ৪. সারবস্তু ৬. সূর্যকিরণ, রোদ ৭. এ কুসুম মালা হয়েছে —।

সমাধান: শব্দবাণ-২৪০

পাশাপাশি: ১. আত্মচরিত ৪. পোস্ট ৫. কায়েম ৭. লড়াই ৯. জন ১১. সমান্তরাল।

উপর-নীচ: ১. আখ্যায়িকা ২. চড়া ৩. তপোবল ৬. মহানস ৮. ইস্তামাল ১০. শান্ত।

জন্মদিন

আজকের দিন

আল্লু অর্জুন

১৯২৪ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী কুমার গন্ধর্ভের জন্মদিন।*
১৯৭৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সি বিজয়ভাস্করের জন্মদিন।*
১৯৮২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা আল্লু অর্জুনের জন্মদিন।*

স্বদেশী পরমার আসমানী অভিসারে চমকিয়া ধরণী

সুবীর পাল

তুমি একটা গোলাকার গাঢ় করে রেখা টানো। তারপর তুমি নিজেই সিদ্ধান্ত নাও তুমি কোথায় থাকবে। পরিধির অভ্যন্তরে। যার অন্দরমহলে রয়েছে এক গতানুগতিকের সুস্পষ্ট নামাবলী। নাকি বৃত্তাকার দাগের সীমানা পেড়িয়ে অজানা আশঙ্কাময় ওপাড়ের অভিনবত্বকে আলিঙ্গন করবে। ভারতীয় পরমা যে দ্বিতীয় গ্রন্থিতেই সন্ধিতে আজ পরম আত্মপ্রত্যয়ী।

ভারতীয় ললনারা তথা কলকাতার নন্দিনীরা আজ শুধুমাত্র আটপৌড়ে এমনটা আদৌ ভাবার দিন কিন্তু প্রায় শেষ। তাঁরা এখন নিজের জীবনকে স্বীয় স্বীয় নব নব ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত। বিশ্বের ব্যাপ্তিতে। দেশের দিগন্তে। সমাজের সীমান্তে। নিজের নিজস্বতায়। তাই তো অনুপ্রাণিতের প্রমীলারা পুরুষের চোখে চোখ রেখে স্বমহিমায় সমস্বরে কণ্ঠ মেলায়, 'এই পুরুষ তান্ত্রিক অভ্যাস এই যুগেও কোথাও কোথাও আমাদের ধ্বংস করে, নিপীড়িত করে। কিন্তু মনে রেখো, পরোক্ষে তোমরা আমাদের অনুপ্রাণিত করেছো। তাই তো আজ আমরা হয়ে উঠতে পেরেছি নিজেই এই ধরণীর অপার দৃষ্টান্ত।'

রবিঠাকুরের ভাষায়, 'ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি হয়ে আকাশের মেঘ নামে, মাটির কাছে ধরা দেবে বলে। তেমনি কোথা থেকে মেয়েরা আসে পৃথিবীতে বাঁধা পড়তে।'

তাই তো ধরণীর অর্ধ অধীশ্বরী নিজস্ব কন্যা আজ অন্তরীক্ষে, সাগরিকায়, ধরিত্রীরে নব রূপে বারেবারে একমেবাদ্বিতীয়ম রাজ রাজেশ্বরী আধারে পল্লবিত। না না, এ কোনও কল্পকথার স্বপ্নালোকের শব্দ বিলাসী সুখ বর্ণনা নয়, এ যে 'অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী'র নানা সত্যমেব কতকথার এক অপরূপ সৌন্দর্যময় জীবন বিন্যাসের স্বতন্ত্র বৃত্ত।

হয়তো সেই জীবন উপমার চন্দ্রাকার সরণীতে ভারতীয় ললনারা অফুরাণ নীল আকাশে পাখির পালক ডানার মতো মহোময় উড়াণে কখনও বিশ্বশ্রেষ্ঠা। আবার কখনওবা সে সরু বিপদ সংকুল জলজ খাদ চলনে দেশের একমাত্র বলনে নন্দিনী। তেমনই গভীর রাতে তিলোত্তমার কংক্রিট পিচ রাস্তায় মধ্যরাতে লোলুপ পুরুষ মত্ততার মাই ফুটে কখনও মহিষীর অতন্দ্র ইতিউতি ড্রাইভারী।

তাইতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এমন রূপোলী রেখার যুগেও হে নারী তুমি শুধু 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী হে নন্দনবাসিনী উর্বশী' নও। তুমি আজ আমাদেরই এই সমাজে বীরাঙ্গনা, স্বপ্নদর্ষিণী ও পূজিতাও। আর সেই নারী বন্দনার যজ্ঞ উপাচারে সিটি অফ জয়ের এক বণিকসভায় সম্প্রতি মন্ত্রিত হয়ে গেল এক সুচারু অঙ্গনা স্তবস্তুতির অনন্য আরাধনা। সেই রমণীয় সভা ঔজ্জ্বল্যেই প্রজ্জ্বলিত হলো ভারতীয় নারী উড়াণে এক অপরূপ বিশ্ব বিজয়গাঁথার অভিনব প্রকাশ। সেটা আবার কেমনতর? এখানে হাজির ছিলেন এ ৩২০ এয়ারবাসের ক্যাপ্টেন নন্দিতা হালদার। তিনি বলেন, 'সারা বিশ্বে যত পাইলট আছেন তাঁদের মধ্যে মহিলা পাইলটের সংখ্যা মাত্র পাঁচ শতাংশ। কিন্তু মজার বিষয় হলো ভারতের মহিলাদের জন্য এই সংখ্যাটা অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। আমাদের দেশে যতজন বিমানচালক রয়েছেন তাঁদের মধ্যে পনেরো শতাংশ হলো নারী।' যদিও এই নারী শতাংশের হার দ্রুত আরও বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশাবাদী। তাঁর বক্তব্য, 'সারা বিশ্বের নিরিখে বিমানচালিকা হিসেবে ভারতীয় নারীদের স্থান আজকের দিনে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় প্রকৃতই সর্বাধিক। যা সত্যি গর্বের। এবং দেশীয় নারী হিসেবে অহংকারেও।' বিমানচালিকার তথ্য দিতে গিয়ে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ হালহকিকৎ সভায় উদ্ঘাটন করলেন। তিনি বলেন, 'নানা ইস্যুতে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের বৈরীতা রয়েছে। কিন্তু একটা বিষয় ওদের কাছে আমাদের শেখার আছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান আমাদের থেকে সিংহভাগ ক্ষেত্রে ধারে ও ভারে বহু যোজন পিছিয়ে রয়েছে। তার উপর সেটি একটা কট্টর মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র। যেখানে নারীরা অনেকাংশে পিছিয়ে থাকতে বাধ্য হয় তাঁদের সামাজিক কারণে। তবু পৃথিবীর মধ্যে পাকিস্তান হলো এমন একটিমাত্র দেশ যেখানে বায়ুসেনার মধ্যে মহিলা পাইলট নিহিত রয়েছে। যে দৃষ্টান্ত এই বিশ্বে দ্বিতীয়টি নেই।' নীল অনন্ত আকাশের বুকে ভারতীয় মহিলা পাইলটদের উড়ন্ত অসীম গড়িমার আত্মকথা শুনতে শুনতে উপস্থিত শ্রোতারা অনেকটা বিভোর যখন হয়ে উঠেছেন, ঠিক তখনই হাস্যমুখে সভাস্থলে মধ্যমনি হয়ে উঠলেন রেশমা নিলোফার বিশালাক্ষ্মী। ভারতীয় মহিষীদের অন্তরীক্ষ বিজয়ের শৌর্য কাহিনী শোনার পর এবার যে তাই জলবক্ষের অবাধ জলচরী এই অদ্বিতীয়া জলকন্যার এক স্বপ্নময় কাহিনী শোনার জন্য কর্ণদ্বয়ের উশখুশ যে ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। রেশমাদেবীর জন্ম ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯ সালে তামিলনাড়ুতে। রাঁচীর বিড়লা ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিই উর্ত্তীণ হোন। ২০১৮ সালে তিনি মেরিন পাইলট পদে আসীন হয়ে এক বিরল দৃষ্টান্ত তৈরি করেন। সেই কারণে ২০১৯ সালে দেশের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের হাত থেকে 'নারী শক্তি পুরস্কার' গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনি কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বন্দরে কর্মরত। ভারতের মেরিন ইতিহাসের তিনি এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। ৩৬ বছরের এই মহিলা ভারতের প্রথম ও একমাত্র মহিলা মেরিন পাইলট হিসেবে এক অনন্য সম্মান অর্জন করেছেন।

এহেন বিরল গৌরবের অধিকারিণী রেশমাদেবী বলেন, 'আমি সেই ভাগ্যবান ভারতীয় মহিলা যিনি দেশের মধ্যে প্রথম ও এযাবৎকালের মধ্যে একক মহিলা মেরিন পাইলট হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছি। এই প্রাপ্তি আমার কাছে মোটেই সহজ ছিল না। সারা দেশে মধ্যে যা কেউ করেননি সেটা আমাকে করতে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমি প্রতিটি বাধা নিজের অদম্য জেদের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করেছি।' তিনি আরও বলেন, 'আমার পেশায় যেখানে সবাই পুরুষ। আমি একা নারী। এই অসমতার জড়তা কাটাতেও মনে মনে আমাকে অনেক যুদ্ধ করতে হয়েছে। তবে সহকর্মীদের কাছে প্রচুর সহযোগিতা পেয়েছি। জাহাজ চালাতে গিয়েও কম সমস্যার মুখোমুখি হই না। যাত্রাপথ সরু ও নাব্যতাও কম। ফলে পন্যবাহী জাহাজ চালানোটা গঙ্গার বুকে ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ। তবে কোনও ঝুঁকির কাছে আমি মাথা নত করি না। বরং মুখোমুখি মোকাবেলা করি সবসময়।'

রেশমা নিলোফার বিশালাক্ষ্মীর বক্তব্য মুহূর্তে নারী বন্দনার এই সভায় যেন এক পিন ড্রপ সাইলেন্স পরিস্থিতি। সেই ঘোর কাটতে না কাটতেই আরও এক বিদুষী মহিলা মাইক্রোফোনের সামনে উপস্থিত। দেখতে বেশ ঝকঝকে। চলতি বাংলাতেই কথা বললেন দীপ্তা ঘোষ। বছর পঁয়ত্রিশ বয়স। পড়াশোনা বলতে জলপাইগুড়ি থাকাকালীন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা। বাবা নেই। মাকে ছেড়ে অন্যত্র চাকরি করার কথা ভাবতেই পারেননি। তাঁর মাই যে সব। মা যে তাঁর কাছে একটা গোটা পৃথিবী। তাই চাকরির বাঁধাধরা গদে জীবন না কাটিয়ে মায়ের উৎসাহেই কিনে ফেলা একটা সাদা রঙের গাড়ি। নম্বর ডাবলুবি ০৫ ৮১৯৮। একই সঙ্গে অ্যাপ ক্যাবে যোগ দেওয়া।

এ যেন তিলোত্তমা নগরীর এক অভিনব বহির্পুরবাসিনীর তিলোত্তমার রূপকথা। কলকাতা শহরের প্রথম ইঞ্জিনিয়ার মহিলা ক্যাব ড্রাইভার। তিনি বলতে থাকেন, 'প্রথম প্রথম একটু আরষ্ঠতা ছিল। তাই তখন দিনে গাড়ি চালাতাম। রাতে গাড়ি চালাতাম না। যত সময় গেছে আত্মবিশ্বাস তত বেড়েছে। তাই এখন খুব প্রয়োজন পড়লে রাতেও গাড়ি চালাই মাঝেমধ্যে।' বাঁশদ্রোনীর বাসিন্দা এই মহিলা ক্যাব চালক বলেন, 'সেই অর্থে আমি খুব একটা অসহ্যকর পরিস্থিতিতে এখনও পড়িনি পুরুষ যাত্রীদের থেকে। তবে বেশিরভাগ যাত্রী আমাকে দেখে বিস্মিত হয়ে পড়েন। কারণ তাঁরা ভাবতেই পারেন না এই শহরে ক্যাবের চালক হিসেবে একজন মহিলা তাঁদের সামনে গাড়ি নিয়ে আচমকা এসে হাজির হবেন। এটা অবশ্য আমি খুব এনজয় করি।' তিনি আরও বলেন, 'কলকাতা শহরকে আমি খুব ভালোবাসি। এই শহরের মানুষেরাও আমাকে অনেক ভালোবাসা দিয়েছে। আমি নারী হয়ে কলকাতায় ক্যাব অ্যাপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ি চালাই। যাত্রীদের গন্তব্যে পৌঁছে দিই। সঙ্গে আমার জীবন লক্ষ্যেও ক্রমশঃ পৌঁছাতে থাকি এই মহানগরের স্বপ্নময় সরণি বেয়ে।

এই সিটি অফ জয়ের ক্যানভাসে নারীর তুলিতে নন্দিনী যে প্রকৃতই বিশ্ববন্দিত আকাশচারিনীর আঁকিবুঁকি। গঙ্গাবক্ষের ক্রুজের চালক আসনেও এই নারীই আবার গোধূলি রঙ ছটায় একাকিনী মিটমিট দুরন্ত চকচকে শুকতারা। আবার সেই অভিষিক্তা শহুরের সর্পিল রাস্তার চেনা অচেনা বর্ণময় লাইনস্কেপে ক্যাব স্কেচিংয়ের চলন্ত আলপনায়।

এই ত্রয়ী ত্রিবর্ণের আলাপন ব্যতীত আরও যে রসদে টইটম্বুর কলকাতার এই নারী উপাসনার অভিনব জমায়েত। সেখানেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় পরিবার কল্যাণ সংস্থার চেয়ারপার্সন শিরিণ মোঘে আরও একবার সকলকে স্মরণ করিয়ে দিলেন এই সমাজে পুরুষ ও নারী 'কদম কদম বাঁধায়ে যা'র অপরূপ অভিজ্ঞতার কথা। তিনি বলেন, 'সাধারণ পুরুষেরা সুখে জীবন কাটাতে পারবে বলে অন্য ধরণের চাকরি করেন। অথচ সেনাবাহিনীতে পুরুষেরা কাজে যোগ দেন নিজের মৃত্যুকে মেনে নিয়ে। আর তাঁর জীবনসাথীও এটা মেনেও দুজনে একসঙ্গে জীবন কাটান। পুরুষেরা দেশ রক্ষার কাজে সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকেন। অথচ তাঁদের স্ত্রীরা বেশিরভাগ সময় একাকী সংসার সামলান, সন্তান প্রতিপালন করেন। ওই সৈন্যদের বীরত্বের জন্য আমরা সবাই রাতে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারি। অথচ তাঁদের গৃহসখারা আত্মত্যাগ করে কত কত বিনিদ্র রাত নিঃসঙ্গ ভাবে কাটান। আমার পেশাগত কারণে এই যৌথ ত্যাগ আমি সবসময় দেখে আসছি বছরের পর বছর ধরে। তাই জন্যে আমাদের দেশ আমাদের রাজ্য আমাদের এই শহর প্রকৃতই নিরাপদ। অন্তত বৈদেশিক শত্রুর লোলুপ আক্রমণ থেকে। আমি প্রতিটি সৈন্য ও তাঁর জীবন বান্ধবীকে শতকোটি প্রণাম করি। তাঁদের সুখ বলিদানের বিনিময়ে আজ আমরা সবাই সুখী। এটা অস্বীকার করা যায় না।'

পরিশেষে এটা বলতেই হয়, এই ধরিত্রীর অন্তর স্থলে নারী ও পুরুষ পরস্পরের শুধু যে পরিপূরক তা নয়, এই যৌথ জয়যাত্রায় তাঁরা পারস্পরিক শ্রদ্ধারও। এটাই আমাদের জীবন গরিমা। তাই এটা বিশ্বাস করার সময় আমাদের এসে গেছে, প্রকৃত মৃত্যুর আগে পর্যন্ত আমরা নারী বা পুরুষ কেউ যেন আগে থাকতেই মরে না যাই। আমাদের সকলকে জীবন মহিমায় স্বতন্ত্র হতেই হবে। এক বৃত্তাকার সৌন্দর্য উপলব্ধির শর্তে। পুরুষের মানবিকতায়। নারীর স্বাধীনতায়। পারস্পরিক পরিপূরকতায়।

রাজা বদলায়, দিন বদলায় না

মানস চক্রবর্তী

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সেই কবে লিখেছিলেন,দএই রাজা আসে ওই রাজা যায়/জামা কাপড়ের রং বদলায়খ./দিন বদলায় না।দ২০২৫ খ্রিস্টাব্দেও এই কথা সমান প্রাসঙ্গিক।

এই প্রতিবেদন লিখছি ভারাক্রান্ত মন নিয়ে। যে ছেলেটি বা মেয়েটি তার বাবার সমস্ত পুঁজি খরচ করে লেখাপড়া শিখেছিল এই আশা নিয়ে যে চাকরি পেয়ে সে বাবা মায়ের দুঃখ দূর করবে। সেই আশার আজ কী হবে? যে ছেলেটির দুমাস পরে বিয়ে। সব ঠিকঠাক। মেয়েদের বাবা কি আর বিয়ে দেবে বেকার ছেলেটির সঙ্গে? যে মেয়েটি সংসারের একমাত্র কর্মক্ষম ব্যক্তি। যার টাকায় মায়ের হার্টের ওষুধ হয়, বাবার প্রেসারের ওষুধ হয়; সেই ওষুধের দাম সে কিভাবে জোগাড় করবে? কিভাবে জোগাড় করবে ছেলে মেয়েদের শিক্ষার খরচ?

এই পরিস্থিতির দায় কার? রাজনৈতিক দলগুলি একে অপরকে দোষারোপ করা শুরু করে দিয়েছে। নিউজ চ্যানেলগুলিও টিআরপি বাড়াবের মতো গরম খবর পেয়ে গেছে। আর মাঝখান থেকে একটা প্রজন্ম শেষ হয়ে গেল। এই প্রজন্ম গুলোর উপর নির্ভরশীল কত পরিবার অন্ধকারের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাবে। দুদিন পরে কেউ তার খোঁজ রাখবে না।

কিন্তু মানুষ চেয়েছিল কী? একটি সুশাসন। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যে একটু স্বাবলম্বী হতে। ৩৪ বছরের মার্কসবাদী শাসনের দুর্নীতি ও অত্যাচার থেকে মানুষ চেয়েছিল একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস। ৩৪ বছরের বাম শাসনে রাজ্যটি একটি নরককুণ্ডে পরিণত হয়েছিল।

১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের ১৬ মার্চ। যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি। উপমুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। সিপিআইএম মহাকরণেই মুখ্যমন্ত্রীকে নির্যাতন করে। অজয় মুখার্জি নিজের সরকারকেই 'বর্বর সরকার' আখ্যা দিয়ে পদত্যাগ করেন। ১৭ মার্চ সিপিআইএম বাংলা বন্ধের ডাক দেন। এবং ওই দিন সকালে সশস্ত্র মার্কসবাদীরা বর্ধমানের সাঁইবাড়ি আক্রমণ করে। হত্যা করা হয় দুই ভাইকে। ভাবলে আশ্চর্য লাগে সিপিআইএম কতটা নৃশংস হয়েছিল সেদিন। পৈশাচিক উল্লাসে ঐ নিহত দুই পুত্রের রক্তমাখা ভাত মাকে খাওয়ানো হয়। ৬মাসের শিশুকে জ্বলন্ত চুল্লিতে ছুঁড়ে ফেলা হয়। এমনকি গৃহশিক্ষক এবং দুজন পরিচারিকাকেও হত্যা করা হয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের সেশন জর্জ তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন, পুলিটব্যুরোর সদস্য বিনয় কোনার ও মানিক রায় সহ আটজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের সিপিআইএম ক্ষমতায় এলে সাঁইবাড়ির আসামিদের প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হয়। আসামি মানিক রায় ছিলেন পলাতক। পরে লোকসভায় তিনি নির্বাচিত হন অবস্থা নাম পাল্টে। নতুন নাম হয় অনিল বসু। জয়দেব মুখার্জি এইসব সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন। হঠাৎই কোন্ যাদু বলে সাঁইবাড়ির রেকর্ড চুরি হয়ে যায়।

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে সিপিআইএমএর সমর মুখার্জি, ফরওয়ার্ড ব্লকের রাম চ্যাটার্জি, অশোক ঘোষ উদ্বাস্তু উন্নয়নশীল সমিতির নেতা সতীশ মন্ডলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলেন উদ্বাস্তুরা নির্দ্বিধায় পশ্চিমবঙ্গে আসতে পারে। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে দণ্ডকারণ্য ক্যাম্প থেকে প্রায় ১,৬০,০০০ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আসে। এর মধ্য ৩২০০০ উদ্বাস্তু মরিচঝাঁপিতে বসতি স্থাপন করে। নতুন কলোনির নাম রাখা হয় নেতাজি নগর। জ্যোতি বসু ব্যাপারটিকে ভালোভাবে দেখলেন না। তিনি মত পরিবর্তন করলেন। তিনি ঠিক করলে যেভাবেই হোক মরিচ ঝাঁপি থেকে উদ্বাস্তুদের তাড়াতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে জারি করা হয় ১৪৪ ধারা ও অর্থনৈতিক অবরোধ। জল এবং খাদ্যের সরবরাহ বন্ধ। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে ১৭ই মে রাজ্য সরকারের ১০০০ পুলিশ ও সিপিআইএম এর লোকজনের যৌথ অভিযানে প্রচুর উদ্বাস্তু মারা যায়। দিল্লি থেকে এসেছিল একটি সংসদীয় দল মরিচঝাঁপি ঘটনার তদন্তে। সিপিআইএম কোনরূপ সহায়তা করেননি এবং সিপিআইএমের পুলিশ তাদের গন্তব্যস্থলে যেতে দেন নি। এই ঘটনা আজও পশ্চিমবঙ্গবাসী ভুলে যায়নি।

এলো ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ। কসবার বিজন সেতুতে ১৯ জন আনন্দমার্গী সন্ন্যাসীকে পুড়িয়ে মারা হয়। সিপিআইএম বরাবরই ধর্ম বিরোধী। কিন্তু এইভাবে সন্ন্যাসীদেরকে পুড়িয়ে মারা অনৈতিক। তারপর একে একে বানতলা, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, নেতাই কাণ্ড। সাধারণ মানুষ আর নিতে পারছিল না। তারা চাইছিল এইসবের থেকে মুক্তি।

জনগণের সদিচ্ছায় পালাবদল হল। নতুন সরকার(তৃণমূল কংগ্রেস)গঠিত হল। মানুষ ভাবল সুদিন এল। কিন্তু মানুষের সুদিনের স্বপ্ন আর প্রতিষ্ঠিত হল না। দৈনিক সংবাদপত্র, নিউজ চ্যানেল প্রতিদিন এই সরকারের দুর্নীতি প্রকাশ্যে নিয়ে আসছে।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে ২৫ হাজার ৭৫২ জনের চাকরি চলে গেল এ দায় কার? বর্তমান সরকারের কিছু নেতা অযোগ্য মানুষকে শিক্ষক বানানোর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ নিলেন। দুর্নীতিকে আড়াল করার জন্য ওএমআর শিট পর্যন্ত নষ্ট করা করলেন। এমনকি স্ক্যানকপিও রাখা হল ন। রাখলে যোগ্য ও অযোগ্যদের পার্থক্যটুকু করা যেত। কিন্তু বর্তমান সরকার তা চাইলেন না। এ দুর্নীতির দায় তাদেরকে নিতেই হবে।

এই সরকারের আমলেও নারী পূর্বতন সরকারের মতোই সুরক্ষিত নয়। অভয়া নামের যে মেয়েটি বিরাট ডাক্তার আবার স্বপ্ন দেখেছিল, বাবা মায়ের স্বপ্নকে সাকার করা স্বপ্ন দেখেছিল, নিজের প্রিয়জনের সঙ্গে সুখ স্বাচ্ছন্দে সংসার করার স্বপ্ন দেখেছিল বর্তমান সরকারের অপদার্থতার জন্য তার সমস্ত স্বপ্ন স্বপ্নই রয়ে গেল। কর্তব্যরত এই নারীটি তার কর্মক্ষেত্রেই ধর্ষিতা হয়ে খুন হল। নারীকে সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ এই সরকার।

পূর্বতন সরকারের মতো এই সরকারের আমলে হিন্দু সাধুরা আজ লাঞ্ছনার শিকার। দাসপুরে আক্রান্ত হলেন হিরণ্ময় মহারাজ। আঘাতের গুরুত্ব বিবেচনা করে ওনাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই রাজ্যে এখন পুলিশকে যেতে হচ্ছে হরিনামের মাইক বন্ধ করতে। কয়েকদিন আগে মোথা বাড়িতে হিন্দুদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো হল, বাড়িঘর ভাঙচুর করা হল, আগুন লাগানো হল, হিন্দুদের গাড়ি বেছে বেছে ভাঙা হল। রাম নামকে নিয়ে কটূক্তি করা হল। আবার সেখানে হিন্দুরাই পুলিশি হয়রানির শিকার হল। হিন্দুদের মন্দির ভাঙ্গা হচ্ছে, দেবদেবীর মূর্তি ভাঙা হচ্ছে। এই বছর বিভিন্ন জায়গায় দুর্গা প্রতিমা ভাঙচুর হয়েছে। স্কুলে সরস্বতী পূজা নিয়ে অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে।বর্তমান সরকার সেভাবেই এর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। এই সরকারের আমলে হিন্দুদেরকে শুনতে হয় তাদেরকে কেটে জলে ভাসিয়ে দেওয়ার হুমকি। হিন্দু শূন্য হয়ে যাওয়ার হুমকি। সরকার নির্বিকার। সাধারণ মানুষ এইরকম বদল চেয়েছিল? বর্তমান সরকারের আমলে আমরা প্রতিদিন দিন দিন আমাদের বেঁচে থাকার মৌলিক অধিকার হারাচ্ছি। আজ পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ জনগণ সরকারের কাছে করজোড়ে শান্তিতে বাস করার আশ্বাসটুকু প্রার্থনা করছে।

অশোকনগরে গুলি-বোমাবাজিতে উত্তপ্ত এলাকা, গুলিবিদ্ধ ১, ধৃত তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: অশোকনগরে গুলি ও বোমাবাজিতে উত্তপ্ত এলাকা,ধৃত তৃণমূল নেতা। রবিবার অশোকনগরে চলল গুলি, বাড়ি লক্ষ্য করে ছোড়া হল বোমা। গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক। তৃণমূলের বুথ সভাপতির বাড়ি থেকে উদ্ধার হল সেই আগ্নেয়াস্ত্র। এলাকা থেকে উদ্ধার তাজা বোমা। সব মিলিয়ে রাতভর রণক্ষেত্র যেন অশোকনগর। এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। রবিবার মধ্যরাতে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটে অশোকনগর থানার দিঘারা মালিকবেরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দিঘারা উত্তরপাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় আনোয়ার হোসেন নামে এক ব্যক্তির তালসা এলাকার জামাই মদ্যপ অবস্থায় দিঘারা উত্তরপাড়া এলাকায় মোশারেফ হোসেনের বাড়িতে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ এবং মহিলাদের কটুক্তি শুরু করে।

এরপরে এই মদ্যপ আনোয়ার মণ্ডলকে এলাকার যুবকরা ধরে মারধর করে ছেড়ে দেয়। কিছু সময় পরে ফের দলবল নিয়ে এসে মোশারেফ হোসেনের বাড়ির সামনে পর পর বোমাবাজি করে। এলাকার লোকজন বেরিয়ে এলে পাশের একটি মসজিদের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কয়েকজন যুবককে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে ছুড়তে এলাকা ছাড়ে দুষ্কৃতীরা। তখন সেই গুলির আঘাতে গুরুতর জখম হয় সাগর মণ্ডল নামে এক যুবক। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বারাসাত হাসপাতালে। ঘটনার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে যায় অশোকনগর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক চিন্ময়শি নস্কর সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। সঙ্গে ছিলেন সিআই হাবড়া অনুপম চক্রবর্তী। রাতভর দফায় দফায় এলাকায় তৈরি হয় উত্তেজনা। শেষমেষ পুলিশি অভিযানে এলাকার তৃণমূলের বুথ সভাপতি সৈয়দ বশির উদ্দিনের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় আগ্নেয়াস্ত্র। ঘটনার পরে দুই পক্ষের বেশ কয়েকজনকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে। এখনও গোটা এলাকা জুড়ে রয়েছে থমথমে পরিবেশ। রবিবার গভীর রাতে অশোকনগরের দিঘারা উত্তরপাড়া এলাকায় বোমাবাজি ও গুলি চালানোর ঘটনার পর রাতেই তল্লাশি চালিয়ে তৃণমূলের স্থানীয় বুথ সভাপতির বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে একটি সেভেন এমএম পিস্তল ও ছয় রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করে অশোকনগর থানার পুলিশ। পুলিশের তরফে বুথ সভাপতি সৈয়দ বসির উদ্দিন ওরফে মুন্নাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন করে সোমবার তোলা হয় বারাসাত আদালতে। প্রসঙ্গত রবিবার গভীর রাতে অশোকনগরের দিঘারা উত্তরপাড়া এলাকায় দুষ্কৃতীরা গুলি চালায় ও বোমাবাজি করে তাতে জখম হয় সাগর নামে এক যুবক। যুবকের কোমরের কাছে গুলি লাগে তাকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় বারাসাত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আরজি কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মালদায় নতুন রাস্তার কাজের শিলান্যাস করলেন রাজ্যের মন্ত্রী তাজমুল হোসেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দীর্ঘদিন ধরে বেহাল রাস্তার কারণে দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছিল সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রামবাসীদের। বর্ষার মরশুমে এলাকার একমাত্র যাতায়াতের রাস্তাটি যেন মরণফাঁদে পরিণত হয়েছিল। তাই নিজেদের বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী তাজমুল হোসেনের কাছে নতুন রাস্তা তৈরির আবেদন জানিয়েছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকার গ্রামবাসীরা। অবশেষে স্থানীয় গ্রামবাসীদের স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই গ্রামের নতুন একটি পাকা রাস্তার কাজের শিলান্যাস করলেন রাজ্যের বস্ত্র ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তাজমুল হোসেন। সোমবার এই শিলান্যাস কর্মসূচিতে মন্ত্রীর পাশাপাশি স্থানীয় পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি থেকে তৃণমূল দলের নেতাকর্মীরাও উপস্থিত হয়েছিলেন।

এদিন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের ভিঙ্গোল গ্রাম পঞ্চায়েতের রহমতপুর তরলতলা এলাকা থেকে গোপালপুর পর্যন্ত প্রায় এক কিলোমিটার কংক্রিটের ঢালাই রাস্তার কাজের সূচনা করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দ প্রায় ১ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন এই রাস্তা পেতে চলেছে সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রামবাসীরা। এদিন নারকেল ফাটিয়েই নতুন রাস্তার কাজের শিলান্যাস কর্মসূচি পালন করেন মন্ত্রী তাজমুল হোসেন।

তরলতলা এলাকার গ্রামবাসী নইমুদ্দিন শেখ, রহমত শেখদের বক্তব্য, কয়েক মাস পর বর্ষার মরশুম শুরু হলেই এলাকার এই কাঁচামাটির রাস্তা দিয়ে চলাচল করা যাবে না। এছাড়াও এক কিলোমিটার রাস্তার যেখানে সেখানে খানাখন্দে ভর্তি রয়েছে।

ঘাটালে সম্প্রীতির মেলবন্ধন রামনবমী

চিত্ত মাহাতো, মেদিনীপুর: রবিবার রাজ্য ও দেশজুড়ে বিভিন্নভাবে রামনবমী পালন করা হলেও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের কোন্নগর ও কুশপোতা এলাকায় রামনবমী পালিত হয়েছে কিছুটা অন্যভাবে। অন্যরকম উদ্দীপনায়। রবিবার সন্ধ্যার পর ঘাটালের এইসব এলাকায় হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির মেলবন্ধন লক্ষ্য করা গেছে। হিন্দুদের সঙ্গে রাম-সীতার রথে হাত লাগিয়েছেন এলাকার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা। শোভাযাত্রার সময় রামনবমী বাহিনীর হাতে জলের বোতল, বিস্কুট তুলে দিয়েছে মুসলিম ভাই বোনেরা।

ঘাটালের ১৪ পল্লি এলাকায় রবিবার সন্ধ্যার পর রাম রথ সহ শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানাতে হাজির হয়েছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের যুবকেরা। শোভাযাত্রাকে স্বাগত জানাতে বিকেল থেকেই কোন্নগর রাস্তার ধারে তাঁবু খাটিয়ে অপেক্ষা করছিলেন মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকেরা। কোন্নগর ও কুশপোতা যুবকবৃন্দের পক্ষ থেকেও মুসলিম ভাইয়েরা শোভাযাত্রাকে স্বাগত জানিয়েছেন। আলিঙ্গন করার পর হিন্দু ভাইদের হাতে জল বিস্কুট চকলেট তুলে দিয়ে সম্প্রীতির মেলবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। রাম রথের রশি টেনেছেন মিলেমিশে।

ফাঁস লাগিয়ে যুবতীর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: মানসিক অবসাদে ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে মৃত্যু হল এক বছর ২০ যুবতীর। মৃত যুবতীর নাম অঞ্জলি বাদ্যকর। বাড়ি পুরুলিয়ার সাঁওতালডি থানার অন্তর্গত আওইটাড় গ্রামে। সোমবার সকালে পরিবারের আত্মীয়দের অজান্তে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ওড়নার ফাঁস লাগিয়ে নেয় সে। ঘটনাটি পরিবারের আত্মীয়দের নজরে আসতেই তাকে উদ্ধার করে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে এলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

রসপুর ঘনশ্যামপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজি নং-৪৪, তারিখ- ১১/৬/১৯৫৯
ঠিকানা- গ্রাম-রসপুর, পোস্ট- জাঙ্গিপাড়া, থানা-জাঙ্গিপাড়া, জেলা-হুগলি-৭১২৪০৩

পরিচালক মণ্ডলী নির্বাচন
পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত নির্ঘণ্ট ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ

ক্রম	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়
১	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	০৮.০৪.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয়	সকাল ১১ টা
২	খসড়া ভোটার তালিকার সম্পর্কে আপত্তি গ্রহণ	০৮.০৪.২০২৫- ২৬.০৪.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয়	দুপুর ১২ টা থেকে দুপুর ১ টা পর্যন্ত
৩	খসড়া ভোটার তালিকা সম্পর্কিত আপত্তি শুনানি	২৮.০৪.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয়	দুপুর ১২ টা হতে শুনানি শেষ হওয়া পর্যন্ত
৪	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	৩০.০৪.২০২৫	সমিতির প্রধান কার্যালয়	দুপুর ১২ টা

স্বা/- মৌসুমি ঘোষ ও ইন্দ্রনীল মোহান্ত
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
রসপুর ঘনশ্যামপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমতি লিঃ

বাড়ি থেকে সম্পর্ক মেনে না নেওয়ায় আত্মঘাতী যুগল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সোশ্যাল মিডিয়ায় বন্ধুত্ব। তারপরই প্রেমের সম্পর্ক। বিয়ে নিয়ে দুই পরিবারের তৈরি হয় মতবিরোধ। অবশেষে পরিবারের লোকেদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জাহির করে হতাশাগ্রস্ত হয়ে এক বন্ধুকে ভিডিও কল করে আত্মঘাতী হল প্রেমিক যুগল। রবিবার সকালে এই ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল থানার মাঝরা গ্রাম পঞ্চায়েতের আগমপুর এলাকায়। তড়িঘড়ি স্থানীয়রা ওই দু'জনকে মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করলে রাতেই দুইজনের মৃত্যু হয়। মৃত প্রেমিক যুগলের বাড়ি বামনগোলা থানা এলাকায়। বাড়ি থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে গাজোল থানার আগমপুর এলাকার একটি ফাঁকা আম বাগানে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয় ওই প্রেমিক যুগল বলে অভিযোগ। আর এই ঘটনায় মৃত দুই তরুণ-তরুণীর পরিবার একে অপরের বিরুদ্ধে দোষারোপে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দুইজনের নাম ফুলটুস মণ্ডল (২১) এবং রাখি মণ্ডল (১৯)। ফুলটুসের বাড়ি বামনগোলা থানার খোয়ারডাঙ্গা এলাকায়। পাশাপাশি রাখির বাড়ি পাশের গ্রাম রাখালপুকুর এলাকায়। ফুলটুস বাবার সঙ্গে কৃষিকাজ করতো। রাখি এবছর বামনগোলা হাইস্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল।

পুলিশ ওই স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর দুর্গাপুজোর সময় ওই দুইজনের আলাপ হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। তারপর থেকেই দুইজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

মৃত ফুলটুস মণ্ডলের মা উজ্জ্বলা রানি মণ্ডলের অভিযোগ, তার একমাত্র ছেলে ছিল ফুলটুস। মেয়ের বাড়ির সদস্যরা এই প্রেম মেনে নেয়নি। আর সেই কারণেই তারা একসঙ্গে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। গত রবিবার গাজোল থানার আগমপুর এলাকায় তারা একসঙ্গে তাদেরই এক বন্ধুকে ভিডিও কল করে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার করে। পরে তারা জানতে পেরে অচৈতন্য অবস্থায় তাদের দুইজনকে উদ্ধার করে গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে এবং পরে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু চিকিৎসা চলাকালীন এদিন রাতে পরপর দুইজনের মৃত্যু হয়।

এদিকে মৃত ছাত্রীর বাবা গোকুল মণ্ডলের অভিযোগ, পরিবারে তার তিন মেয়ে এক ছেলে, রাখি ছিল বাড়ির বড়। তার মেয়ে কখনই ওই যুবককে ভালোবাসত না। বরঞ্চ ওই যুবক তাঁর মেয়েকে জোর করে বিয়ের দাবি জানিয়েছিল। এমনকী আমাকে ফোন করেও এই বিয়ের প্রস্তাব যুবক জানিয়েছিল। তাতে আপত্তি করায় রাস্তাঘাটে মেয়েকে নির্যাতন করা হত। এদিন মিথ্যা কথা বলে এবং ফুঁসলিয়ে রাখিকে মোটরবাইকে চাপিয়ে বাড়ি থেকে দশ কিলোমিটার দূরে আগমপুরে নিয়ে যায় ওই যুবক। এরপর জোর করে খাওয়ারের সঙ্গে মেয়েকে বিষ মিশিয়ে খাওয়ানো হয়। পরে ওই যুবকও বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হয়। পুরো ঘটনার ব্যাপারে পুলিশকে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। মৃতদেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানো ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
ভারত এনআরই কোক লিমিটেড-দেউলিয়াগ্রস্ত (কর্পোরেট ডেটর)
CIN - U23109WB2003PLC097375
রেজি .অফিস : ২২ ক্যামাক স্ট্রিট, ব্লক সি, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা : ৭০০০১৬, ভারত
ই-নিলাম নোটিশ বিক্রয় নিমিত্ত-২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৫ এপ্রিল, ২০২৫ সকাল ১১.৩০ টা থেকে দুপুর ১.৩০ আইএসটি পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)
ইউনিট পর্যবেক্ষণ তারিখ : উপযুক্ত ডাকদাতা হিসেবে ঘোষণার পর যেকোনও দিন ২৩ এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ভারত এনআরই কোক লিমিটেড-দেউলিয়াগ্রস্ত-কর্পোরেট ডেটরের সম্পত্তি/সম্পদসমূহ বিক্রি করা হবে, **''যেখানে যেমন আছে, যা আছে, যেমন অবস্থায় আছে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত''** ২৪ নভেম্বর ২০২২ তারিখের উল্লেখ্য নির্দেশ মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল' ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর দ্বারা লিকুইডেশন এস্টেট গঠিত অনুযায়ী। ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নোক্ত স্বাক্ষরকারী কর্তৃক বিক্রয় সম্পাদিত হবে
বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সম্পত্তি/সম্পদের মূল বিবরণ :

ক্রম নং	কর্পোরেট ডেটরের সম্পদের বিস্তারিত	স্থান	সংরক্ষিত মূল্য (পরিমাণ টাকায়)	ইএমডি পরিমাণ (১০ শতাংশ সংরক্ষিত মূল্য) (পরিমাণ টাকায়)
১.	১৬.১০৭ একর সমুদয় জমি পরিমাণ	গ্রাম লুনাভা, তালুক ভাচাউ,জেলা কুচ, গুজরাত, ভারত	২,৪৩,০০,০০০	২৪,৩০,০০০

সংশ্লিষ্ট বিক্রয় কোনও বাধ্যবাধকতা/প্রতিশ্রুতি ব্যতীত সম্পাদিত হবে। সম্যক অবধানের পর যেকোনও আগ্রহী ডাকদাতা টেন্ডার দাখিল করতে পারেন।
দ্রষ্টব্য :
ইএমডি (ফেরতযোগ্য) এনইএফটি/আরটিজিএস/ডিমান্ড ড্রাফট/ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি এর আকারে আগ্রহী ডাকদাতারা ২৩.০৪.২০২৫ তারিখের পূর্বে ''ভারত এনআরই কোক লি লিকুইডেশন'' এর কারেন্ট অ্যাকাউন্টে নং ৭৭৩৮২২৪২৯৬ এবং আইএফএসসি কোড IDIB000K775 দাখিল করবেন। সম্ভাব্য ডাকদাতাগণ সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৯এ অধীনে কোনওরূপ অনুপযুক্ততায় ক্ষতিগ্রস্ত নন প্রযোজ্য সংস্থান মোতাবেক এবং কোনও পর্যায়ে অনুপযুক্ততা প্রমাণিত হলে বায়না জমা বাজেয়াপ্ত হবে।
ই-নিলাম এর নিয়ম এবং শর্তাদি বিষয়ে www.baanknet.com উপলব্ধ বিক্রয় নোটিশ দেখুন। ই-নিলাম সম্পর্কিত কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে bha6750@rediffmail.com ই-মেল করুন।
স্বা/- বর্ষা বাগড়ি (লিকুইডেটর)
ভারত এনআরই কোক লিমিটেড-দেউলিয়াগ্রস্ত আইবিবিআই রেজি নং :
IBBI/IPA-001/IP-P01812/2019-2020/12783
তারিখ : ০৭.০৪.২০২৫ ঠিকানা: পি-২৭৩, মানিকতলা মেন রোড, সিআইটি, স্কিম-৬ এম,কলকাতা -৭০০০৫৪
স্থান : কলকাতা bha6750@rediffmail.com, varsha_bagri@yahoo.com

এসবিআই বহরমপুর শাখা কোড:- ০০০৩৪
১৫ স্কোয়ার ইস্ট রোড, পোঃঅঃ- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১০১। ই-মেল: sbi.00034@sbi.co.in
গাড়ি নিলাম

ব্যাঙ্কের কাছে হাইপোথিকেটেড পুরানো বাজেয়াপ্ত গাড়ি / যানবাহনগুলি ০৯.০৪.২০২৫ **(বুধবার)** তারিখ উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি করা হবে। উন্মুক্ত নিলাম অনুষ্ঠিত হবে **সকাল ১১:০০টা থেকে দুপুর ২:০০টা পর্যন্ত এসবিআই, বহরমপুর শাখা, ১৫ স্কোয়ার ইস্ট রোড, পোঃঅঃ- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১০১ -তে, যোগাযোগ নং- ৮০০১১৯৪৩০০, ৮০০১১৯৪৩০১।**
গাড়ির বিশদ :

ক্র. নং	গাড়ির বিবরণ	পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়	নির্মাণের বর্ষ	বিড বর্ধিত মূল্য টাকায়	সংরক্ষিত মূল্য (টাঃ)
১.	**মডেল এবং তৈরি:** হুন্ডাই মোটর ইন্ডিয়া লিঃ, I20 ASTA(O) 1.2 KAPPA MT, **রেজিঃ নং.:** WB58CC2020, **রেজিঃ তারিখ:** ১৯.০৫.২০২৪, **ইঞ্জিন নং** G4LFRV373691, **চেসিস নং:** MALBK512LRM292645, **মালিকের নাম: জনাব মুর্সালিম সেখ**	০৮.০৪.২০২৫ (মঙ্গলবার) সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে	২০২৪	১০০০.০০ টাকা	৭,৬০,০০০.০০ টাকা

গাড়ি **'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যা যেমন আছে'** অবস্থার ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।
ক) ইচ্ছুক ক্রেতারা, নির্ধারিত নিদর্শে তাঁদের অফার জমা দেবেন তৎসহ মজুত মূল্যের ন্যূনতম ১০% সমতুল্য বায়না জমার অঙ্ক, **ব্যাঙ্ক ড্রাফট/ব্যাঙ্কার্স চেক মাধ্যমে** যা **''এসবিআই বহরমপুর শাখা''-র অনুকূলে** ০৮.০৪.২০২৫ তারিখে **বিকেল ৩:০০টা** পূর্বে নিলামস্থলে। **নগদ গৃহীত হবে না।** তাঁদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে, সঠিক মূল পরিচয় প্রমাণক ও পরিচয় প্রমাণকের যথেষ্ট পরিমাণে জেরক্স কপি আনতে হবে তসৎসহ ''বিড' অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম'' জমা করা হবে নিলাম স্থলে। সফল ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে দুটি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি আনার জন্য সেই সময়, যখন ব্যাঙ্ক থেকে 'বিক্রি শংসাপত্র'' প্রদান করা হবে, সম্পূর্ণ ''বিড''-এর মূল্য প্রদানের বিনিময়ে।
খ) সংরক্ষিত মূল্যের নীচে ডাক দানের অফার বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না।
গ) ডাকদান সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রেই বিক্রি নিশ্চিত করবে এবং তা লিখিতভাবে জানানো হবে নিলামের তারিখ থেকে ৭ দিনের ভিতর, সফল ডাকদাতাদের।
ঘ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঘোষিত মতো সফল ডাকদাতাকে নিলাম মূল্যের পুরো টাকাটাই জমা করতে হবে, **ডিমান্ড ড্রাফট** দ্বারা, ব্যাঙ্কে বায়না জমার টাকা বাদ দিয়ে, বিক্রি নিশ্চিতকরণ পত্র গ্রহণের **৭ দিনের ভিতর। কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ দেয় যেমন পথ কর, বীমা, আরটিও-র মাধ্যমে মালিকানা পরিবর্তন ইত্যাদি ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।**
ঙ) কোনও কারণ না দর্শিয়েই সকল বা যে কোনও অফার গ্রহণ বা বর্জন করা এবং নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত করার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংরক্ষিত।
চ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ডাকদাতার দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি চালান দেবে, ডাকদানের সম্পূর্ণ টাকার অঙ্ক দেওয়ার পর। **''এসবিআই বহরমপুর শাখা''** বা অফিসার **কোনও ভাবেই দায়ী নয়,** ডাকদাতার নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য।

তারিখ : ০৮.০৪.২০২৫
স্থান : বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : **sbi.05171@sbi.co.in**
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা, ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১ অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৪.০১.২০২৫** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী নিরুপম রায়,** ঠিকানা - পিতা শ্রী নিখিল রায়, গোয়ালবারি, পূর্ব মধ্যপাড়া, পো- ছাউগাছা, থানা - চাকদা, জেলা - নদিয়া, পিন - ৭৪১২২২ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩৪,২৫,০০৮ টাকা (চৌত্রিশ লাখ পঁচিশ হাজার আট টাকা) ২৪.০১.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য ইত্যাদি সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **৪ এপ্রিল ২০২৫** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া **৩৪,২৫,০০৮ টাকা (চৌত্রিশ লাখ পঁচিশ হাজার আট টাকা) ২৪.০১.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ১৭ ডেসিমেল, মৌজা : ডুমুরিয়া, জেএল নং ১৭৫, তৌজি নং ১২, এলআর খতিয়ান নং ১০৯ এবং ৩২৫, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৭৮, থানা এবং এডিএসআর অফিস : চাকদহ, পো : আলমপুর, জেলা : নদিয়া। স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৩০৪-২০১৬, পৃষ্ঠা ১৪২৭৭ থেকে ১৪২৯৪, **দলিল নং ১৩০৪০০৯৪৫-২০১৬ সালের। সম্পত্তি শ্রী নীরুপম রায়, পিতা নিখিল কুমার রায় এর নামে।**
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : অসিত কুমার রায় এর জমি; দক্ষিণে : অরুণ কুমার রায়এর জমি; পূর্বে : জয়ন্তী বিশ্বাসের জমি; পশ্চিমে : সতীশ চন্দ্র সরকার এর জমি।

তারিখ - ০৪.০৪.২০২৫
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, এসএআরবি কলকাতা

ফর্ম নং আইএনসি-১৯
বিজ্ঞপ্তি
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ২২ অধীন]
১. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮ অনুসারে, অরাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন (''**কোম্পানি**'') কর্তৃক কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮ এর উপধারা (৫) এর অধীনে কোম্পানিকে প্রদত্ত লাইসেন্স বাতিলের জন্য পূর্ব অঞ্চলের মাননীয় আঞ্চলিক পরিচালকের কাছে একটি আবেদন করা হয়েছে এবং লাইসেন্স বাতিলের অনুমোদনের পর, কোম্পানিকে তার বিদ্যমান নামের সাথে ''প্রাইভেট লিমিটেড'' শব্দটি যোগ করতে হবে।
২. কোম্পানির মূল উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ :
(ক) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কলকাতা পৌর কর্পোরেশনের সীমানার মধ্যে অবস্থিত পুর প্রাঙ্গণ নং ৪৮, মঠেশ্বরতলা রোড, থানা - প্রগতি ময়দান, কলকাতা ৭০০০৪৬ -এর ''অরাস'' নামে পরিচিত ভবন কমপ্লেক্সের রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনের দায়িত্ব ''মেসার্স স্কাই ভিউ ডেভলপারস'' থেকে নেওয়া, যা একটি অংশীদারিত্ব সংস্থা যার মূল ব্যবসার স্থান ১০০২ ইএম বাইপাস, থানা - প্রগতি ময়দান, কলকাতা-৭০০১০৫ -এ অবস্থিত।
(খ) আবাসিক প্রকল্প ''অরাস'' এর উভয় টাওয়ারের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা, প্রশাসন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং আপগ্রেডেশনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা, এর কাঠামো, স্কাই লাউঞ্জ, জিম, গেম রুম, সভাস্থল, সুইমিং পুল, টেরেস, ছাদ, লবি, খেলার জায়গা, সবুজায়ন এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, মন্দির, যদি থাকে, টেলিকম রুম, ওয়াই-ফাই রুম, পার্কিং স্পেস, সমস্ত সাধারণ এলাকা, লিফট, সিঁড়ি, জল পাম্প, জল সাশ্রয়ী ফিক্সচার, জল পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা, সেপটিক ট্যাঙ্ক, বৈদ্যুতিক মিটার, ট্রান্সফরমার এবং অন্যান্য স্থাপনা, জেনারেটর, এয়ার কন্ডিশন সিস্টেম, এয়ার পিউরিফায়ার সিস্টেম, সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা, নিষ্কাশন, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশন শোধনাগার, আবর্জনা অপসারণ এবং শোধন, দূষণ নিয়ন্ত্রণ ডিভাইস, বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা, ভবন কমপ্লেক্সের বাইরের দেয়াল ইত্যাদি।
(গ) ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট ইউনিট মালিক এবং মালিকদের জীবনের মান এবং উন্নতির জন্য সাংস্কৃতিক কার্যক্রম প্রচার করা।
(ঘ) মারাত্মক রোগ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, রক্তদান, অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম, ভবন কমপ্লেক্সের অবনতি কমাতে প্রতিরোধমূলক পরিমাপ ইত্যাদির জন্য ক্যাম্প এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজন করা।
(ঙ) ফ্ল্যাট/অ্যাপার্টমেন্ট ইউনিট মালিক এবং মালিকদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ এবং ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তাদের সমস্যা সমাধানে উৎসাহিত করা।
(চ) পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য আনুষঙ্গিক এবং সহায়ক বলে মনে করা যেতে পারে এমন সমস্ত অন্যান্য কাজ করা।
তবে শর্ত থাকে যে, কোম্পানি তার তহবিল দিয়ে কোনও নিয়ন্ত্রণ বা বিধিনিষেধ আরোপ করবে না, অথবা তার সদস্যদের বা অন্যদের দ্বারা পালন করার জন্য এমন কোনও নিয়ন্ত্রণ বা বিধিনিষেধ আরোপ করবে না যা কোম্পানির উদ্দেশ্য হিসাবে এটিকে একটি ট্রেড ইউনিয়নে পরিণত করবে।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া স্মারকলিপি (''এমওএ'') এবং আর্টিকেল অফ অ্যাসোসিয়েশন (''এওএ'') এর একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে দেখা যেতে পারে।
৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এই আবেদনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে চাইলে, যে কোনও ব্যক্তি, ফার্ম, কোম্পানি, কর্পোরেশন বা সংস্থা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ত্রিশ দিনের মধ্যে, মাননীয় আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্ব অঞ্চল, কর্পোরেট ভবন, প্লট নং IIIF/১৬, অ্যাকশন এরিয়া III, প্রাঙ্গণ নং ০৫০৮৫২, আকন্দকেশরী, নিউ টাউন, রাজারহাট, কলকাতা-৭০০ ১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ একটি চিঠির মাধ্যমে মাননীয় আঞ্চলিক পরিচালক, পূর্ব অঞ্চলের কাছে এই আপত্তি জানাতে পারেন, যার একটি অনুলিপি আবেদনকারীকে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে প্রেরণ করতে হবে।
তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২৫
অরাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষে
স্বা/- সঞ্জয় গুপ্তা, ডিরেক্টর, ডিন : ০০৭২৯০৮৬
স্বা/- বিনয় কেডিয়া, ডিরেক্টর, ডিন : ০১০২২৮৪৯

স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ **sbi.18192@sbi.co.in**
ই-নিলাম নোটিশ
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ কুমার অরুণ প্রকাশ, ইমেল আইডি ঃ sbi.18192@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯১৩৬০৫২১০১/৯৬৭৪৭৪১৯২৮
পরিশিষ্ট - IV-A
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ]
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ২৫.০৪.২০২৫
সময় ঃ ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

ক্রম নং ১
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৫.০৪.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৬৭,৭০,১৬,৫৩৩.১৮ টাকা (সাতষট্টি কোটি সত্তর লাখ যোলো হাজার পাঁচশ তেত্রিশ টাকা এবং আঠার পয়সা) টাকা** ১৩.১২.২০১২ অনুযায়ী এবং ০১.০৮.২০১২ থেকে অধার্য সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **বিশ্বরূপা স্টিল প্রা. লি.** রেজিস্টার্ড অফিস ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ **এবং জামিনদাতাগণ - ১) শ্রী ধীরজ কুমার থার্ড (ডিরেক্টর এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা)** পি-৬৪, ব্রাইট স্ট্রিট, ৪র্থ তল, বালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০১৯ **২) শ্রী সোমনাথ ঘোষ (ব্যক্তিগত জামিনদাতা)** ১৫৪, বি কে পাল এভিনিউ, শ্যামবাজার, কলকাতা - ৭০০০০৫ **৩) সান ফাইটো কেমিক্যালস লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ **৪) শ্রী রাধে কৃষ্ণ স্মেলটারস প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ **৫) বিশ্বরূপা টিউবস প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ **৬) সরকার গ্রে আয়রণ প্রোডাক্টস প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ **৭) সুষমা থার্ড (ব্যক্তিগত জামিনদাতা)** পি-৬৪, ব্রাইট স্ট্রিট, ৪র্থ তল, বালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০১৯ **৮) স্কাইরাইস ট্রেডার্স প্রা লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ **৯) বিশ্বরূপা রোলিং মিলস প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ **১০) বিশ্বরূপা কাস্টিং প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ কাছ থেকে।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ১৯.০৪.২০২৫, সময় : দুপুর ১২টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
বাণিজ্যিক ভবন অফিস রুম নং ৪০৫, ৪র্থতলে, ডানকুনি সুপারমার্কেট কমপ্লেক্স, অবস্থিত টি এন মুখার্জি রোড, মনোহরপুর, ডানকুনি রেল গেট নং ০৮, ওয়ার্ড নং ০৯, জেএল নং ৯৮, থানা : ডানকুনি, হুগলি : ৭১২৩১১, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা (আধা শহর), সুপুর বিল্ট আপ এরিয়া : ৯০০৪.৮ বর্গফুট, দলিল নং ১৭৮১-২০১১ সালের। জমির মালিক : বিশ্বরূপা স্টিল প্রা লি.। চৌহদ্দি : উত্তরে : করিডর; দক্ষিণে : সিঁড়ি; পূর্বে : করিডর; পশ্চিমে : খোলা জায়গা।	৩,৬০,০০,০০০.০০ টাকা	৩৬,০০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ৫০,০০০.০০	

ক্রম নং ২
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৫.০৪.২০২৫** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৪২,৭১,২৫,৪৩৬.৫০ টাকা (বিয়াল্লিশ কোটি একাত্তর লাখ পঁচিশ হাজার চারশ ছত্রিশ টাকা এবং পঞ্চাশ পয়সা) টাকা** ১৩.১২.২০১২ অনুযায়ী এবং ০১.০৮.২০১২ থেকে অধার্য সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **বিশ্বরূপা টিউবস প্রা. লি. রেজিস্টার্ড অফিস ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ এবং জামিনদাতাগণ - ১) শ্রী ধীরজ কুমার থার্ড (ডিরেক্টর এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতা)** পি-৬৪, ব্রাইট স্ট্রিট, ৪র্থ তল, বালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০১৯ **২) শ্রী সোমনাথ ঘোষ (ব্যক্তিগত জামিনদাতা)** ১৫৪, বি কে পাল এভিনিউ, শ্যামবাজার, কলকাতা - ৭০০০০৫ **৩) সান ফাইটো কেমিক্যালস লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ **৪) শ্রী রাধে কৃষ্ণ স্মেলটারস প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ **৫) বিশ্বরূপা স্টিলস প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ **৬) সরকার গ্রে আয়রণ প্রোডাক্টস প্রা. লি. (কর্পোরেট জামিনদাতা)** ৩এ ম্যাঙ্গো লেন, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ কাছ থেকে।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ - ১৯.০৪.২০২৫, সময় : দুপুর ১২টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	বায়না জমা (ইএমডি)
বাণিজ্যিক ভবন অফিস রুম নং ৩০৫, ৩য় তল, এবং অংশত অফিস রুম নং ৪০৫, ৪র্থ তলে, ডানকুনি সুপার মার্কেট কমপ্লেক্স, অবস্থিত টি এন মুখার্জি রোড, মৌজা : মনোহরপুর, ডানকুনি, রেল গেট নং ০৮, ওয়ার্ড নং ০৯, জেএল নং ৯৮, থানা : ডানকুনি, হুগলি, পিন ৭১২৩১১, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪৫৫৪ বর্গফুট, দলিল নং ১৪৪৬ -২০১১ সালের, জমির মালিক : বিশ্বরূপা টিউব প্রা লি.। চৌহদ্দি : উত্তরে : করিডর; দক্ষিণে : সিঁড়ি; পূর্বে : করিডর;পশ্চিমে : খোলা জায়গা।	১,৮২,০০,০০০.০০ টাকা	১৮,২০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ৫০,০০০.০০	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com** বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ ঃ ০৮.০৪.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস : চুঁচুড়া
৩য় তল, সেনকো বিল্ডিং, বালি মোড়, ব্যান্ডেল, পোস্ট এবং জেলা - হুগলি,
পিন - ৭১২১০৩, ফোন - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল **zochinsurah@indianbank.co.in**
পরিশিষ্ট - ৪এ
[রুল ৯(১) দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত **''যেখানে যে অবস্থায় আছে'', ''যেখানে যা আছে'' এবং ''যেখানে যেমন আছে''** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৫.০৪.২০২৫ তারিখ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে** ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, জামিনদত্ত ঋণদাতার নিকট সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বর্ণিত বকেয়া আদায়ের জন্য।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**শ্রী অলকেন্দু দে** (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) , পিতা শ্রী সুভাষ চন্দ্র দে, গ্রাম : নতুনগ্রাম, পো : তারকেশ্বর, থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, ৭১২৪১০, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রীমতি সোমা দে (বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা), স্বামী শ্রী সুভাষ চন্দ্র দে, গ্রাম : নতুনগ্রাম, পো : তারকেশ্বর, থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, ৭১২৪১০, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রীমতি মৌসুমী দে (জামিনদাতা), গ্রাম : নতুনগ্রাম, পো : তারকেশ্বর, থানা : তারকেশ্বর, জেলা : হুগলি, ৭১২৪১০, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা : তারকেশ্বর।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন পরিমাণ ৩১ শতক কমবেশি অবস্থিত মৌজা : জঙ্গলপাড়া, জেএল নং ২১, এলআর দাগ নং ৬৩০ (অংশ), আরএস খতিয়ান নং ২৪৩, এলআর খতিয়ান নং ২৪০৩ (সোমা দে), এলআর খতিয়ান নং ৩৪১৯ (অলকেন্দু দে), পুরশুরা ১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : পুরশুরা, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর পুরশুরা,, ডিএসআর ২ হুগলি, এবং এ আর এ ৩, কলকাতা, উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৫৫৪-১৯৯৯ সালের, ডিএসআর হুগলি রেজিস্ট্রিকৃত ৩১.০৩.১৯৯৯ তারিখে, বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৩, পৃষ্ঠা ৭৯ থেকে ৯০ , সম্পত্তি সোমা দে এবং অলকেন্দু দে **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্লট নং ৬২০ (অংশ); **দক্ষিণে :** প্লট নং ৬৩০ (অংশ) এবং প্লট নং ৬৩১ (অংশ); **পূর্বে :** সাধারণ চলার পথ এবং প্লট নং ৬৩৫ (অংশ); **পশ্চিমে :** প্লট নং ৬২৫ (কানাইলাল সাঁতরা)।	**১৬,৩২,৮৭৬ টাকা** (যোলো লাখ বত্রিশ হাজার আটশ ছিয়াত্তর টাকা) (উক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **০৭.০৪.২০২৫ অনুযায়ী এবং ০৮.০৪.২০২৫** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ৩৩,৪৮,০০০ টাকা** (তেত্রিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার টাকা) **খ) ৩,৩৪,৮০০ টাকা** (তিন লাখ চৌত্রিশ হাজার আটশ টাকা) **গ) ১০,০০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা) **ঘ)** IDIB20676969465 **ঙ)** আমাদের জ্ঞাত নয় **চ)** স্বত্ব দখলীকৃত
২.	**শ্রী বিমান সাঁতরা** (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা), পিতা শ্রী ভীম সাঁতরা, গ্রাম : শ্রীরামপুর, মধ্যপাড়া, পো : বসুবাটী, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১২৪০৯ এবং শ্রীমতি অমিতা সাঁতরা (জামিনদাতা), পিতা শ্রী ভীম সাঁতরা, গ্রাম : শ্রীরামপুর, মধ্যপাড়া, পো : বসুবাটী, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১২৪০৯। **শাখা : বসুবাটী।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট ৩য়তল, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাণ ৭৭৮ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া ৬৪৮ বর্গফুট) কমবেশি অবস্থিত জি-৩ বহুতল ভবন নাম কৃষ্ণ ভবন, অবস্থিত মৌজা : জলাঘাটা, জেএল নং ৭৯, এলআর খতিয়ান নং ২৯১, এলআর দাগ নং ৪৪০, সিঙ্গুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : সিঙ্গুর, হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর সিঙ্গুর উল্লেখ্য দলিল নং ২৭৪৯ -২০১৭ সালের তারিখ ২১.০৮.২০১৭, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬১৪-২০১৭, পৃষ্ঠা ৫৭০৩৩ থেকে ৫৭০৫৮, সম্পত্তি শ্রী বিমান কুমার সাঁতরার নামে।	**৮,৭৮,৫৪৯ টাকা** (আট লাখ আটাত্তর হাজার পাঁচশ উনপঞ্চাশ টাকা) **০৭.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** চুক্তি মোতাবকে হারে পরবর্তী সুদ সহ এবং **০৮.০৪.২০২৫** থেকে **সম্পূর্ণ আদায়দানের তারিখ পর্যন্ত** চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ১৪,৩৬,০০০ টাকা** (চোদ্দ লাখ ছত্রিশ হাজার টাকা) **খ) ১,৪৩,৬০০ টাকা** (এক লাখ তেতাল্লিশ হাজার ছশো টাকা) **গ) ২০,০০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা) **ঘ)** IDIB50398649040 **ঙ)** আমাদের জ্ঞাত নয় **চ)** স্বত্ব দখলীকৃত
৩.	**মেসার্স দীনবন্ধু টেলকম,** স্বত্বাধিকারী : শ্রী সৌমেন পাল, পিতা দীনবন্ধু পাল, গ্রাম এবং পো : আঁট পুর, থানা : জঙ্গিপাড়া, জেলা : হুগলি, ৭১২৪২৪, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রী সৌমেন পাল, স্বত্বাধিকারী -মেসার্স দীনবন্ধু টেলকম, পিতা দীনবন্ধু পাল ,গ্রাম এবং পো : আঁট পুর, থানা : জঙ্গিপাড়া, জেলা : হুগলি, ৭১২৪২৪, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রীমতি শতাধী পাল, স্বামী শ্রী সৌমেন পাল , গ্রাম এবং পো : আঁট পুর, থানা : জঙ্গিপাড়া, জেলা : হুগলি, ৭১২৪২৪, পশ্চিমবঙ্গ, **শাখা : দ্বারহাট্টা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ শতক কমবেশি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা : আঁটপুর, জেএল নং ৭২, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৬২০ (অংশ), ৬২১ (অংশ) এবং ৬২২ (অংশ), পুরানো এলআর খতিয়ান নং ৩১৯, নতুন এলআর খতিয়ান নং ১৫৩২ , আঁটপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : জঙ্গি পাড়া, জেলা : হুগলি, দলিল নং ১৭৪-২০১৫ সালের, তারিখ ২৭.০১.২০১৫, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ১, পৃষ্ঠা ২১৪৭ থেকে ২১৫৭, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর জঙ্গিপাড়া, শ্র সৌমেন পাল এর নামে, **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে :শঙ্কর সেনের সম্পত্তি; **দক্ষিণে :** সড়ক; **পূর্বে :** শ্রী ভোলানাথ পালের সম্পত্তি;**পশ্চিমে :** শ্রী মদন মোহনের সম্পত্তি।	**২৯,২৬,০৬০ টাকা** (উনত্রিশ লাখ ছাব্বিশ হাজার যাট টাকা) (উক্ত অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ) **০৭.০৪.২০২৫ অনুযায়ী এবং ০৮.০৪.২০২৫** থেকে পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ	**ক) ১৩,০০,০০০ টাকা** (তেরো লাখ টাকা) **খ) ১,৩০,০০০ টাকা** (এক লাখ তিরিশ হাজার টাকা) **গ) ২০,০০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা) **ঘ)** IDIB50297571369 **ঙ)** আমাদের জ্ঞাত নয় **চ)** স্বত্ব দখলীকৃত
৪.	**শ্রী শরিৎ চৌধুরী,** পিতা শ্রী অনিরুদ্ধ চৌধুরী, ফ্ল্যাট নং ১০২, চৌধুরী প্লাজা, ৩/২১৬/এ/১২, ডা. বি সি সরণি, ফিফত লেন, পো : মোড়পুকুর, থানা : রিষড়া, জেলা : হুগলি, ৭১২২৫০, পশ্চিমবঙ্গ, এবং শ্রীমতি ঝুমা চৌধুরী, স্বামী শ্রী অনিরুদ্ধ চৌধুরী, ফ্ল্যাট নং ১০২, চৌধুরী প্লাজা, ৩/২১৬/এ/১২, ডা. বি সি সরণি, ফিফত লেন, পো : মোড়পুকুর, থানা : রিষড়া, জেলা : হুগলি, ৭১২২৫০, পশ্চিমবঙ্গ। **শাখা : মোল্লারবার গুমোডাঙ্গা।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ং সম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং জি-১, একতলায় পরিমাণ ৬৪৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া এবং ৫৩৬ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া বহুতল ভবন চৌধুরী প্লাজা, অবস্থিত মৌজা : রিষড়া, জেএল নং ২৭, আরএস দাগ নং ১৮১০, আরএস খতিয়ান নং ৩৪৩৩, এলআর দাগ নং ২১৬/১, এলআর খতিয়ান নং ১১৪১৪, পুরসভা হোল্ডিং নং ৩/২১৬/এ/১২, বি সি রায় লেন, ফিফথ লেন, বিক্রয় দলিল নং ৪৭১৪-২০১৬ সালের , তারিখ ১৪.১২.২০১৬, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৫-২০১৬, পৃষ্ঠা ১০৫৭৫৬ থেকে ১০৫৭৭৯, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর শ্রীরামপুর, হুগলি, রিষড়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, পো মোড়পুকুর, রিষড়া, জেলা : হুগিল, সম্পত্তি শ্রী শরিৎ চৌধুরী এবং শ্রীমতি ঝর্ণা চৌধুরীর নামে।	**১৯,০৪,৭২৩ টাকা** (উনিশ লাখ চার হাজার সাতশ তেইশ টাকা) **০৭.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং অন্যান্য চার্জ সহ	**ক) ১৪,০০,০০০ টাকা** (চোদ্দ লাখ টাকা) **খ) ১,৪০,০০০ টাকা** (এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা) **গ) ২০,০০০ টাকা** (কুড়ি হাজার টাকা) **ঘ)** IDIB50360501050 **ঙ)** আমাদের জ্ঞাত নয় **চ)** স্বত্ব দখলীকৃত

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৫.০৪.২০২৫, সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী প্ল্যাটফর্ম : https://baanknet.com
দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানতে অনুগ্রহ করে মেল করুন **support.ebkray@psballiance.com**
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি., যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে।
দরদাতাদের **https://baanknet.com**-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. অশ্বিন কুমার দাস, অনুমোদিত অফিসার (মোবাইল : ৯৪৩৯৩৩৯৮৫৫) ১. সুভাষ কুমার পাসোয়ান, শাখা ম্যানেজার, তারকেশ্বর (মোবাইল : ৯১৪২১৫২৬৬৮) ২. সোমনাথ চ্যাটার্জি, শাখা ম্যানেজার, বসুবাটি (মোবাইল : ৯০৯৩৯২৩৯০৯) ৩. দেবপ্রীতি ঘোষ, শাখা ম্যানেজার, দ্বারহট্ট (মোবাইল : ৮২৪০৭৩২৫১৮) ৪. বিবেক কুমার, শাখা ম্যানেজার, মোল্লারবার গুমোডাঙ্গা (মোবাইল : ৯৫৫৫৩৬৩৬৫৪)
দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/-এর উদ্দেশ্যেও
তারিখ : ০৭.০৪.২০২৫, স্থান : ব্যান্ডেল
স্বা/-অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ভূতুড়ে ভোটার ধরতে মরিয়া জয়পুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস

তৈরি হল ৩২ জন সদস্যর একটি টিম, কটাক্ষ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভূতুড়ে ভোটার নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। এই জল্পনার মাঝেই এবার রাজ্য নির্দেশে জয়পুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ভূতুড়ে ভোটার ধরতে একটি টিম গঠন করা হল। এই টিমে এলাকার বিধায়ক, ব্লক সভাপতি, পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি, প্রধান এবং অঞ্চল সভাপতি, এবং জেলা পরিষদের সদস্যদের নিয়ে মোট ৩২ জন সদস্যের একটি টিম গঠন করা হয়। যে টিমের নেতৃত্ব দেবেন রাজ্য থেকে সিলেকশন হওয়া একজন সুপারভাইজার। ব্লক লেবেলে এই টিমের পাশাপাশি জয়পুর ব্লকে ৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতেও তৈরি করা হবে একটি করে টিম। এই টিমে থাকবে অঞ্চল সভাপতি, প্রধান, অঞ্চল সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা। পাশাপাশি জয়পুর ব্লকের ৫১ টি বুথেও থাকবে টিম বুথ লেভেলে টিমের সদস্য, থাকবে বুথ সভাপতি অঞ্চল সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য।

অঞ্চল ও বুথের টিমে কমপক্ষে ২০ জন করে সদস্য রাখতে হবে। এই সমস্ত টিম গুলিকে পরিচালন করবে ব্লকের সুপারভাইজার মহাদেব কুন্ডু। এই টিমের কাজ হবে এলাকার

প্রতিটি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার লিস্টে যাদের নাম আছে তা স্ক্রুটনি করা। কোথাও যদি ভূতুরে ভোটার থাকে, কোথাও যদি মৃত ব্যক্তির নাম ভোটার লিস্টে থাকে, কোথাও যদি একই ব্যক্তির ডবল এপিক নম্বর থাকে এই ধরনের সমস্যাগুলি নোট বন্দি করে পঞ্চায়েত এবং ব্লক লেবেলের টিমকে তথ্য দেওয়া। সেই তথ্য সরাসরি পৌঁছে যাবে রাজ্যে। সেখান থেকে সেই তথ্য চলে যাওয়া হবে নির্বাচন কমিশনারের হাতে। তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, বিধানসভা ভোটের আগে ১৭ তালিকা প্রকাশ করুক নির্বাচন কমিশন।

তৃণমূলের এই টিম গঠনকে কটাক্ষের সুরে দেখছে বিজেপি, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা বিজেপির মুখপাত্র দেবপ্রিয় বিশ্বাস বলেন, সম্পূর্ণ আইওয়াশ। এলাকা থেকে টাকা তোলার জন্য এই তিন গঠন করা হয়েছে। এখানে এসডিও, বিডিও, বিএলও সবাই তৃণমূলের এরাই লিস্ট করে ভুল করলে এরাই করবে। বিজেপি আগে থেকেই বলছে ভোটার লিস্টে রোহিঙ্গা ঢুকে আছে।

আউশগ্রামের পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আবাসিক উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে উন্নয়নের আশ্বাস জেলা শাসকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: আউশগ্রাম-২ ব্লকের সাহেবডাঙায় অবস্থিত পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আবাসিক উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের সীমানা প্রাচীর নির্মাণের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। সোমবার স্কুল পরিদর্শন শেষে আশ্বাস দিয়েছেন পূর্ব বর্ধমান জেলা শাসক আয়েশা রানি এ। তাঁর এই উদ্যোগে স্কুলের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবক মহলে নতুন করে আশার আলো দেখা দিয়েছে।

স্কুলের উন্নয়নমূলক কাজের অংশ হিসেবে জেলা শাসক আয়েশা রানি বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য নতুন শিক্ষা সামগ্রী, খেলনা সরঞ্জাম এবং লাইব্রেরির বই প্রদান করেন। তিনি জানান, স্কুলের হোস্টেলের বেশ কয়েকটি ঘর সংস্কারের পরিকল্পনা রয়েছে এবং শিক্ষকদের অভাব মেটাতে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু আবাসিক উচ্চমাধ্যমিক স্কুলটি বর্তমানে ১৫ একর জমির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই স্কুলের প্রায় ৯৫ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী তপশিলি সম্প্রদায়ের এবং সবাই আবাসিক। বিদ্যালয়ে বিভিন্ন জেলা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনা করতে আসে। কিন্তু স্কুলে শিক্ষকের অভাব এবং অপর্যাপ্ত পরিকাঠামো এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্কুলের সীমানা প্রাচীরের অভাব রয়েছে, যা নিরাপত্তা সংকট সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে, বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসের অবস্থান এমন একটি এলাকায়, যা জঙ্গলমহল অঞ্চলের কাছাকাছি। এর ফলে, রাতে ছাত্র-ছাত্রীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সীমানা প্রাচীর নির্মাণের পাশাপাশি স্কুলের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় খেলার মাঠ, পানীয় জল সরবরাহের জন্য দুটি সাবমার্শিবল পাম্প, সিসি ক্যামেরা, ডাইনিং হলের সামনে শেড এবং হাইমাস আলো স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরি।

এদিন বিকেলে জেলা শাসক স্কুল পরিদর্শনে আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আউশগ্রাম-২ বিডিও, বিধায়ক অভেদানন্দ থাণ্ডার এবং স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি অরূপ মির্ধা। অরূপ মির্ধা স্কুলের সমস্যাগুলি তুলে ধরেন এবং জেলা শাসকের কাছে একাধিক দাবি জানান। তিনি জানান, স্কুলের পাশেই একটি খাল কাটার কাজ চলছে। কিন্তু সেই খালের পাশে পাইপ বসানোর কারণে স্কুলের পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। তাছাড়া, বিজ্ঞান বিভাগের জন্য শিক্ষক নেই, ফলে শিক্ষার্থীদের পাঠদান প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। পূর্ব বর্ধমান জেলা শাসক আয়েশা রানির পরিদর্শন শেষে সবার সঙ্গে আলোচনা করে আশ্বাস দেন যে, দ্রুত সমস্যাগুলির সমাধান করা হবে এবং স্কুলের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

গ্রামের গাজনে ভক্ত হওয়ার অধিকার নেই রুইদাস সম্প্রদায়ের মানুষদের, চাঞ্চল্যকর অভিযোগ বাঁকুড়ার ইন্দাসে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: গ্রামের গাজনে ভক্ত হওয়ার অধিকার নেই রুইদাস সম্প্রদায়ের। এই অসম্মানজনক নিয়মের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ চেয়ে লিখিত আবেদন করলেন ইন্দাসের বামনিয়া গ্রামের রুইদাস সম্প্রদায়ের মানুষ। সম্প্রতি পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার গিধগ্রামে প্রায় তিনশো বছরের পুরনো শিবমন্দিরে দাস সম্প্রদায়ের বাসিন্দাদের ওঠার 'অধিকার' ছিল না। সম্প্রতি মন্দিরে পুজো দিতে গেলে দাসপাড়ার কয়েকজনকে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এর পরেই মন্দিরে ওঠার অধিকার চেয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হন তাঁরা। সে নিয়ে গ্রামে তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হলে, পুলিশ মোতায়েন করতে হয়। প্রশাসন সব পক্ষকে বৈঠকে ডেকে সংবিধানের ধারা ব্যাখ্যা করে জানিয়ে দেয়, মন্দিরে কাউকে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া যায় না।

বামনিয়া গ্রামের রুইদাস সম্প্রদায়ের তরফে অভিযোগে বলা হয়েছে বামনিয়া গ্রামের দোল, কালীপুজো সহ সব অনুষ্ঠানেই আমরা যোগ দিই। চাঁদা দিই, মন্দিরে উঠি। কিন্তু আগামী আঠারো জৈষ্ঠ্য গ্রামে যে শিবের গাজন হবে তাতে আমরা নিচু জাতি বলে বামনিয়া গ্রাম্য পরিষদ আমাদের ভক্ত হতে মানা করেছে। তাদের আক্ষেপ বর্তমান যুগে যখন মানুষ মহাকাশে যাচ্ছে। যখন গ্রামের রুইদাস সম্প্রদায়ের মানুষ বিভিন্ন পেশায় প্রতিষ্ঠিত তখন এই মধ্যযুগীয় আইন কেন? প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য প্রায় বারো বছর পরপর বামনিয়া গ্রামে শিবের গাজন হয়। এবছর প্রায় চৌদ্দ বছর পর হচ্ছে। গ্রাম্য পরিষদের সম্পাদক স্বপন কুন্ডু বলেন, এই নিয়ম পূর্ব পুরুষদের সময় থেকে চলে আসছে। আমরা তার পরিবর্তন করতে বিভিন্ন আশ্রমের আচার্যদের কাছে গেছি। কিন্তু কেউ পূর্ব পুরুষদের নিয়ম ভেঙে তাদের ভক্ত করার পক্ষে রায় দেননি। পুরোহিতরাও প্রাচীন নিয়ম ভাঙতে রাজি নন। রুইদাস সম্প্রদায়ের মানুষরাও গ্রাম্য পরিষদের সভাতে এসেছিলেন। তাদের কথা মতোই তাদের চাঁদা ছাড় দেওয়া হয়। গ্রাম্য পরিষদের সদস্য তথা শিক্ষক নেপাল রায় বলেন, বহু প্রাচীন সময় থেকেই এই নিয়ম চলে আসছে। রুইদাস সম্প্রদায়ের মানুষ গাজন উৎসবের সব কিছুতেই থাকবেন কিন্তু ভক্ত হতে পারবেন না। আমি নীতিগতভাবে মনে করি তারা ভক্ত হতেই পারেন। কিন্তু পূর্ব পুরুষদের নিয়ম কেউ ভাঙতে রাজি নন। ইন্দাস পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি চন্দন রক্ষিত বলেন, বিষয়টি নিয়ে গ্রাম্য পরিষদের সঙ্গে কথা বলব। দ্রুত এই সমস্যার সমাধান কিভাবে করা যায় তার চেষ্টা করছি।

চেনা ছন্দে দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: রামনবমীর একদিন পরেও যেন চেনা ছন্দে দিলীপ ঘোষ, লাঠি ঘুরিয়ে চমক অশোকনগরে। সোমবার সন্ধ্যায় অশোকনগরে রামনবমীর একটি র‍্যালিতে বেশ কয়েক কিলোমিটার পায়ে হেঁটে শেষমেষ কচিকাঁচাদের আবদারে দিলীপ ঘোষ নিজের হাতে তুলে নিলেন লাঠি। চেনা ছন্দে লাঠি ঘুরিয়ে রামনবমীর র‍্যালিকে যেন সার্থক করে তুললেন। দিলীপ ঘোষের এমন কাণ্ডে ভীষণ খুশি রাম ভক্তরা। এদিন অশোকনগর শেরপুর মোড় থেকে রামনবমী উপলক্ষে এই বর্ণাঢ্য র‍্যালি শুরু হয়ে, শেষ হয় অশোকনগর কল্যাণগড় এলাকায়। প্রায় ৪ কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে রাম ভক্তদের সঙ্গে সঙ্গ দিলেন দিলীপ ঘোষ। এদিন দিলীপ ঘোষ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু পার্টির বুড়ো লোকদের নিয়ে সামনে বসিয়ে ভাষণ দিয়ে হাততালি দিয়ে চলে যান। চাকরি প্রার্থীদের নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠক প্রসঙ্গে অশোকনগরে এসে এমনটাই মন্তব্য বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ।

যোগ্য চাকরিহারা জন্য মন্দিরে পুজো দিলেন বিষ্ণুপুরের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ

সৈয়দ মফিজুল হোদা, বিষ্ণুপুর: বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ এদিন বিষ্ণুপুরের হাজার বছরের অধিক পুরনো ষাড়েশ্বরের শিবমন্দিরে পুজো দিলেন। পুজো দিতে দিতেও পুরোহিতের উদ্দেশ্যে বলেন, যাতে যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকরা তাদের চাকরি ফিরে পায়। বাবা ষাড়েশ্বরের মন্দিরে পুজো শেষে সাংসদ বলেন, বিষ্ণুপুর যাতে ভালো থাকে, পশ্চিমবঙ্গ যাতে ভালো থাকে সেই প্রার্থনা করলেন। পাশাপাশি তিনি বলেন ঠাকুর তার সব কথা শোনেন এবং আশীর্বাদ করেন তাই যারা যোগ্য চাকরিপ্রার্থী তারা যেন তাদের চাকরি ফিরে পান। পাশাপাশি তিনি বলেন, যে সমস্ত সরকারি অফিসাররা যোগ্য অযোগ্য লিস্ট সুপ্রিম কোর্টের হাতে দেয়নি। তারা যেন ধ্বংস হয়ে যায় এবং যোগ্য চাকরি হারারা যাতে চাকরি ফিরে পায় তার প্রার্থনা করেন বাবার কাছে।

চাকরি বাতিল হওয়ায় সমস্যায় সরকারি বিদ্যালয়গুলি

সোমনাথ মুখার্জি, অন্ডাল: শুক্রবার ঘোষণা হয়েছে এসএসসি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়। বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে ২০১৬ সালের এসএসসির গোটা প্যানেল। ফলে চাকরি হারিয়েছে প্রায় ২৬ হাজারের বেশি শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মী । গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা শিক্ষা মহলের। ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে দেখা দিতে শুরু করেছে সমস্যা। অন্ডাল ব্লকের উখরা কেবি ইনস্টিটিউশন স্কুলের ছবিটাও প্রায় একই। দু'জন শিক্ষিকা সহ চাকরি হারিয়েছেন গ্রুপ ডি ও গ্রুপ সি মিলিয়ে মোট পাঁচজন। এর প্রভাব স্কুলের পঠন-পাঠন ছাড়াও অফিসিয়ালি বিভিন্ন কাজে পড়বে বলে আশঙ্কা সহ শিক্ষকদের। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে শিক্ষকদের চাকরি বাতিলের তালিকায় রয়েছে উখরা

কেবি ইনস্টিটিউশনের দু'জন শিক্ষিকার নাম। দুজনের মধ্যে একজন ইংরেজি অন্যজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষিকা। অন্যদিকে স্কুলে গ্রুপ ডি পদে ছিলেন চারজন। এরমধ্যে ল্যাব টেকনিশিয়ান দু'জন কাজ হারিয়েছেন। দু'জন ক্লার্কের মধ্যে কাজ গেছে একজনের। বর্তমানে স্কুলে প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষা চলাকালীন গার্ড সহ অন্যান্য কাজে স্থায়ী শিক্ষকদের সহযোগিতা করছেন দু'জন ক্যাজুয়াল টিচার ও একজন কম্পিউটার টিচার। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সোমা দাশগুপ্ত জানান, পরীক্ষা চলায় এখন অস্থায়ী ব্যবস্থা করে কোনও মতো সামলে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু পুরোদস্তুর পঠন পাঠন শুরু হলে সমস্যা দেখা দেওয়াটা স্বাভাবিক বলে জানান তিনি।

তামিল জনগোষ্ঠীর লোকজন হুগলি জেলার ব্যান্ডেলে 'ভেল ভেল' উৎসব পালন করেন!

বনস্পতি দে, হুগলি: ঐতিহ্য আর সংস্কৃতি মেনে প্রতিবছর চৈত্র সংক্রান্তির আগে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে এই 'ভেল ভেল' উৎসব পালন করা হয়। মূলত তামিল জনগোষ্ঠীর মানুষরা এই অভিনব 'ভেল ভেল' উৎসব পালন করেন থাকেন।

হুগলির বিভিন্ন জায়গায় আচার অনুষ্ঠান রীতিনীতির এক অনন্য মেলবন্ধন দেখা যায়। হুগলিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ নানা সময় এসেছেন। তাঁদের সংস্কৃতির সঙ্গে এখানকার জনজীবন একেবারে মিলেমিশে গিয়েছে। সেই রকমই এক সংস্কৃতির মেলবন্ধন হল হুগলির ব্যান্ডেলের 'ভেল ভেল' উৎসব।

'ভেল' উৎসব মূলত শ্রীলঙ্কায় প্রচলিত একটি উৎসব, তবে দক্ষিণ ভারতের তামিনাড়ুতেও এটি পালন করতে দেখা যায়। দেব সেনাপতি কার্তিককে উৎসর্গ করা মন্দিরগুলিতে এই উৎসব বিশেষ ভাবে পালিত হতে দেখা যায়। তামিল জনগোষ্ঠীর অনেকেই হুগলি জেলার ব্যান্ডেলে রয়েছেন, তারাই বহু বছর আগে বাংলাতেও শুরু

করেন এই 'ভেল ভেল' উৎসব। 'ভেল ভেল' হল একটি তামিল জনগোষ্ঠীর বাৎসরিক উৎসব। প্রাচীনকালে ভেল তামিলদের রাজরাজাদের যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্র বর্শা কিংবা শূলকে বলা হত। হুগলি জেলার ইতিহাসে এই মেলা শতাধী প্রাচীন।

উৎসবের দিন ভক্তরা ব্যান্ডেলের ওলাইচণ্ডী মন্দিরে সকাল জামায়েত শুরু করেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে যেমন চড়ক বা গাজন উৎসব হয় অনেকটা সেই ধাঁচেই এই উৎসব।

বিজেপির স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ২ নম্বর ব্লকে অবস্থিত ডিভিসির রঘুনাথপুর থার্মাল পাওয়ার সাপ্লাই কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে সোমবার সকালে একাধিক দাবিতে স্মারকলিপি দিল রঘুনাথপুর ২ ব্লক বিজেপির পক্ষ থেকে। তাদের দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ল্যান্ডলুজারসদের নামের তালিকা অবলম্বে প্রকাশ করতে হবে, দ্বিতীয় ফ্রেজে কাজে এলাকার বেকার যুবক যুবতীদের নিয়োগ করতে হবে, এলাকায় উন্নত মানের মেডিক্যাল পরিষেবা চালু করা করতে হবে ইত্যাদি। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত হয়েছিলেন এসসি মোর্চার নেতা চরণ বাউরি, জেলা বিজেপির সহ সভাপতি অসীম চ্যাটার্জী, পাড়া বিধানসভার কনভেনার শীতল নাগ, দীনবন্ধু চক্রবর্তী, সঞ্জয় বাস্কে সহ অন্যান্যরা।

বিপিএল তালিকাভুক্তদের হাতে এল মোটা অঙ্কের বিদ্যুৎ মাশুল, বিপাকে পড়েছেন গরিব মানুষেরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: গরিবের ঘরে আলো জ্বলেছিল সরকারের দেওয়া 'গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন' প্রকল্পে বিপিএল বিদ্যুৎ সংযোগে। কিন্তু এককালীন মোটা টাকার বিল আশায় বিপাকে পড়েছে খান্দরা প্রেস পাড়া এলাকার বিপিএল তালিকা ভুক্ত মানুষজন। অন্ডাল ব্লকের খান্দরা গ্রামের প্রেস পাড়া, বাউরি পাড়ায় বেশ কিছু পরিবার বিপিএল গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন প্রকল্পে বিদ্যুৎ সংযোগ পায় ২০১৬ সালে। এই প্রকল্পে বাড়িতে একটি বাল্ব জ্বালানোর সংযোগ দেওয়া হয়। মাসে ৭০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ মাশুলে ছাড় পাওয়া যায় বিপিএল তালিকা ভুক্ত গ্রাহকরা।

গ্রাহকদের অভিযোগ, ২০১৬ সালে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হলেও এতদিন বিল পাঠানো হয়নি। সম্প্রতি বাড়ি বাড়ি বিল দেওয়া হয়েছে। কারো বিল এসেছে কুড়ি হাজার, কারো ৩০ হাজার আবার কারো ৪৫০০০ টাকার মতো। বিল হাতে পেয়ে চক্ষু চড়কগাছ গ্রাহকদের। বাউরি পাড়ার ফাগু বাউরি, সুনিতা রুইদাস, প্রেস পাড়ার জলধর বাউরি, ভাদু রুইদাসরা বলেন, আমরা গরিব মানুষ, বেশিরভাগই দিনমজুর। অনেকে আবার লোকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করেন, আমাদের কারোর পক্ষে ৩০-৪০ হাজার টাকা বিল মেটানো সম্ভব নয়। তাই বিল মুকুবের আর্জি জানিয়েছি বলে জানান তারা। পাশাপাশি তারা এটাও জানান বর্তমানে তাদের যে বর্ধিত বিল এসেছে সেটা মুকুব করে নিয়মমাফিক যদি বিল পাঠানো হয় তাহলে সেই বিল ছাড় সমেত যা হবে তা তারা দিতে প্রস্তুত।

শিক্ষার উন্নয়নে নতুন উদ্যোগ, অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: আউশগ্রামের জঙ্গলমহলের উত্তর রামনগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দশরথ বাগদি ও সহকারী প্রধান শিক্ষক তাপস মাহাতের নেতৃত্বে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা এক বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, যার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষায় মনোযোগ বৃদ্ধি করতে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ক্লাসের মূল লক্ষ্য হল ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক শিক্ষায় ত্রুটি পূরণ করা এবং তাদের শিখন প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করা।

বিশেষ ক্লাসের আওতায় পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের অ, আ, ক, খ শেখানো হচ্ছে, পাশাপাশি নামতা, যোগ, বিয়োগ, ভাগ ও গুণের প্রাথমিক গণনা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের বুনিয়াদি শিক্ষা শক্তিশালী করার পাশাপাশি তাদের পড়াশোনায় মনোযোগী করা হচ্ছে। যেন তারা ভবিষ্যতে উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। এই উদ্যোগে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অতিরিক্ত সময় ব্যয় করছেন। যাতে তারা পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের ত্রুটি সঠিকভাবে পূরণ করতে পারেন।

স্কুলে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে এলাকাবাসী ও ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা অত্যন্ত সহানুভূতি ও সহমত প্রকাশ করেছেন। তারা মনে করছেন, এই ধরনের উদ্যোগ তাদের সন্তানদের শিক্ষা জীবনের অগ্রগতি নিশ্চিত করবে এবং স্কুলের প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি করবে। এলাকায় ইতিমধ্যেই এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানানো হয়েছে।

এছাড়া, এই উদ্যোগে সহায়ক হিসেবে স্বেচ্ছায় ভূমিকা পালন করেছেন সহদেব লোহার ও শুভজিৎ খাঁ। তারা শিক্ষকদলের সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্লাস পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করছেন, এবং এই উদ্যোগের সফলতা নিশ্চিত করতে একসঙ্গে কাজ করছেন।

লাগাতার ধর্ষণের জেরে গর্ভবতী নাবালিকা, দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে থানা ঘেরাও বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসায় এক নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনায় দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে কাঁকসা থানা ঘেরাও করে অবস্থান বিক্ষোভে বসে বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল। সোমবার দুপুরে এই কর্মসূচিতে যোগ দেন কাঁকসার বিজেপি কর্মী সমর্থকরা, বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল, বর্ধমান সদরের বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ তা সহ জেলা নেতৃত্ব। বিজেপির অভিযোগ তাদের এক কর্মীর আত্মীয়ের মেয়েকে নেশা জাতীয় দ্রব্য পান করিয়ে তাকে ধর্ষণ করে এলাকার এক ব্যক্তি। এরপর তার নগ্ন ছবি ভাইরাল করে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে তাকে একাধিকবার ধর্ষণ করে। তার সঙ্গে আরও এক যুবক তাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। পাশাপশি এই ঘটনার যুক্ত থাকার অভিযোগ ওঠে আরও একজনের বিরুদ্ধে। ওই তিনজনকে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে বিজেপি।

জানা গিয়েছে, ওই নাবালিকা অসুস্থ বোধ করলে তাকে হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গিয়ে দেখা যায় সে গর্ভবতী হয়ে পড়েছে। এর পরেই ওই নাবালিকাকে পরিবারের সদস্যরা জেরা করে প্রতিবেশী দুই জনের নাম জানতে পারে। ঘটনার পর পরিবারের সদস্যরা গত মাসের ৩০ তারিখে কাঁকসা থানায় লিখিত অভিযোগ জানায় তিন জনের নামে। ঘটনার পরই যদিও কাঁকসা থানার পুলিশ ওই নাবালিকাকে হাসপাতালে ভর্তি করে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে ও মামলা

রুজু করে ওই নাবালিকাকে আদালতে পেশ করে। আদালতে তার গোপন জবানবন্দি নেওয়া হয়। পাশাপশি এই ঘটনায় যুক্ত ৩ জনের সন্ধান শুরু করে। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই এলাকা ছেড়ে পালায় ওই তিন জন। সোমবার কাঁকসা থানার সামনে কাঁকসা রোড অবরোধ করে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি কাঁকসা থানায় ডেপুটেশন জমা দেন বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল বলেন, বাংলা জুড়ে একের পর এক নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলেছে। কিন্তু বাংলার সরকার ও পুলিশ প্রশাসন কিছুই করছে না। তার অভিযোগ যারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তারা তৃণমূল করে। আগামী ১০ তারিখের মধ্যে যদি দোষীরা গ্রেপ্তার না হয় তাহলে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে তারা বিক্ষোভে নামবেন। যদিও এই বিষয়ে তৃণমূলের কাঁকসা ব্লকের সভাপতি নব কুমার সামন্ত জানিয়েছেন,প্রচারের আলোয় আসার জন্য বিজেপি ধর্ষণের ঘটনাতে রাজনীতির রং চড়াচ্ছে।

এলাকায় অসামাজিক কার্যকলাপের ঘটনায় থানার দ্বারস্থ মহিলারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: এলাকায় অসামাজিক কার্যকলাপের ঘটনায় বালুরঘাট থানার দ্বারস্থ মহিলারা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিময় ঘোষ কলোনি এলাকার ঘটনা।

জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় নানা ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ চলছে। চলছে জুয়া ও মদের ঠেক। পাশাপাশি চলে বিভিন্ন ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপ। এমনকী এলাকার মহিলাদেরও করা হয় কটুক্তি। এর আগেও বিষয়টি নিয়ে থানার দ্বারস্থ হয়েছিলেন মহিলারা। এদিন আবার পুরো বিষয়টি নিয়ে বালুরঘাট থানায় দ্বারস্থ হন এলাকার মহিলারা। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশা দেওয়া হয়েছে পুলিশের তরফে।

এবিষয়ে এলাকার এক মহিলা জানান, এর আগেও আমরা অভিযোগ দায়ের করেছিলাম। পুলিশ গিয়েছিল। এরপরেও ওই ঘটনার বাড়বাড়ন্ত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাই আবার আমরা বালুরঘাট থানা দরখাস্ত হয়েছি।

লখনউতে বাংলার দুই ক্রিকেটার, পন্থ-নারিনের ফর্ম নিয়ে চিন্তায় দুই শিবিরের ভক্তরা

কলকাতার শিল্পপতির দলকে কলকাতাতেই হারানোর চ্যালেঞ্জ কেকেআরের

ইডেনে অনুশীলনে ব্যস্ত সুনীল নারিন।

হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে জ্বলে উঠেছিলেন। সেই ধারা কি লখনউয়ের বিরুদ্ধেও বজায় থাকবে? ভেঙ্কটেশ আইয়ার ইডেনে তারই প্রস্তুতিতে ব্যস্ত

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় ও শম্ভুনাথ ভৌমিক

দুই সেরা দামি ক্রিকেটারের লড়াই। একদিকে কেকেআরের ভেঙ্কটেশ আইয়ার। যাকে এবার ২৩.৭৫ কোটি টাকায় কিনেছে। অন্যদিকে ঋষভ পন্থ। যাঁকে সঞ্জীব গোয়েঙ্কা দলে নিতে মূল্য চুকিয়েছেন ২৭ কোটি টাকা। আজকের আকর্ষণের কেন্দ্রে তাই দামী যুদ্ধ দেখার অপেক্ষা। কলকাতা নাইট রাইডার্স ঘরের মাঠে মুখোমুখি হচ্ছে লখনউ সুপার জায়ান্টসের। ইডেনের পিচেই কলকাতাকে হারাতে নামবেন আবার দুই বঙ্গ ক্রিকেটার, শাহবাজ আহমেদ ও আকাশ দীপ।কলকাতার দলের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে কলকাতারই শিল্পপতির দল। সঞ্জীব গোয়েঙ্কাই আবার মোহনবাগানের কর্ণধারও। ফলে, সবুজ মেরুন সমর্থকরা কাকে সমর্থন করবেন কলকাতার বুকে, তাই দেখার।

মঙ্গলবার কেকেআরের বিরুদ্ধে ইডেনে খেলতে নামছে লখনউ সুপার জায়ান্টস। শেষ ম্যাচে শক্তিশালী মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছে লখনউ দল। কেকেআরের বিরুদ্ধেও জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার লক্ষ্য নিয়েই নামছে লখনউ। কলকাতা নাইট রাইডার্স ৩ এপ্রিল ইডেনে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে উড়িয়ে দিয়েছে। জিতেছে ৮০ রানে। ফলে, তেতে আছে কেকেআরও। ইডেনে জয়ের ধারাবাহিকতা রাখতে মরিয়া।

আইপিএলে পারস্পরিক পাঁচটি দ্বৈরথে লখনউ সুপার জায়ান্টস জিতেছে তিনটি ম্যাচে। দুটিতে কেকেআর। গত বছরের আইপিএলে দুবারই লখনউকে হারিয়েছিল নাইটরা। প্রথমে ইডেনে ২৬ বল বাকি থাকতে ৮ উইকেটে। পরে লখনউয়ে গিয়ে কেকেআর জেতে ৯৮ রানে। ২০২২ সালের আইপিএলে প্রথম সাক্ষাতে লখনউ সুপার জায়ান্টস ৭৫ রানে হারিয়েছিল কেকেআরকে। এরপর ফিরতি সাক্ষাতে নাইটদের ২ রানে হারিয়েছিল লখনউ সুপার জায়ান্টস। ২০২৩ সালে ইডেনে কেকেআরকে ১ রানে হারিয়েছিল সঞ্জীব গোয়েঙ্কার মালিকানাধীন দল।

আইপিএলের মুম্বই-বেঙ্গালুরু ম্যাচের আগে পয়েন্ট তালিকায় পাঁচ নম্বরে রয়েছে কেকেআর। ৪ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে। নেট রান রেট ০.০৭০। লখনউ সুপার জায়ান্টস সমসংখ্যক ম্যাচে সমান সংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে আছে ছয়ে। নেট রান রেট ০.০৪৮।

আজ বেলা সাড়ে তিনটা থেকে ম্যাচ। শুধু ম্যাচের পারদই নয়, চৈত্রের শেষে কলকাতাতেও এখন গরমের পারদ উর্দ্ধমুখী। কালবৈশাখীর সম্ভাবনা থাকে এই সময়। এই ম্যাচের আগে কলকাতার ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য সুখবর। আবহাওয়া সংক্রান্ত ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী মঙ্গলবার বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। মূলত রৌদ্রজ্জল আবহাওয়া থাকবে। তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা থাকবে ৫৩ শতাংশ। বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা মাত্র ৫ শতাংশ। ফলে লখনউ বনাম কলকাতার মেগা ম্যাচে বৃষ্টি কোনোভাবেই প্রভাব ফেলবে না বলেই আবহাওয়া সংক্রান্ত ওয়েবসাইটের পূর্বাভাস উল্লেখ করছে। তবে দুপুরের গরমের মধ্যেই খেলতে হবে ক্রিকেটারদের। এখনও পর্যন্ত চলতি মরশুমের আইপিএলে দুটি ম্যাচ হয়েছে ইডেনে। কোনও আপাতত দুটি ম্যাচে বৃষ্টি কোনও প্রভাব ফেলেনি। যদিও ইডেনের ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত ভালো। বৃষ্টি থামার কিছুক্ষণের মধ্যেই ম্যাচ শুরু করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন সুজন মুখোপাধ্যায়।

লখনউ দলে আছেন শাহবাজ আহমেদ, আকাশদীপের মতোন ক্রিকেটার, যাদের কাছে ইডেন আবার ঘরের মাঠ। বাংলার হয়ে খেলায় খুব ভালোভাবেই ইডেনের পিচ ও উইকেটের সঙ্গে অভ্যস্ত শাহবাজ-আকাশরা। ইডেনের উইকেট সম্পর্কে শাহবাজ বলেন, এখানে লাল বলে ব্যাটিং করা বেশ কঠিন। কিন্তু শেষ ম্যাচে আমরা যা দেখেছি পিচ পরের দিকে কিছুটা স্লো হয়েছে। যেহেতু দিনের বেলা খেলা খুব বেশি উইকেটে পরিবর্তন হবে না। তবে উইকেট থেকে স্পিনাররা সুবিধা পাবেন। এই ম্যাচের আগে একেবারেই ছন্দে নেই লখনউ সুপার জায়ান্টস দলের অধিনায়ক ঋষভ পন্থ। যদিও অধিনায়কের উপর আস্থা রাখছেন শাহবাজ। তাঁর কথায়, আমাদের গোটা দলের বিশ্বাস আছে যে যখনই গুরুত্বপূর্ণ সময় আসবে তখনই রান করবে। অন্যদিকে দামের চাপ অনুভব করতে শুরু করে দিয়েছেন কেকেআরের সহ অধিনায়ক ভেঙ্কটেশ আইয়ার। চাপ অনুভব করলেও ভেঙ্কটেশ আইয়ারের লক্ষ্য কিন্তু বদলাচ্ছে না।সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ভেঙ্কটেশ আইয়ার ২৯ বলে ৬০ রানের ইনিংস খেলেন। সাতটি ভাউন্ডারি ও তিনটি ছক্কায় সাজানো ছিল তাঁর ইনিংস। ভেঙ্কটেশ বলেন, সত্যি কথা বলতে কী, এই চাপের ব্যাপার আমি অস্বীকার করছি না। আমি বাস্তবের মাটিতে পা দিয়ে চলা ব্যক্তি। আমি জানি আমাকে নিয়ে চর্চা চলছে। তবে আমি ২৩ কোটি পাই বা ২০ লক্ষ দলকে জেতানোই আমার লক্ষ্য থাকে।লখনউ সুপার জায়ান্ট সবুজ মেরুন জার্সি গায়ে মাঠে নামবে কিনা সেই সম্ভাবনা কম। অন্যদিকে কেকেআরের সহকারী কোচ ওটিস গিবসন বলেন, আমরা ম্যাচটা জিততে চাই। এই ম্যাচটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জিততে চাই। গত ম্যাচের কম্বিনেশন ধরে রাখব। অন্যদিকে লখনউ যেমন পন্থের ব্যাটিং নিয়ে চিন্তিত, তেমনই নাইটরা চিন্তিত নারিনের ফর্ম নিয়েও। যদিও ব্যাটিং ফর্ম নিয়ে উদ্বেগের কোনও বিষয় নেই বলেই লখনউ ম্যাচের আগে জানিয়ে দিলেন কেকেআরের সহকারী কোচ ওটিস গিবসন। তিনি বলেন, উদ্বেগের কোনও বিষয় নেই। আমরা গত মরশুমে দেখেছি নারিন কেমন পারফরম্যান্স করছিলেন। চলতি মরশুমে সবে মাত্র কয়েকটি ম্যাচ হয়েছে এখনও অনেক ম্যাচ বাকি আছে ফলে নারিন খুব দ্রুতইব ছন্দে ফিরবেন।

একদিকে ঋষভ পন্থের মতো তারকা, অন্যদিকে কেকেআর দল। সোমবার যখন চূড়ান্ত প্রস্তুতি সারছে দু'শিবিরই তখন সিএবিতে হাজির প্রাক্তন বিসিসিআই সভাপতি ও প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। বোঝালেন তিনি এখনও জনপ্রিয়তার শীর্ষেই। (বাঁদিকে) সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সিএবিতে আসতেই ক্রিকেট ভক্তরা হুড়োহুড়ি করলেন একটা সেলফি তোলার জন্য। (ডানদিকে) সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনায় ব্যস্ত (সিএবি)-এর স্কুল সাব কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় দাস ও সিএবির পর্যবেক্ষক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক।

খেলার মাঠেই লুকিয়ে আছে স্বাস্থ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস। এই দিনে ডাক্তার বাবুদের পরামর্শ রোগের আগেই রোগকে প্রতিহত করুন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মহতী কর্মসূচি হিসেবে সোমবার ৭ এপ্রিল ক্লাব তাঁবুতে বসেছিল একটি স্বাস্থ্য শিবির অ্যাসোসিয়েশন অফ ফিজিসিয়ান অফ ইন্ডিয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল চ্যাপ্টারের (এপিআই) তত্ত্বাবধানে। ক্লাবের কচিকাঁচা ফুটবলার, ক্রিকেটার, প্রাক্তন ফুটবলারসহ ক্লাবের আনাচ কানাচের কর্মীবৃন্দের স্বাস্থ্য পরীক্ষা হলো। আগামী প্রজন্মকে নিয়েই এই শিবিরে প্রত্যাশিতভাবেই আলোচনা প্রাধান্য পেলো। ছোটদের সঙ্গে তাদের অভিভাবকরাও ছিলেন। উপস্থিত থাকা অভিভাবকরা খুশি খেলাধুলোর ফাঁকে এমন ব্রেক পাওয়ার জন্য। ছিলেন এপিআই এর প্রেসিডেন্ট প্রফেসর জ্যোতির্ময় পাল, এপিআই ওয়েস্টবেঙ্গল চ্যাপ্টার এর সায়েন্টিফিক চেয়ারপার্সন প্রফেসর নন্দিনী চ্যাটার্জি প্রমুখ। যেহেতু এখানে খেলোয়াড়দেরই প্রাধান্য, তাই খেলাধুলো, স্বাস্থ্য আর প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার এই ত্রিভুজকে আরো শক্ত করে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তার কথাই বললেন ডাক্তারবাবুরা। এইসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল মাঠে নেমে খেলার বিষয়টি। অর্থাৎ দিনান্তে খেলার মাঠে টু না দিলে স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যকর থাকবে না। কারণ মানসিক স্বাস্থ্যকে তাজা রাখতেও প্রাক্তন ফুটবলার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিকাশ পাঁজি, আলভিটো ডি কুনহা, ফাল্গুনী দত্তদের সঙ্গে সঙ্গে এই মন্ত্রই ধ্বনিত হলো উপস্থিত ডাক্তারবাবুদের গলায়। অনুষ্ঠান শেষে এপিআই-এর তরফ থেকে ক্লাবের ক্ষুদে ফুটবলারদের দেওয়া হলো ফুটবল।

লিগ-শিল্ড এসেছে। আইএসএল কাপ জয়ই লক্ষ্য। পিছিয়ে থেকেই লড়াইয়ে নেমেছিল মোহনবাগান। জামশেদপুরকে হারানোর জন্য যুবভারতীতে বিশাল টিফো নিয়ে হাজির সবুজ মেরুন সমর্থকরা। অবশেষে জয়ের হাসিতেই মাঠ ছাড়লেন বাগান ভক্তরা।

TENDER NOTICE
NIT NO: WBBIR/SURI-II PS/Enit-1/2025-26 Dated- 04/04/2025
E-Tender is hereby invited by the Executive Officer, Suri-II PS, Birbhum on behalf of Governor of W.B. from bonafide working contractors for construction of various works under Suri-II Panchayat Samiti. Last date for bid submission is **23.05.2025.**
Details are available on www.wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Officer, Suri-II Panchayat Samiti, Birbhum

NOTICE INVITING PRE- QUALIFICATION - CUM - TENDER
E-bid is hereby invited on the behalf of the prodhan, Kumra (GP) 11 (Eleven) nos. of civil works NIT No.: **WBNPG01/KGP-002/2025-26 Dated 07.04.2025. Total Amount-3540072/-.** Details contact P&RD website: **http://wbtenders.gov.in** Notice from: Prodhan, Kumra G.P.
Sd/-
Prodhan, Kumra G.P
P.O.-Kumra Kashipur,
North 24 Parganas

১২ এপ্রিল ফাইনালে বেঙ্গালুরুর মুখোমুখি হবে মোহনবাগান

যুবভারতীতে শেষমুহূর্তে আপুইয়ার বিশ্বমানের গোলে ফাইনালের টিকিট মোহনবাগানের

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

প্রতিশোধ নেবেন কথা দিয়েছিলেন ম্যাকলারেন, পেত্রাতস, কামিন্সরা। ঘরের মাঠে সেই কথা রাখলেন সবুজ মেরুন ফুটবলাররা।আইএসএল কাপ যুদ্ধের ফাইনালে মোহনবাগান। রুদ্ধশ্বাস, টানটান লড়াইয়ে শেষমুহূর্তে অতিরিক্ত সময়ে গোল করে জামশেদপুরের স্বপ্নভঙ্গ করে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে সবুজ মেরুন ব্রিগেড। যুবভারতীতে খেলার ফল ২-০। টানা এক ডজন ম্যাচে অপরাজিত থাকার পর গত ম্যাচে, অর্থাৎ, সেমিফাইনালের প্রথম লেগে প্রথম পর্বের ম্যাচে ইস্পাতনগরীর মাঠে ১-২ গোলে হারতে হয়েছে চলতি আইএসএলের লিগশিল্ড জয়ী মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে। তাও আবার শেষ মুহূর্তের গোলে। ফাইনালে উঠতে সেই শেষমুহূর্তে গোল করেই ছাড়পত্র আদায় করে নিল মোহনবাগান। এই নিয়ে টানা দ্বিতীয়বার ফাইনালে। এই ম্যাচে ৪-৪-১-১ ছকে দল সাজান সবুজ মেরুন কোচ হোসে মোলিনা। অন্যদিকে ৪-৪-২ ছকে দলকে নামান জামশেদপুর এফসি কোচ খালিদ জামিল। এই ম্যাচে আপুইয়াকে প্রথম একাদশে রাখলেও মনবীর ছিলেন রিজার্ভ বেঞ্চে। আক্রমণভাগে জেমি ম্যাকলারেন এবং জেসন কামিন্সকে রেখেই শুরু করেন মোলিনা। এই ম্যাচে জয় ছাড়া অন্য কোনও উপায় ছিল না মোহনবাগান এসজির সামনে। ফলে শুরু থেকেই আক্রমণের ছন্দে খেলতে শুরু করে মোহনবাগান এসজি। অন্যদিকে রক্ষণে মরিয়া প্রয়াস বজায় রাখে খালিদ জামিলের দল। গোটা প্রথমার্ধ ছিল মোহনবাগান এসজির আক্রমণ বনাম জামশেদপুরের রক্ষণ। ম্যাচের শুরু থেকেই গোল করার জন্য মরিয়া প্রয়াস বজায় রাখে কামিন্স-ম্যাকলারেনরা। অন্যদিকে রক্ষণে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি করে সেটা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করে জামশেদপুর। তবু প্রথম ৪৫ মিনিট শেষে খেলার ফল ০-০। মাঝে অবশ্য আক্রমণের ঝাঁজ কিছুটা কমে। বাধ্য হয়ে আশিকের জায়গায় মনবীরকে নামান মোলিনা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই আক্রমণের চাপ আরও বৃদ্ধি করে সবুজ মেরুন শিবির। ৫০ মিনিটে বক্সের মধ্যে বল হাতে লাগিয়ে ফেলেলন জামশেদপুর দলের প্রণয় হালদার। নায্য পেনাল্টি পায় মোহনবাগান এসজি। পেনাল্টি থেকে গোল করতে ভুল করেননি কামিন্স। গোটা যুবভারতী গর্জন করে ওঠে। এরপর লাগাতার আক্রমণ করতে থাকলেও গোল সংখ্যা বাড়াতে পারেনি সবুজ মেরুন। ম্যাচ যত শেষের দিকে যায় উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। শেষবেলায় আপুইয়ার বিশ্বমানের গোল। আবেগ উচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে দেয় যুবভারতী। ২-০ গোলে জেতে মোহনবাগান। সব মিলিয়ে ফলাফল ৩-২। ১২ এপ্রিল কাপ যুদ্ধে বেঙ্গালুরু এফসির মুখোমুখি হবে মোহনবাগান।

শেষমুহূর্তে আপুইয়ার গোলে জয়ের পাশাপাশি আইএসএল কাপের ফাইনাল নিশ্চিত। যুবভারতীতে সমর্থকদের সঙ্গে উচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা সবুজ মেরুন ব্রিগেডও।
ছবি: অদিতি সাহা

TENDER
NOTICE INVITING TENDER from bonafide contractors/ agencies for supply of building construction materials and construction work at R.K.M Vidyamandira, Belur Math Howrah-711202. Visit: **www.vidyamandira.ac.in**

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE
E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia.Tender title:- **NIT No:- NM/PWDT/NIT-012e/2025-2026 TO NM/PWDT/NIT-019e/2025-2026 Tender ID-2025_MAD_833780_1,2025_MAD_833781_1, 2025_MAD_833782_1,2025_MAD_833783_1,2025_MAD_833784_1, 2025_MAD_833785_1, 2025_MAD_833786_1,2025_MAD_833787_1.Type of Work:-** Construction of Bituminus Road work. Bid Submition End Date:- **19-04-2025 at 05:00 PM**. Bid Open Date:- **22-04-2025 at 10:00 AM. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**
S/D Chairman, Nabadwip Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার
ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর- ৭২১৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য দফায় উল্লিখিত তারিখে দুপুর ১২টার পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং, টেন্ডার নোটিস নং এবং কাজের বিবরণ** নিম্নরূপ ঃ **(i) ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৪-২৫-৪৩আর১,** এবিএসএস প্রকল্পের অধীনে ০৪টি এসক্যালেটর (ঝাড়গ্রাম- জেজিএম- ০২টি এবং ঘাটশিলা-জিটিএস- ২টি) বসানোর জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩০,৫১,৩৪৪.৭১ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন/প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৬১,০০০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ২৩.০৪.২০২৫। **(ii) ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৪-২৫-৫০,** কোকপাড়া-গিধনি স্টেশনে ৩য় লাইনের পাশে উঁচু লেভেল-এর প্ল্যাটফর্ম নির্মাণের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭৪,৭৯,৩৩৭.৪০ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিন/প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৪৯,৬০০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ২৩.০৪.২০২৫। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** প্রতিক্ষেত্রে শূন্য টাকা। **সম্পূর্ণ হওয়ার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ক্র. নং **(i)**-এর জন্য ০৬ মাস এবং **(ii)**-এর জন্য ১২ মাস। **দাখিলের তারিখ ঃ** ২৩.০৪.২০২৫ তারিখ দুপুর ১২টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ-এর জন্য এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন। এই কাজের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিলকৃত টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-21)**

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE
E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. Tender title:- **NIT No:-NM/PWDT/NIT-007e/2025-2026 TO NM/PWDT/NIT-011e/ 2025-2026.Tender ID-2025_MAD_833775_1,2025_MAD_833776_1, 2025_MAD_833777_1,2025_MAD_833778_1, 2025_MAD_833779_1, Type of Work:-**Construction of Road work. **Bid Submition End Date:-** 19-04-2025 at 05:00 PM. **Bid Open Date:-** 22-04-2025 at 10:00 AM. **N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**
S/D Chairman
Nabadwip Municipality

NOTICE INVITING TENDER
NIT No. 01, of 2025-26 of the Assistant Engineer (A-I) Memari (A-I) Sub- Division, Purba Bardhaman
On behalf of the Governor of West Bengal, 01 (One) no. sealed tender consisting of single group as mentioned in Annexure-I in WB Form no 2911(ii) is invited by the Assistant Engineer (A-I), Memari (A-I) Sub- Division, Memari, Purba Bardhaman from the bonafied and resourceful agencies with sound technical and financial capabilities and having experience of similar type of works as mentioned in the said N.I.T. For details of said NIT may be available from this office on any working day from 11.00 A.M. to 2.00 P.M. up to 22.04.2025. Last date of application and availability tender paper 22.04.2025, up to 2.00 P.M. and 22.04.2025 after 3.00 P.M. respectively.
Sd/-
Assistant Engineer (A-I)
Memari (A-I) Sub-Division.
Memari, Purba Bardhaman

ই-টেন্ডার নোটিস নং ৪৫৫৭-জিআরসি-সিই-সি-০১-০৯-২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন)/১/জিআরসি কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ নিম্নলিখিত টেন্ডারগুলি **www.ireps. gov.in** ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। খোলার তারিখে টেন্ডারগুলি দুপুর ১২টায় বন্ধ করা হবে। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** হাতিয়া-বণ্ডামুণ্ডা শাখা ঃ কুরকুরা-মহাবুয়াং এবং কানারাওঁ-ওরগা - দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের কুরকুরা-মহাবুয়াং এবং কানারাওঁ-ওরগা-তে অন্যান্য সম্পর্কিত কাজ সহ রেলওয়ে ট্র্যাক সমেত ঢালের ক্ষয়রোধ ও পাথর পড়া প্রতিরোধের জন্য আগাম-উদ্ভাবিত সমাধানের ব্যবস্থা। **আনুমানিক মূল্যঃ** ৩৯.৭১ কোটি টাকা, **দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ২১,৩৫,৬০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৬ মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ২৯.০৪.২০২৫। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্রঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-23)**

যুবভারতীতে মোহনবাগানের সমর্থনে মাঠে হাজির কর্ণধার সঞ্জীব গোয়েঙ্কার সঙ্গে লখনউ সুপার জায়ান্টের অধিনায়ক ঋষভ পন্থ

মুম্বইকে ১২ রানে হারাল বেঙ্গালুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ক্রুনাল পান্ডিয়ার দুর্দান্ত বোলিংয়ের জোরে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি) মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে ১২ রানে পরাজিত করে এই মরসুমে তাদের তৃতীয় জয় নথিভুক্ত করেছে। সোমবার ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে খেলা এই ম্যাচে টসে হেরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আরসিবি ২০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ২২১ রানের বড় স্কোর গড়ে। জবাবে মুম্বই নির্ধারিত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে মাত্র ২০৯ রান তুলতে সমর্থ হয়। ২০১৫ সালের পর এই মাঠে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে আরসিবির এটাই প্রথম জয়। এই জয়ের মধ্য দিয়ে বেঙ্গালুরু তাদের সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাতে সক্ষম হয়েছে। ম্যাচের শুরু থেকেই আরসিবি ব্যাটাররা আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিলেন। ওপেনিং জুটি দলকে শক্ত ভিত্তি দিয়ে শুরু করে। অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসি এবং বিরাট কোহলি শুরুতে দ্রুত রান তুলে মুম্বইয়ের বোলারদের চাপে ফেলে দেন। কোহলি তার ঝড়ো ব্যাটিংয়ের জন্য পরিচিত, এবং আজও তিনি দলের প্রধান ভরসা ছিলেন। মিডল অর্ডারে রজত পতিদার এবং গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের ক্যামিও ইনিংস দলের স্কোরকে ২২০-এর উপরে নিয়ে যায়।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

রেল কোচ ফ্যাক্টরি পরিদর্শনে সঞ্জয় কুমার পঙ্কজ

কাপুরথলা, ৭ এপ্রিল: রেলওয়ে বোর্ডের অতিরিক্ত সদস্য (প্রোডাকশন ইউনিট) সঞ্জয় কুমার পঙ্কজ সোমবার কাপুরথলার ফ্যাক্টরি পরিদর্শনে আসেন। ওয়ার্কশপে গিয়ে রেল কোচ তৈরির পদ্ধতি ঘুরে দেখেন তিনি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রেল কোচ ফ্যাক্টরির জেনারেল ম্যানেজার এসএস মিশ্র এবং অন্যান্য সিনিয়র অফিসারেরা। অমৃত ভারত, বন্দে ভারত-সহ একাধিক ধরনের কোচ তৈরির পদ্ধতি পরীক্ষা করেও দেখেন তিনি। এছাড়াও কোচ তৈরির শেলগুলোও পরিদর্শন করেন। সিএনসি মেশিন, প্রেস ও অন্যান্য মেশিন তৈরির পদ্ধতিও দেখেন সঞ্জয় কুমার। পরিদর্শনের পর দ্রুত কোচ তৈরি করতে পারার জন্য কাপুরথলার রেল কোচ ফ্যাক্টরির প্রশংসাও করতে শোনা যায় তাঁকে।

NABADWIP MUNICIPALITY
SHORT TENDER NOTICE
E-Tenders are invited by the Chairman, Nabadwip Municipality, Nabadwip Nadia. Tender title:- **NIT No:-NM/PWDT/NIT-003e/2025-2026 TO NM/PWDT/NIT-006e/2025-2026.Tender ID-2025_MAD_832873_1,2025_MAD_832876_1, 2025_MAD_833773_1. Type of Work:-** Construction of Drain work. **Bid Submition End Date:-** 19-04-2025 at 05:00 PM. **Bid Open Date:-** 22-04-2025 at 10:00 AM. **N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Nabadwip Municipality in working day and Govt. Website **https://wbtenders.gov.in** also given **https://nabadwipmunicipality.in**
S/D Chairman
Nabadwip Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
3rd Call 2nd Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 11/WS/Eng/24 Dt. 05-09-24
Bid Submission period: 21.04.25 instead of 04.04.25
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
1. e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/001(e)/2025-26 Date: 07.04.2025
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for engaging of adequate number of unskilled Labour & Supervisor for SWM & Special Cleanliness Drive for road sweeping, drainage cleaning, House to House collection on emergency basis in to the Ward No. 20.
2. e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/002(e)/2025-26 Date: 07.04.2025
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for engaging of adequate number of unskilled Labour & Supervisor for SWM & Special Cleanliness Drive for road sweeping, drainage cleaning, House to House collection on emergency basis in to the Ward No. 21.
3. e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/003(e)/2025-26 Date: 07.04.2025
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for engaging of adequate number of unskilled Labour & Supervisor for SWM & Special Cleanliness Drive for road sweeping, drainage cleaning, House to House collection on emergency basis in to the Ward No. 22.
4. e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/004(e)/2025-26 Date: 07.04.2025
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for engaging of adequate number of unskilled Labour & Supervisor for SWM & Special Cleanliness Drive for road sweeping, drainage cleaning, House to House collection on emergency basis in to the Ward No. 23.
5. e-N.I.Q. No.: UKM/PHC/005(e)/2025-26 Date: 07.04.2025
Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality invites e-quotation for engaging of adequate number of unskilled Labour & Supervisor for SWM & Special Cleanliness Drive for road sweeping, drainage cleaning, House to House collection on emergency basis in to the Ward No. 24.
Documents download start date & Bid submission start date-**08.04.2025.** Bid Submission Closing Date-**22.04.2025.** For Details: **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman, Uttarpara-Kotrung Municipality**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

এটিএম-এ ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড আটকে গিয়েছে? সেই পরিস্থিতিতে কী করবেন? জেনে নিন

অনেক সময়ই অটোমেটেড টেলার মেশিনে ডেবিট কার্ড আটকে গিয়েছে। এমন অভিজ্ঞতা অনেকেরই হয়েছে। জটিল ওই পরিস্থিতিতে পড়লে কীভাবে কার্ড ফেরৎ পাবেন? রইল তারই হালহদিশ।

কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটে?

একটি ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড দু'টি কারণে এটিএম-এ আটকে যেতে পারে। প্রথমত- কানেকশনে সমস্যা, দ্বিতীয়ত- বিশদে টাইপ করতে গিয়ে দেরি হলে। পাওয়ার সাপ্লাই বা নেটওয়ার্ক কানেকশনে ঝামেলা হলেও এটিএম মেশিন আপনার দেওয়া তথ্য কেন্দ্রীয় সিস্টেমের সঙ্গে লিঙ্ক করতে পারে না। ফলে কার্ড আটকে যেতে পারে।

এটিএম কার্ড ভিতরে রেখে দিতে পারে

এটিএম অনেক সময় কার্ড ভিতরে রেখা দিতে পারে। একজন গ্রাহকের টাকা তোলার পরিমাণ, ব্যক্তিগত সনাক্তকরণ নম্বর (পিন) বা অন্য কোনও বিবরণ লিখতে খুব বেশি সময় লাগলে;(এক মিনিটেরও বেশি) এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত এটিএম-এ ব্লক করা কার্ড ব্যবহার করা হলে মেশিন তা নিয়ে নিত। কিন্তু এখন বেশিরভাগ মেশিন একটি বার্তা প্রদর্শন করে- অবৈধ কার্ড বলে তা

ফিরিয়ে দেয় মেশিন। আপনি যদি ভুল পিনটি তিনবার দেন তবে এই মেসেজ দেখাবে এটিএম।

কী করে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ?

কার্ডটি নিজের ব্যাঙ্কের এটিএম বা অন্য ব্যাঙ্কের এটিএম-এ আটকে থাকুক না কেন, এটিএম পরিচালনাকারীরা ব্যাঙ্কে কার্ড পেলে তা জমা দেবে। যদি আপনার কার্ডটি একটি নিজস্ব ব্যাঙ্কের এটিএম-এ আটকে থাকে, তাহলে যে বিক্রেতা মেশিনটি পরিষ্কার বা পুনরায় লোড করেন তিনি কার্ডটি আপনার ব্যাঙ্কে জমা দেবেন একইভাবে, এটি অন্য ব্যাঙ্কের এটিএম-এ আটকে থাকলে, বিক্রেতা এটিএমটি পরিচালনাকারী ব্যাঙ্কে জমা দেবেন। অপারেটিং ব্যাঙ্ক একটি সাধারণ প্রোটোকলের ভিত্তিতে অন্য ব্যাঙ্ককে অবহিত করবে, যা সমস্ত ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকাগুলির অধীনে অনুসরণ করে।

আপনার কী করা উচিত?

প্রথমে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে অবিলম্বে আপনার ব্যাঙ্ককে জানান। আপনার ব্যাঙ্কের গ্রাহক পরিষেবা বিভাগে কল করুন ও এটিএম বা কার্ড যেখানে আটকে গিয়েছে তার বিশদ বিবরণ দিন। আপনার কাছে দু'টি বিকল্প আছে- কার্ড ব্লক করুন, অথবা এটি পুনরুদ্ধার করুন। আপনি এটি ব্লক করতে চাইতে পারেন, যাতে এটি কেউ অপব্যবহার না করে। ব্যাঙ্ক প্রতিস্থাপন কার্ড এবং এর পিন পোস্টের মাধ্যমে আপনার রেজিস্টার্ড ঠিকানায় পাঠাবে। সাধারণত ৭-১০ দিনের মধ্যে এই কার্ড পেয়ে যাবেন আপনি। পরে আপনি এই কার্ড একটি পাল্টাতে নিকটতম ব্যাঙ্ক শাখায় যেতে পারেন। আপনার সনাক্তকরণ প্রমাণ বহন করতে ভুলবেন না, যেমন স্থায়ী অ্যাকাউন্ট নম্বর কার্ড। পদ্ধতি ব্যাঙ্ক জুড়ে পরিবর্তিত হয়। এই ধরনের বদলে দেওয়া কার্ড বিনামূল্যে পাবেন আপনি।

আপনি যদি নিশ্চিত হন যে কার্ডটি প্রকৃতপক্ষে একটি এটিএম-এ আটকে আছে এবং সেই মেশিনের অবস্থান জানেন, তাহলে আপনি অপারেটিং ব্যাঙ্ককে জানাতে পারেন, যেটি একই কার্ড উদ্ধার করে আপনাকে বা সুবিধাজনক ব্যাঙ্কের শাখায় পাঠানোর ব্যবস্থা করবে এটিএম-এ ক্রেডিট কার্ড আটকে গেলে পদ্ধতিটি একই। প্রতিস্থাপন কার্ডে অবশ্যই আলাদা নম্বর এবং পিন থাকবে, তবে অন্যান্য সমস্ত বৈশিষ্ট্য আগের কার্ডের মতোই হবে।

আইটি ফাইল করার সময় এগিয়ে আসছে, পাঁচটি জিনিস মাথায় রাখুন, পোহাতে হবে না কোনও ঝক্কি

আয়করের আওতায় আসা সকল করদাতার জন্য আইটিআর দাখিল করা বাধ্যতামূলক। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গী বেতনভোগী এবং অন্যান্য করদাতারা এখন বিগত আর্থিক বছরের জন্য তাঁদের কর রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। বিগত বছরের মতো, এ বছরও আইটিআর দাখিলের শেষ তারিখ ৩১শে জুলাই হতে পারে। তবে, যেসব করদাতার অ্যাকাউন্টের নিরীক্ষা প্রয়োজন তাদের কাছে ৩১শে অক্টোবর, ২০২৫ পর্যন্ত সময় থাকবে। তবে মনে রাখতে হবে যে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হলে এই সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারে অর্থমন্ত্রক।

যাদের বার্ষিক আয় মূল ছাড়ের সীমার ঊর্ধ্বে তাঁদের জন্য আয়কর রিটার্ন দাখিল করা বাধ্যতামূলক। পুরাতন কর ব্যবস্থা অনুসারে, ৬০ বছরের কম বয়সী সাধারণ করদাতাদের জন্য মূল ছাড়ের সীমা এখনও ২.৫ লক্ষ টাকা। প্রবীণ নাগরিকদের জন্য, এই সীমা ৩ লক্ষ টাকা। নতুন কর ব্যবস্থার অধীনে, ছাড়ের সীমা ৪ লক্ষ টাকা এবং এর বেশি আয়ের উপর স্ল্যাব অনুসারে কর ধার্য করা হবে। তবে, কিছু ক্ষেত্রে অনলাইনে আইটিআর দাখিল করা বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে যদি কারও বিশেষ কোনও আয় থাকে। যাঁদের সেভিংস অ্যাকাউন্টে ৫০ লক্ষ টাকার বেশি আমানত এবং ১ কোটি টাকার বেশি ব্যাঙ্ক আমানত রয়েছে তাঁদের করযোগ্য বার্ষিক আয় ছাড়ের সীমার মধ্যে থাকলেও তাঁদের আইটিআর দাখিল করতে হবে।

নতুন কর কাঠামোয় শূন্য থেকে ৪ লক্ষ টাকা আয়ে কোনও কর নেই। ৪-৮ লক্ষ টাকা আয়ে ৫ শতাংশ, ৮-১২ লক্ষ টাকা আয়ে ১০ শতাংশ, ১২-১৬ লক্ষ টাকা আয়ে ১৫ শতাংশ, ১৬-২০ লক্ষ টাকা আয়ে ২০ শতাংশ, ২০-২৫ লক্ষ টাকা আয়ে ২৫ শতাংশ, এবং ২৫ লক্ষ টাকার উপরে আয়ে ৩০ শতাংশ হারে আয়কর দিতে হবে। বাজেটে পুরনো কর ব্যবস্থার কর স্ল্যাবে কোনও পরিবর্তন ঘোষণা করা হয়নি।

অনলাইনে আইটিআর দাখিল করার আগে সকল করদাতাদের জন্য নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয় করণীয়

১. আয়ের সমস্ত নথি কাছে রাখুন অনলাইনে আইটিআর ফাইল করার জন্য করদাতাদের প্যান, আধার, ফর্ম-১৬, বেতন স্লিপ, সুদের সার্টিফিকেট, মূলধন লাভের বিবরণী, ভাড়া থেকে আয়ের বিবরণ এবং আয়ের অন্য যে কোনও প্রমাণের নথি কাছে রাখতে হবে।

২. সঠিক আইটিআর ফর্ম নির্বাচন করদাতার আর্থিক অবস্থা এবং আয়ের উৎসের উপর ভিত্তি করে সঠিক আইটিআর ফর্ম নির্বাচন করা গুরুত্বপূর্ণ। ভুল ফর্ম নির্বাচন এবং দাখিল করলে তা প্রত্যাখ্যাত হতে পারে। এমনকী আয়কর বিভাগ থেকে নোটিশ পেতে পারেন। এই বছর, সরকার আইটিআর-২-তে কিছু পরিবর্তন এনেছে। করদাতাদের রিটার্ন দাখিল করার আগে, সর্বশেষ আপডেটগুলি একবার পড়ে নেওয়া প্রয়োজন।

৩. আধার-প্যান লিঙ্ক থাকা জরুরি আপনার প্যান কার্ডটি যেন আধার কার্ডের সহেগ লিঙ্ক করা থাকে। নাম, জন্ম তারিখ এবং লিঙ্গের মতো সমস্ত ব্যক্তিগত বিবরণ নথিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। যাতে যাচাইয়ের সময় কোনও সমস্যা না হয়।

৪. ছাড় এবং ডিডাকশনগুলি খতিয়ে দেখুন আইটিআর ফাইল করা শুরু করার আগে সমস্ত ছাড় এবং ডিডাকশন সম্পর্কে সচেতন থাকা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, ছাড়ের সীমা ছাড়াও, স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন এবং রিবেট পাওয়া যায়। বেতনভোগী ব্যক্তিদের জন্য নতুন কর ব্যবস্থায় স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনের পরিমাণ ৫০,০০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৭৫,০০০ টাকা করা হয়েছে।

৫. অতীতের আইটিআর তুলনা করে আয়কর যাচাই-বাছাই অর্থ বিল ২০২৫, আয়কর বিভাগকে গত বছরের রিটার্নের সঙ্গে চলতি বছরের রিটার্ন যাচাই-বাছাই করার ক্ষমতা দিয়েছে। যাতে কোনও অসঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়। এই বর্ধিত যাচাই-বাছাইয়ের লক্ষ্য হল আরও ভালভাবে কর দিতে উৎসাহ দেওয়া এবং কর ফাঁকির হার কমানো।

ঘরে বসেই করা যাবে মিউচুয়াল ফান্ডের কেওয়াইসি, ভারতীয় পোস্ট অফিসের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত

বর্তমান সময়ে কেওয়াইসি হল এমন একটি বিষয় যেটি দরকার হয়ে পড়ে। ব্যাঙ্ক থেকে শুরু করে অন্য নানা কাজেও প্রয়োজন হয় কেওয়াইসি।

ভারতীয় পোস্ট একটি বিরাট পদক্ষেপ গ্রহণ করল। তারা নিপুন ইন্ডিয়া মিউচুয়াল ফান্ডের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। এবার থেকে যারা এই মিউচুয়াল ফান্ড করবেন তাদের কেওয়াইসি করতে আর কোথাও যেতে হবে না। একেবারে নিজের বাড়িতে বসেই আপনি কেওয়াইসি করিয়ে নিতে পারবেন।

মিউচুয়াল ফান্ড হল এমন একটি জায়গা যেখানে আপনি দীর্ঘসময় ধরে বিনিয়োগ করলেই পাবেন ভাল রিটার্ন। তবে সেখানেও একটি দরকারি কাজ হল কেওয়াইসি। এটি করতে এতদিন ধরে অফিসে যেতে হত। তবে এবার সেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। ঘরে বসেই করা যাবে এই কেওয়াইসি।

তবে কেন এই পদক্ষেপ নিল পোস্ট অফিস। এরফলে বহু মানুষ মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে পারবেন। পাশাপাশি যারা প্রবীণ নাগরিক তারাও এবার থেকে মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে পারবেন। সেখানে ঘরে বসেই তারা কাজ করতে পারবেন। গ্রামের প্রত্যন্ত অংশ যেখানে যাতায়াতের সমস্যা রয়েছে সেখানেও এই পদক্ষেপটি অতি প্রয়োজনীয় হিসেবে দেখা দেবে।

ইতিমধ্যেই একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে একথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। মিউচুয়াল ফান্ড প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে এবার কাজ করবে

পোস্ট অফিস। ফলে উন্নতি করবে দেশের অর্থনীতি। ইতিমধ্যেই ইউটিআই এবং সুতির সঙ্গে কাজ করেছে পোস্ট অফিস। সেখানে তারা ৫ লাখ কেওয়াইসি করে একটি নতুন রেকর্ড তৈরি করে ফেলেছে।

সেবি ইতিমধ্যে একটি নির্দেশিকা জারি করেছে। সেখানে তারা জানিয়ে দিয়েছে সমস্ত বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলি বিশেষত মিউচুয়াল ফান্ডগুলির কাছে যেন তাদের সমস্ত গ্রাহকদের তথ্য থাকে। সেখানে গ্রাহকের পরিচয়পত্র, বাড়ির ঠিকানা, প্যান কার্ডের তথ্য যেন অতি অবশ্যই থাকে। ফলে সেখানে প্রতিটি মিউচুয়াল ফান্ডের কাছে যেন সমস্ত কেওয়াইসি তথ্য থাকে।

ভারতের পোস্ট অফিস এই কাজটি এবার থেকে করবে। প্রথমেই তারা নিপুন ইন্ডিয়া মিউচুয়াল ফান্ডের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। পরে অন্যদের সঙ্গেও কাজ করবে ভারতের পোস্ট অফিস। সেখানে প্রতিটি ঘরে গিয়ে তারা বিনিয়োগকারীদের কেওয়াইসি তথ্য নেবে।

মাসে ৫,৫৫০ টাকা করে আয় করতে আগ্রহী? তাহলে পোস্ট অফিসের এই প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারেন

পোস্ট অফিসে এককালীন বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রতি মাসে ৫,০০০ টাকার বেশি আয় সম্ভব। এই প্রকল্পটি মাসিক আয় স্কিম নামে পরিচিত এবং এটি দেশজুড়ে অনেক বিনিয়োগকারীকে আকৃষ্ট করেছে। আপনি যদি আপনার সঞ্চয় থেকে স্থিতিশীল আয়ের একটি নির্ভরযোগ্য উপায় খুঁজছেন, তাহলে এই প্রকল্পটি আপনার জন্য একটি দুর্দান্ত পছন্দের হতে পারে।

একবার বিনিয়োগ করলেইন এই প্রকল্প থেকে আকর্ষণীয় রিটার্ন মেলে। এই প্রকল্পে বিনিয়োগের উপর ৭.৪ শতাংশ সুদ পাওয়া যায়।

পোস্ট অফিসের মাসিক আয় প্রকল্পের মাধ্যমে ইতিমধ্যেই অসংখ্য ব্যক্তি উপকৃত।

প্রকল্পের বিশদ বিবরণ

এককালীন বিনিয়োগ করতে হবে। মাসিক আয় প্রকল্পের মেয়াদ ৫ বছর। অ্যাকাউন্ট খোলার তারিখ থেকে এক বছর পরেই টাকা তোলা যাবে।

মাত্র ১,০০০ টাকা দিয়ে বিনিয়োগ শুরু করা যেতে পারে। যদি একক অ্যাকাউন্ট খোলার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে সর্বোচ্চ ৯ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা যাবে। তবে, যদি আপনি একটি যৌথ অ্যাকাউন্ট বেছে নেন, তাহলে আপনি ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ করতে পারবেন। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি পোস্ট অফিস মাসিক আয় প্রকল্পে ৯ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন, তাহলে বর্তমান সুদের হার ৭.৪ শতাংশ, তাহলে আপনার মাসিক আয় হবে ৫,৫৫০ টাকা। এছাড়াও, আপনার মাসিক, ত্রৈমাসিক, অর্ধ-বার্ষিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে এই সুদের আয় পেতে পারেন।

পোস্ট অফিস মাসিক আয় প্রকল্পের পাঁচ বছরের লক-ইন সময়কাল রয়েছে। তবে, যদি কঠিন পরিস্থিতি আসে, তাহলে অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করে ওই তহবিল তুলে নিতে পারেন। MIS প্রকল্প শুরু করার জন্য, আপনার একটি পোস্ট অফিস সঞ্চয় অ্যাকাউন্ট থাকা প্রয়োজন। আপনি যদি ৯ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন, তাহলে আপনি পরবর্তী ৫ বছরের জন্য ৫,৫৫০ টাকার একটি স্থির এবং নিশ্চিত মাসিক সুদ পাবেন। ৫ বছর শেষ হয়ে গেলে, আপনি আপনার পুরো ৯ লক্ষ টাকার জমা ফেরত পাবেন, সঙ্গে মোট ৩,৩৩,০০০ টাকা সুদও পাবেন। যা ৫ বছরে প্রতি মাসে ৫,৫৫০ টাকা করে।

পোস্ট অফিস ২৫১ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতে সেবা দিয়ে আসছে। ১৭৭৪ সালের ৩১ মার্চ কলকাতায় এর প্রথম শাখা খোলা হয়েছিল। আজকাল, পোস্ট অফিস তার ঐতিহ্যবাহী ডাক কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের ব্যাঙ্কিং পরিষেবাও দিচ্ছে। পোস্ট অফিসের কিছু প্রকল্প ব্যাঙ্কের তুলনায় বেশি সুদের হার দেয়।